৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

আমাদের শিক্ষাঙ্গন
৬ এর পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ২৭ আষাঢ় – ০১ শ্রাবণ, ১৪৩২ ঃ ১২ জুলাই – ১৮ জুলাই, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 37, 12 July - 18 July, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সাক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে এবং স্পটে দাঁড়িয়ে ঘটনা

সম্পর্কে জানতে কসবার আইন কলেজ কাণ্ডের ধৃত ১৮ জনের মধ্যে মূল ৪ জনকে নিয়ে যাওয়া হল কলেজে। সাড়ে ৪ ঘণ্টা ধরে তারা দেখিয়ে দেয় অপরাধের স্থান, বর্ণনা দেয় ঘটনার।

রবিবার : ট্রাইবুনাল ও কর্ণাটক হাই কোর্টের রায় বহাল রেখে সুপ্রীম

কোর্ট জানিয়ে দিল, নিয়ম না মেনে গাড়ি চালিয়ে কারোর মৃত্যু হলে তার পরিবার বীমা কোম্পানির থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ পাবে না। ২০১৪ সালে কর্নাটকে ঘটা একটি দুর্ঘটনার মামলায় এই রায় দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সোমবার : কানাডার জি৭ সম্মেলন এবং এসসিও বৈঠক

হতাশ করলেও ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোয় ব্রিকস্ সম্মেলনের মঞ্চে পাহেলগামে জঙ্গী হামলার কড়া নিন্দা করা হয়েছে। সমালোচনা করা হয়েছে পাকিস্তানের। বার্তা দেওয়া হয়েছে চিনকে।

মঙ্গলবার : কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিল, এসএসসির নতুন

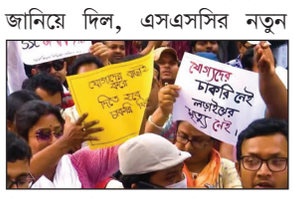

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না ২০১৬ সালের টেন্টেড বা অযোগ্যরা সুপ্রীম কোর্ট যাদের চাকরি বাতিল করে মাইনে ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছে। কোর্ট জানিয়েছে নতুন বিধি নয় আগের বিধি অনুযায়ী পরীক্ষা হওয়া উচিত।

বুধবার : বিশ্ববাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের পর এবার আগামী

পুজোর পরে বাণিজ্য ও শিল্প কনক্লেভ করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। কোন কোন ক্ষেত্রকে এই কনক্লেভে গুরুত্ব দেওয়া হবে তা ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিনার্জি কমিটিকে।

বৃহস্পতিবার: ৩ বিজেপি কর্মীর খুনের ঘটনায় তদন্তভার

হাতে পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সিবিআইএর ৭ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল পা রাখল সন্দেশখালীর ভাঙিপাড়ায়। নিহত প্রদীপ মণ্ডলের স্ত্রী সিবিআইকে তাদের হুমকি দেওয়ার কথা জানান।

শুক্রবার: জাতীয় ইলেকশন কমিশনের স্পেশাল ইন্টেন্সিভ

রিভিশনে ভোটার নিরীক্ষণে ভোটার আধার ও রেশন কার্ডকেও প্রমাণ হিসাবে গণ্য করার নির্দেশ দিল সুপ্রীম কোর্ট। উল্লেখ্য, বিহারে ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে এই রিভিশনের কাজ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভোটার তালিকা: স্বচ্ছতার খোঁজে পিছু ছাড়ছে না বিতর্ক

শক্তি ধর

বহু দিনের অনাদরে ময়লা, শ্যাওলা জমে ভারতীয় গণতন্ত্র কাঠামোর প্রথম সিঁড়ি ভোটার তালিকা যেরকম পিছল হয়েছে তাতে সংসদীয় রাজনীতির কারবারিরা বুঝতে পারছে যে এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা মুশকিল। এতদিন এই সিঁড়িতেই ল্যাং মারামারি করে তারা এখন হৈ চৈ শুরু করেছে। আর যাদের এই সিঁড়িটি দেখভাল করার কথা সেই নির্বাচন কমিশন ভারতের অন্যসব কমিশনের মতই আসলে নিধিরাম সর্দার। তার কাছে না আছে ঝাড়ু, না আছে ঝাড়ুদার। সবই কোনো না কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছে চেয়েচিন্তে জোগাড় করতে হয়। এই চাইবার শক্তি যে যোগায় তার নাম সংবিধান। ভাগ্যিস এটুকু ছিল! নাহলে স্বাধীন জনমতের অস্তিত্বই আর থাকতো না।

যাই হোক, হৈ চৈ হতেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে পিছল সিঁড়ি মানে ভুয়ো ভোটারে স্ফীত ভোটার তালিকা পরিষ্কারের কাজে। এই কাজে নেমে তাদের কান, মাথা এখন ভনভন, ঝনঝন করছে। এতো শুধু মৃত, অনুপস্থিত, ভুয়ো নামের ময়লা, শ্যাওলা নয়, অনুপ্রবেশকারীদের বড় বড় আগাছায় ভরে গিয়েছে তালিকা। এসব পরিষ্কার করা তো সাধারণ ঝাঁটা-ঝাড়ুর কাজ নয়, লাগবে লোহার তারের জালি। তাই আধার, ভোটার, রেশন কার্ড নয় লাগবে পিতা-মাতার ও নিজের জন্ম সার্টিফিকেট। বিতর্ক শুরু। যেসব প্রমাণ পত্র দিয়ে এতদিন ভোট হল, যার দৌলতে এমএলএ-এমপিরা বহাল তবিয়তে করে কম্মে খাচ্ছেন সেসব গণ্য হবে না! আদালত একমত। তাঁদের নির্দেশ, ভোটার তালিকা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলুক কিন্তু এতদিনকার চালু নথিগুলিকে প্রমাণের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া চলবে না।

আসলে কমিশনের মতে, ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে আধার, প্যান, ভোটার, রেশন কার্ডের মত যেসব নথি চালু আছে সেগুলি প্রচুর জাল হচ্ছে। এইসব জাল নথি হাতিয়ার করে ভোটার তালিকায় ঢুকে পড়ছে অনুপ্রবেশকারীরা। তাই এগুলির উপর আর ভরসা রাখা যাচ্ছে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

দিনভর ইডি হানা মহেশতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১১ জুলাই সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহেশতলার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম জগতলার 'মনোরোমা' নামক বহুতলে হানা দেয় ইডি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ৪টি গাড়ির কনভয়ে এক মহিলা অফিসার

সহ ৬জনের একটি ইডির প্রতিনিধি দল ওই মনোরমা ফ্ল্যাটে আসে। সঙ্গে ছিল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। প্রথমে ওই অফিসাররা মনোরমা ফ্ল্যাটের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন, জয়ন্ত রাউতের বাড়ি কিভাবে তারা যাবে। ওই মহিলা তখন অফিসারদের নাকি জানান এখানে জয়ন্ত রাউত বলে কেউ থাকেন না। তখন অফিসাররা অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে ওই ফ্লাটেরই দোতলায় জয়ন্ত রাউতের বাড়িতে পৌঁছে যান। পরে জানা যায় যে মহিলা বলেছিলেন জয়ন্ত রাউত এখানে নেই তিনি ওই জয়ন্ত রাউতের স্ত্রী তার নাম শিখা রাউত। ফ্ল্যাটের কয়েকজন বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ওই জয়ন্ত রাউত ২ বছর আগে এখানে ফ্ল্যাটটি কেনেন। জয়ন্ত রাউত এবং তার স্ত্রী এবং তাদের এক কন্যা সন্তান আছে। স্থানীয়রা জানায়, জয়ন্ত সাধারণত কারো সঙ্গে কথা খুব একটা বলত না তবে তার স্ত্রী সকলের সঙ্গে কথা বলতেন। **ছবি : অরুণ লোধ**

এরপর পাঁচের পাতায়

র‍্যাগিং রুখতে ইউজিসির নির্দেশনামা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং রুখতে আরও কড়া থেকে কড়া পদক্ষেপ করছে 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন'। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে এবিষয়ে একগুচ্ছ নির্দেশিকা পাঠিয়েছে ইউজিসি। তাতে বলা হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে কলেজের জুনিয়রদের হেনস্থা করলে তা র‍্যাগিং হিসাবে বিবেচিত হবে। এছাড়াও মৌখিক হেনস্থা, হোস্টেল আবাসিকদের জোর করে রাত জাগানো, বয়কটের হুমকি দেওয়া, পোশাকবিধি চাপিয়ে দেওয়া, মাথার চুল নির্দিষ্ট ছাটে কাটতে বাধ্য করা, অনিচ্ছুক পড়ুয়ার কাছে বারংবার নাম পরিচয় জানতে চাওয়াও র‍্যাগিং বলে এবার গণ্য হবে। এরকম ঘটনা ঘটলে অ্যান্টি র‍্যাগিং সংক্রান্ত নিয়মের অধীনে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে ইউজিসি।

ম্যানগ্রোভ কেটে পোল্ট্রি ফার্ম

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

পাথরপ্রতিমার ভাগবতপুর এলাকার নদীর চরে ম্যানগ্রোভ কেটে পোল্ট্রি ফার্ম তৈরির অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। এনিয়ে গ্রামবাসীরা বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন। পুলিশের নির্দেশে আপাতত পোল্ট্রি তৈরির কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। জানা যায়, মেদিনীপুরের এক ব্যক্তি দলিল সহ ওই নদীর চর বিক্রি করেছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এক পঞ্চায়েত সদস্যা দাঁড়িয়ে থেকে এই কাজ করাচ্ছেন। এখানে নদীর চরে জোয়ার-ভাটা খেলে। এছাড়াও এখানে প্রচুর ম্যানগ্রোভ রয়েছে। কিন্তু ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে পঞ্চায়েত সদস্যা দাঁড়িয়ে থেকে পোল্ট্রি ফার্ম বানাচ্ছেন। বিষয়টি

নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এব্যাপারে পাথরপ্রতিমার বিডিও শেখ ইজরাইল বলেন, 'একটি অভিযোগ পত্র পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। আপাতত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ট্রাঙ্ক রোডে খাবি খাচ্ছে বজবজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত আছিপুর থেকে তারাতলা পর্যন্ত বজবজ ট্রাঙ্ক রোড একটি ব্যস্ততম রাস্তা। এই রোড দিয়ে প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। অটো টোটো ম্যাজিকের পাশাপাশি তেলের ট্রাঙ্কার প্রচুর যাতায়াত করে। প্রচুর মানুষকে এই পথে যাতায়াত করতে হয় তার কর্মক্ষেত্রে যাবার জন্য। কিন্তু বর্তমানে বর্ষার মুখে এই রোডের বেহাল অবস্থায় জেরবার নিত্যযাত্রীরা। আছিপুরের কিছু অংশে এবং চড়িয়ালের পর বজবজ চৌরাস্তা পর্যন্ত অংশে রাস্তার এমন অবস্থা হয়েছে যে যে কোন সময় যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বড় বড় গর্তের মধ্যে বৃষ্টির জল জমে পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। নিত্যযাত্রীরা অভিযোগ করছে যে, প্রতিবছর বর্ষার আগে এই রোডের অবস্থা এমনই বেহাল হয়ে পড়ে। পুজোর মুখে কিছু প্যাচওয়ার্ক করে কোনরকমে দায়সারা ভাবে কাজ করা হয়। আবার বর্ষার সময় সেই অবস্থা ফিরে আসে। যদি এই রাস্তার সংস্কার অতি দ্রুত করা না হয় তাহলে আরো বৃষ্টি হলে কি পরিস্থিতি হবে ভেবে আতঙ্কিত নিত্যযাত্রীরা। অধিকাংশ নিত্যযাত্রী এবং গাড়ি চালকদের দাবি, অবিলম্বে রাস্তার সংস্কার করা হোক এবং ভালোভাবে সংস্কার করা হোক যেন দীর্ঘদিন তা স্থায়ী হয়। এই প্রসঙ্গে বজবজ পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, 'রোডের মালিক পিডব্লুউডি দপ্তর, পুরসভার রাস্তা এটা নয়। তবুও মানুষের স্বার্থে ইতিমধ্যেই আমি পিডব্লিউডি দপ্তরকে লিখিতভাবে মেইল করে জানিয়েছি দ্রুত রাস্তার প্যাচওয়ার্ক করে সংস্কার করার জন্য। বর্ষার পরে এমনিতেও ঠিক হয়ে আছে যে বাটা মোড় থেকে আছিপুর পর্যন্ত রাস্তার ব্যাপকভাবে সংস্কার করা হবে। কিন্তু বর্তমানে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা সামাল দিতে একটা প্যাচওয়ার্ক করা অবশ্যই দরকার এটা স্বীকার করছি। আশা করা যায় খুব দ্রুত একটা প্যাচওয়ার্ক করে সাময়িক একটা সমাধান করা হবে।'

চলা দায় স্টেশন রোডে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ স্টেশন রোডের বেহাল অবস্থায় জেরবার নিত্যযাত্রীরা। কয়েকদিনের নিম্নচাপের বৃষ্টিতে বজবজ স্টেশন রোডে প্রায় এক হাঁটু জল জমে যায়। এই জলমগ্ন রাস্তা দিয়েই কয়েকশো অটো চলাচল করে। রাস্তার দুদিকে এমনভাবে বাড়িগুলো বা দোকানগুলো তৈরি হয়েছে জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থাই নেই। যার ফলে ৩-৪ দিনের টানা বৃষ্টিতে জল জমে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এমনিতেই এই স্টেশন রোডের অবস্থা অত্যন্ত বেহাল ছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

নিকাশি সমস্যায় আটকে সুঁতির প্রবাহ

একসময় নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছামতী, যমুনা, বিদ্যাধরী, লাবণ্যময়ী প্রভৃতি নদী তাদের শাখা-প্রশাখা নিয়ে যেমন বহমান ছিল, তেমনই আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে তাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের এখন অবস্থা কেমন? ধারাবাহিক প্রতিবেদনে সে কথাই জানাচ্ছেন কল্যাণ রায়চৌধুরী

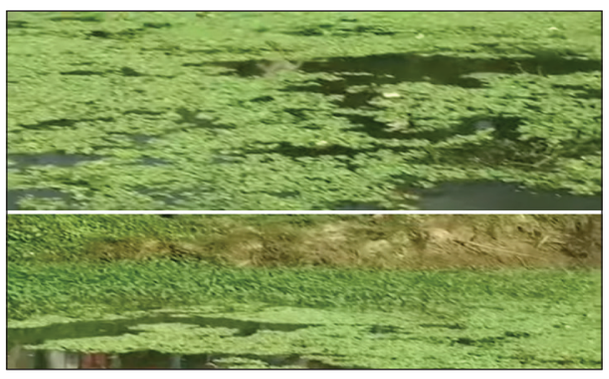

সুঁতি নদীর পূর্ব নাম সুবর্ণমতী বা সুবর্ণবতী। নদীর জীবন যেভাবে আবর্তিত হয়েছে নদী অববাহিকার মানুষের মুখে মুখে তা সূক্ষ্মাবতী থেকে সুঁতি বা সুঁটি নামে হাজামজা খাতে পরিচিত হয়েছে। তবে জোয়ারের সময় উত্তর কলকাতার বরাহনগর, দমদম, কামারহাটি এলাকার নোংরা জল সুঁতিকে বিষাক্ত করে তুলেছে। ২৬ কিলোমিটার এই নদীপথের সংস্কার হলে তবেই ২৩১ বর্গ কিলোমিটার এলাকার নিকাশি সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হত। সুঁতি নদীর উৎসস্থল নদীয়া জেলার হরিণঘাটার ভেপুরের কাছে যমুনা নদী। মোহনা উত্তর ২৪ পরগণার হাড়োয়া গাঙ বা বিদ্যাধরী নদী। মোট দৈর্ঘ্য ২৬ কিমি। সুঁতির একটি শাখা নদীয়ার বড় জাগুলিয়া থেকে দত্তপুকুর হয়ে বারাসত যাওয়ার পথে দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা আমডাঙার মধ্য দিয়ে বরতি বিল হয়ে ইছাপুর খালের মাধ্যমে হুগলি নদীতে মিশেছে। অপর শাখা আমডাঙা, নারায়ণপুর, বিড়া, বারাসত হয়ে হাড়োয়া গাঙ বা বিদ্যাধরীতে মিশেছে।

রেঁনেলের সমীক্ষায় সুঁতি প্রবাহমান ছিল। সুঁতি নদী সংলগ্ন বারাসত কাজীপাড়ায় ছিল চতুর্দশ শতকের বাইশ পীরের অন্যতম পীর একদিল শাহের আস্তানা। পালযুগে বাংলার এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। মাধবপুর থেকে সুঁতি অস্পষ্ট গতিপথে এগিয়ে চলেছে। আরও কিছু পূর্বে দত্তপুকুর এলাকার কাশিমপুর গ্রামে প্রাপ্ত শিবের হাতি নামে কথিত কালো-ব্যাসাল্ট নির্মিত মূর্তির অংশটি আসলে এক হাজার বছরের প্রাচীন বুদ্ধ মূর্তির হাত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এরূপ অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সুঁতি নদীর দুই পাড়ে। মাত্র ২০০ বছর আগেও নদীটি নাব্য ছিল। টলেমির বর্ণনা থেকে জানা যায়, গঙ্গা বহুযুগ আগেও দক্ষিণবঙ্গে বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল।

গোবরডাঙার আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক ও প্রবীণ সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ১৯৯৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ ইছামতী নদী সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। জেলার নদ-নদী নিয়ে তিনি দীর্ঘদীন ধরে গবেষণায় নিযুক্ত। এব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সুবর্ণবতী বা সুঁতি নদীর ধারে একসময় ৮০-৯০টি গ্রামে নীলচাষ হত। এই চাষে পাট চাষের মতোই প্রচুর জলের প্রয়োজন হত। তাই ইংরেজ ব্যবসায়ীরা দক্ষিণবঙ্গের এইসব প্রবাহমান নদী তীরেই নীলকুঠি স্থাপন করে নীলচাষ শুরু করেছিলেন। সুঁতির এক শাখা পূর্বমুখী হয়ে বাঁশবোনা, ধোপাগাছি, বামুনপাড়া, মালপাড়া, বারাসত হয়ে দক্ষিণে গোয়ালডোব, চক-ভাঙার-কোনা, দীঘল গ্রাম, সুবর্ণআঁটি, পারুলিয়া, যানসারা হয়ে গুমার বিদ্যাধরী নদীতে মিশেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভাগীরথীর ভাঙন

ভয়ে কাঁপছে বাসিন্দারা

দেবাশিস রায়

পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাংশের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে ভাগীরথী। এখানে নদীর ডান পাড়ে জালুইডাঙা এবং বাম পাড়ে মনমোহনপুর-কিশোরীগঞ্জ। ভরা বর্ষায় ভাগীরথী নদীর ভাঙনের কবলে পড়ে গভীর আতঙ্কে রয়েছে স্থানীয়রা। হাজার দেড়েক বাসিন্দা অধ্যুষিত এই এলাকায় প্রতিনিয়তই একটু একটু করে নদীর পাড় ভেঙে পড়ছে। কৃষিজমি, গাছপালা প্রভৃতি নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কিছু কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হয়েছে ঠিকই তবে, বর্ষার কারণে ভাঙন রোধের কাজ সেভাবে শুরু হয়নি। ভাঙন প্রবণ জালুইডাঙায় নদীর কোল ঘেঁষে চলে গিয়েছে পূর্ব রেলওয়ে। এখানে নদীর পাড় থেকে গুরুত্বপূর্ণ হাওড়া-কাটোয়া রেলপথের দূরত্ব কমবেশি ১০০ মিটার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ায় জালুইডাঙায় আপাতত নদী ভাঙন ঠেকানো গিয়েছে। তবে, অপরপাড়ে এবারে ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করতেই প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে সিপিএমের পক্ষ থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েত দপ্তরে ইতিমধ্যে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি, ভাঙন কবলিত এলাকাটি পরিদর্শন করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক স্বপন দেবনাথ, জেলাশাসক আয়েশারানি, সেচ দপ্তরের আধিকারিক সহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ।

এরপর পাঁচের পাতায়

স্বর্ণবেশ দেখতে ঢল পুরীধামে

কুনাল মালিক, পুরী

পুরী ধামে উল্টো রথের পরের দিন শুক্লা একাদশী তিথিতে জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রার স্বর্ণালংকার এর রাজবেশ দেখতে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা ভিড় জমালেন। প্রায় ২০০ কেজি স্বর্ণালংকারে সেজে ওঠেন জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা। স্থানীয় ভাষায় এই উৎসবকে বলা হয় 'সুনাবেশ'। ৮ দিনের মাথায় গুন্ডিচা মন্দির থেকে ৩টি রথে করে আবার পুরীর মন্দির অভিমুখে উল্টোরথে যাত্রা করেন জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা। ওইদিন তিন বিগ্রহকে মন্দিরের রত্ন সিংহাসনে স্থাপন করা হয় না। মন্দিরের বাইরে সিংহ দুয়ার মাঠের কাছে তিন রথে থাকেন জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা। এবছর উল্টোরথ শনিবার পড়েছিল তারপরের দিন অর্থাৎ আষাঢ় মাসের একাদশীর দিন দুপুরের পর থেকে একটি বিশেষ প্রাচীন রীতি পালিত হল যথাযোগ্য মর্যাদায় পুরীধামে। ওইদিন জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাকে পুরীর মন্দিরের কোষাগারে থাকা যাকে বলা হয় 'ভিটারা ভাণ্ডার' ২০০ কিলো বিভিন্ন ধরনের স্বর্ণালংকার বার করে আনা হয়। প্রায় ১৫০টি স্বর্ণালঙ্কার আছে।৩ জনকে

সাজানোর জন্য। ৩ টি রথে পুরোহিতরা একের পর এক স্বর্ণালংকার তুলে ধরেন পুণ্যার্থীদের দেখানোর জন্য। তারপর সেগুলি দিয়ে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে সাজানো হয়।। অপরূপ সেইরূপ দেখে পূর্ণ্যার্থীরা জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে মুখরিত করে তোলে পুরীর মন্দির চত্বরকে। কথিত আছে রাজা কপিলেন্দ্র দেব ১৪৬০ সালে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ জয় করে ১৬ টি হাতি করে প্রচুর স্বর্ণালংকার এবং হিরা নিয়ে আসেন। সেই সমস্ত অলংকার তিনি পুরীর মন্দিরের পুরোহিতদের উদ্দেশ্যে দান করে বলেন, 'এগুলি যেন তিন বিগ্রহকে সাজিয়ে দেওয়া হয় বিশেষ বিশেষ তিথিতে।' বছরে ৫বার এই রাজবেশে সেজে ওঠেন জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা। উল্টোরথের পরের দিন শয়ন একাদশী তিথিতে সেজে ওঠেন। বিজয় দশমীর দিন পুরুষোত্তম রাম রূপে, কার্তিক পূর্ণিমায় দ্বারকানাথ বেশে, পৌষ পূর্ণিমায় পুষ্পাভিষেক বেশে এবং ফাল্গুনের দোল পূর্ণিমায় গোপেশ্বর বেশে। শয়ন একাদশী তিথি ছাড়া অন্যান্য চারটে বিশেষ তিথিতে মন্দিরের মধ্যেই তিন বিগ্রহ রাজবেশে সেজে ওঠে। শয়ন একাদশীর দিন সন্ধ্যায় জগন্নাথ দেবকে শরবত খাওয়ানো হয়। এই রীতিকে বলা হয় 'অধরপনা উৎসব'। পরেরদিন দিন করা হয় নীলাদ্রি 'ভেজ উৎসব'। ওইদিন কয়েকশ হাঁড়িতে রসগোল্লা এবং ৫৬ রকম ভোগ নিবেদন করা হয় জগন্নাথ দেবকে। ১৪৬০ সাল থেকে শুরু হওয়া জগন্নাথ ধামের পুরী মন্দিরের এই রীতি এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল পুরীধামে।

রাজ্যে ফ্রি হাসপাতাল ও স্কুল নির্মাণে ইচ্ছুক ভিয়েতনাম

সুবীর পাল

অতি সম্প্রতি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ১৭ তম ব্রিকস সম্মেলনে শান্তি ও নিরাপত্তার ইস্যুতে ভারতের অবস্থান বিশ্বের কাছে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া এই সম্মেলনকে সাফল্যের পাখির চোখ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী গুয়ানাবারা উপসাগরের উপকণ্ঠে একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজস্ব বলিষ্ঠ অস্তিত্বকেও আরও একবার সুচারু ভাবে ঝালিয়ে নিতে মোটেও ভুল করেননি। তাঁর সাক্ষাৎকারের দীর্ঘ তালিকায় ছিলেন অবশ্যই করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক উন্নয়নশীল

দেশ ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিন।

গত বছরে ৬ আগস্টে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে ভিয়েতনাম যে যথেষ্ট উৎসাহ ব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল ওই দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে থাকা ভারতীয় দূতাবাসের তাৎক্ষণিক তৎপরতায়। রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছেন ভারতের বাণিজ্যিক শহর মুম্বাইয়ের ভিয়েতনাম দূতাবাসের কনসুল জেনারেল লি কোয়াঙ্গ বিয়েন। মোদী-ফাম সাক্ষাৎকারের পরদিনই তিনি উড়ে আসেন কলকাতায়। একইদিনে নেপাল, ভুটান ও ভারতের ভিয়েতনামী রাষ্ট্রদূত নগুয়েন থান হাই ছুটে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে। ওই ঝটিকা সফরে তাঁরা একসঙ্গে যৌথভাবে মিলিত হোন মহানগরের এক বণিকসভার বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

কলকাতায় এসেই ভিয়েতনামের কূটনীতিক নগুয়েন থান হাই সরাসরি উল্লেখ করেন রিও ডি জেনেরিওর সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের কথা।

এরপর পাঁচের পাতায়

অর্থনীতি

বাজার সর্বকালীন উঁচু দাম ছোঁয়ার অপেক্ষায়

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখায় আমরা বলেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৫৮০০ থেকে ২৪৮০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। আজ যখন এই লেখা লিখছি তখন বাজার ২৫৫২৭ কাজেই নিশ্চিতভাবে আমাদের লেভেল যেটা দেওয়া হয়েছিল তার মান্যতা দেখা গিয়েছে। আগামী সপ্তাহে বাজার ২৫০০০ থেকে ২৬০০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকা সম্ভবনা রয়েছে। গত সপ্তাহের শিরোনামে আমরা লিখেছিলাম 'আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা' এবং তার শুল্ক নীতি নিয়ে নানা রকম তুঘলকী নীতি কেউ এখন আমল দিচ্ছে না সেটা স্পষ্ট। তথাপি গত সপ্তাহে বেশ কয়েকটা ঘটনা ভারতীয় শেয়ার বাজারকে নাড়া দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম আমেরিকান সংস্থা জেন পরিবর্তন করা হয়েছে। যাতে তারা নিরুৎসাহিত হয় কিন্তু বাস্তবিক দিক থেকে এটা কোন কাজের সিদ্ধান্ত নয়। কেননা সবথেকে বেশি যেটা জরুরী সেটা হচ্ছে জনজাগরণ। অর্থাৎ আর্থিক বাজারে একজন সাধারণ মানুষ কেমনভাবে কাজ করবে তার জন্য তার সঠিক লেখাপড়ার বিষয়টা এবং এখানে কেমন ঝুঁকি আছে সেই বিষয়ে সচেতনতা চালু করাটা জরুরী। এই বিষয়ে প্রচুর কাজ করার সুযোগ রয়েছে যাতে করে মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাক্ষর হয় কেবলমাত্র তাই নয় শেয়ার বাজারে কাজ করার জন্য তাদের যথাযথ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

ট্রাম্পের শুল্কনীতি যে আদৌ কার্যকর হবে কি হবে না? হলে কবে হবে? কতটা হবে? সে বিষয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে। কেন না ওরা এখনো সময়টা পিছিয়ে দিচ্ছে এবং সারা বিশ্বে তার কি প্রভাব পড়ছে সেই

স্ট্রিট ভারতীয় শেয়ার বাজারে যে বড় ভলিউম এ কাজ করে তাতে মার্কেট নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সেশনে। এর উপর ভিত্তি করে ওই গোষ্ঠীকে ভারতের ট্রেডিং করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর এর প্রাথমিক ফল হিসাবে ডেরিভেটিভ সেগমেন্টে ভলিউম প্রায় ৩০% এর বেশি ফল করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রশ্ন তুলেছে রিটেল ট্রেডার যারা ট্রেডিং করে তাদের ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। তবে এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে এর মধ্যে দুই ধরনের বক্তব্য রয়েছে। প্রথমত, রিটেল ক্লায়েন্ট যেন ট্রেডিং না করতে পারে বা কম করতে পারে, সেই জন্য নিয়মক সংস্থা কর্তৃক অনেকগুলো নিয়ে দরকষাকষির মধ্যে রয়েছে। রিলায়েন্সের মতো সংস্থা শেয়ার বাজারে ব্রকারী ব্যবসাতে প্রবেশ করতে চলেছে এটা একটা ভালো দিক। আবার আদানি গোষ্ঠী ভালো মুনাফা করা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিমান মন্ত্রকের অধীন যেসব বিষয়গুলো রয়েছে সেখানে সাধারণ মানুষের খরচের সীমা যে বাড়ছে সেটা নিয়েও অনেকে সরব হচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতাবস্থা লক্ষিত হচ্ছে এটা একটা বড় পাওনা, যা কাঁচা তেলের দাম সহ ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থায় যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাজার যদি ২৫৮০০ লেভেলকে অতিক্রম করে তবে সর্বকালীন লেভেল অতিক্রম করা কেবল সময়ের অপেক্ষা।

কর্মসংস্থান করলে কেন্দ্রের পিএফ অনুদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১ আগস্ট থেকে এমপ্লয়মেন্ট লিঙ্ক ইনসেন্টিভ (ইএলআই) প্রকল্প চালু করছে কেন্দ্র। এই প্রকল্পে যে সংস্থা নতুন কর্মী নিয়োগ করবে তাকে আর্থিক সাহায্য হিসাবে কর্মীর প্রভিডেন্ট ফান্ডে দেয় বাবদ মাসে কর্মী পিছু মাসে ৩০০০ টাকা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সুবিধা সাধারণ শিল্প সংস্থা হলে পাবে ২ বছর, উৎপাদন শিল্প হলে ৪ বছর। নিয়োজিত কর্মীও এই প্রকল্পে ২ কিস্তিতে পাবে ১৫০০০ টাকা। প্রথম কিস্তি যোগদান করার ৬ মাস ও দ্বিতীয় কিস্তি ১২ মাস পর। তবে কর্মীর বেতন হতে হবে মাসে ১ লক্ষ টাকা এবং তাকে আর্থিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার–১ জানান, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা। পাশাপাশি এই প্রল্পের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে চাকরির স্থায়িত্ব। আশা করা যায়, আর্থিক বোঝা কিছুটা কমলে কর্মসংস্থানে উৎসাহিত হবে সংস্থাগুলি।

নাম পরিবর্তন

আমি ইংরাজী 10/07/2025 তারিখ থেকে আলিপুর মহামান্য 1st class Judicial Magistrate এফিডেভিট বলে BASAVARAJ B GUDAGENATTI s/o BHARAMA GUDA-GENATTI থেকে BASAVARAJ BHARAMA GUDAGENATTI s/o BHARAMA GUDAGENATTI নামে পরিচিত হলাম।

আমি ইংরাজী 30/06/2025 তারিখ থেকে আলিপুর মহামান্য 1st class Judicial Magistrate এফিডেভিট বলে SALIM SK s/o Soleman SK থেকে Sk SALEM s/o SK Soleman নামে পরিচিত হলাম।

আমি ইংরাজী 10/07/2025 তারিখ থেকে আলিপুর মহামান্য 1st class Judicial Magistrate এফিডেভিট বলে RADHA KRISHNAN C s/o MANI থেকে RADHA KRISHNAN CM s/o MANI নামে পরিচিত হলাম।

আমি ইংরাজী 10/07/2025 তারিখ থেকে আলিপুর মহামান্য 1st class Judicial Magistrate এফিডেভিট বলে JIBIN THANMAN s/o THAMPAN PG থেকে JIBIN THAMPAN s/o THAMPAN PG নামে পরিচিত হলাম।

আমি ইংরাজী 10/07/2025 তারিখ থেকে আলিপুর মহামান্য 1st class Judicial Magistrate এফিডেভিট বলে RAJU LABANA s/o RAY SING থেকে RAJUBHAI LABANA s/o RAY SING নামে পরিচিত হলাম।

জেনে রাখা দরকার

গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বছর

খ্রিস্টাব্দ

৪০	সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিম ভারতে শক বা সিথিয়ানদের আধিপত্য।
৫২	ভারতের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে পার্সিয়ান রাজা গন্ডোফারনেস–এর রাজত্ব। ভারতে সেন্ট টমাসের ধর্মপ্রচার শুরু।
৭৮	শকাব্দের সূচনা। ৯৮–১১৭ কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকাল।
৩২০	প্রথম চন্দ্রগুপ্তের গুপ্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠা।
৩৬০	সমুদ্রগুপ্তের গোটা উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের বিরাট অঞ্চল জয়।
৩৮০–৪১৩	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য– গুপ্ত রাজত্বের স্বর্ণযুগ– সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ– কালিদাস ও অন্য কবিদের যুগ– হিন্দুধর্মের নবজাগরণ।
৬০৬	হর্ষবর্ধনের সিংহাসনে আরোহণ।
৬০৯	চালুক্য রাজবংশের উত্থান।
৬২২	হিজরত বর্ষপঞ্জির সূচনা।
৭১১	মহম্মদ–বিন–কাশিমের সিন্ধু অভিযান।
৭৫৩	রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের উত্থান।
৮৯২	পূর্ব চালুক্যদের উত্থান।
৯৮৫	চোল রাজবংশ। 'রাজরাজ দ্য গ্রেট'এর রাজত্ব।
১০০৬	উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রথম মুসলমান বসতি স্থাপন।
১০২৬	গজনির সুলতান মামুদের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন।
১১০০	জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করলেন।
১১৮৭	মহম্মদ ঘোরির পাঞ্জাব অধিকার।
১১৯১	প্রথম তরাইনের যুদ্ধ– দিল্লির রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের কাছে মহম্মদ ঘোরি পরাজিত।
১১৯২	দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধ– মহম্মদ ঘোরির কাছে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়।
১১৯৩	ভারত থেকে প্রথম নীল (রং করার জন্য) রপ্তানি হল ব্রিটেনে।
১২০৩	মহম্মদ ঘোরির উত্তর ভারত অধিকার।
১২০৬	দিল্লিতে কুতুবুদ্দিন আইবকের দাসবংশ প্রতিষ্ঠা।
১২২১	চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলদের ভারত আক্রমণ।
১২৩২	কুতুব মিনারের নির্মাণ।
১২৩৬–৩৯	ইলতুৎমিসের কন্যা রাজিয়া সুলতানার রাজত্বকাল, দিল্লির মসনদে প্রথম মুসলিম মহিলা।
১২৯০	দিল্লিতে খলজি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন জালালুদ্দিন ফিরোজ খিলজি।
১২৯৮	মার্কো পোলোর ভারত ভ্রমণ।
১৩২০	গিয়াসুদ্দিন তুঘলক দিল্লিতে তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।
১৩২৫	দিল্লির মসনদে মুহম্মদ বিন তুঘলক।
১৩৩২	ভারতে প্লেগ।
১৩৩৩	ইবন বতুতার ভারতে আগমন।
১৩৩৬	দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৩৯৮	তৈমুরের ভারত আক্রমণ।
১৪২৪	দাক্ষিণাত্যে বাহমণি রাজবংশের উত্থান।
১৪৫১	লোদি বংশ–বাহলুল লোদির দিল্লির সিংহাসন দখল।
১৪৯৮	ভাস্কো–ডা–গামা সমুদ্রপথে কেপ অব গুড।

চাণক্য

মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রথম প্রধান বা মহা–মন্ত্রী ছিলেন চাণক্য (৩৭৫–২৮৩ খ্রিপূ)। চাণক্য (কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত) একাধারে ছিলেন শিক্ষক, লেখক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিক। ভারতের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয় কৌটিল্যকে। তাঁর রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বই অর্থশাস্ত্র খ্রিস্ট পূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতব্দীর মধ্যে লেখা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ৩২১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে চাণক্য প্রথম মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে শাসনক্ষমতা দখলে সহায়তা করেন। ষোড়শ শতকে গুপ্ত যুগে চাণক্য অর্থশাস্ত্র হারিয়ে যায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এটি পুনরাবিষ্কৃত হয়।

ক্লার্ক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ ও দপ্তরে কাজের জন্য লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক /জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ৩,১৩১ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি শব্দ তোলার গতি থাকলে কিংবা প্রতি ঘণ্টায় ১০৫০০ কী ডিপ্রেশনে গতি থাকলে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রির কাজে ঘণ্টায় অন্তত ৮,০০০ কী ডিপ্রেশনে গতি থাকলে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর গ্রেড–এ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ছাড়া) পদের জন্য আবেদন করতে পারেন।

অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রির কাজে ঘণ্টায় অন্তত ১৫,০০০ কী ডিপ্রেশনে গতি থাকলে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর গ্রেড–এ মিনিস্ট্রি অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স, ফুড অ্যান্ড পাব্লিক ডিস্ট্রিবিউশন, মিনিস্ট্রি অফ কালচার পদের জন্য আবেদন করতে পারেন।

সব পদের ক্ষেত্রেই উচ্চতর যোগ্যতার প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ০১–০১–২০২৬ এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২১–১৯৯৯ থেকে ১–১–২০০৮ এর মধ্যে।

ও.বি.সি. প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর, বিধবা, বিবাহ–বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ৮ (তপশিলী হলে ১৩, ও.বি.সি. হলে ১১) বছর ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩,১৩১টি। পদ অনুযায়ী ও ক্যাটেগরিভিত্তিক কোন রাজ্যে কটি শূন্যপদ আছে তা পরে জানানো হবে। তপশিলী, ও.বি.সি., ই.ব্রু.এস., প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য যথারীতি শূন্যপদ সংরক্ষিত আছে।।

প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। Combined Higher Secondary Lev-el (10+2) Level Examination, 2025 পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দুটি পর্যায়ের পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে আগামী বছর ফেব্রুয়ারি–মার্চে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে পূর্ব–ভারতের এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা (৪৪১০), শিলিগুড়ি (৪৪১৫), আসানসোল (৪৪১৭), বর্ধমান (৪৪২২), দুর্গাপুর (৪৪২৬), কল্যাণী (৪৪১৯), গ্যাংটক (৪০০১), রাঁচী (৪২০৫), বেরহামপুর (ওড়িশা) (৪৬০২), ভুবনেশ্বর (৪৬০৪), কটক (৪৬০৫), পোর্ট ব্লেয়ার (৪৮০২), জামশেদপুর (৪২০৭), রৌরকেলা (৪৬১০), ঢেঙ্কানল (৪৬১১), ডিব্রুগড় (৫১০২), গুয়াহাটি (৫১০৫), জোড়হাট (৫১০৭), শিলচর (৫১১১), কোহিমা (৫৩০২), শিলং (৫৪০১), ইম্ফল (৫৫০১), আগরতলা (৫৬০১), আইজল (৫৭০১), ইটানগর (৫০০১), দিমাপুর (৫৩০১)।

এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের ২০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এই ৪টি পার্টে: (ক) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স–৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (খ) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ (বেসিক নলেজ)– ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (গ) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (বেসিক অ্যারিথমেটিক স্কিল) – ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (ঘ) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস–৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৬০ মিনিট। দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীরা অতিরিক্ত সময় পাবেন। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। লিখিত পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ০.৫০ নম্বর কাটা হবে। সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা।

দ্বিতীয় ধাপের (দ্বিতীয় টায়ার) পরীক্ষায় থাকবে ৩টি পেপার। প্রথম পেপারে সেশন–এ থাকবে ৩টি সেকশন। সেকশন–১এ থাকবে ১৮০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন। এইসব বিষয়ে: (ক) ম্যাথমেটিক্যাল এবিলিটি–৩০টি প্রশ্ন, (খ) রিজনিং অ্যান্ড জেনারেল ইন্টেলিজেন্স–৩০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ৩ নম্বর। সেকশন–২এ থাকবে ১৮০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন। এইসব বিষয়ে: (ক) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ও কমপ্রিহেনশন–৪০টি প্রশ্ন, (খ) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ২০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ৩ নম্বর। সেকশন–১ ও সেকশন–২–এ সময় থাকবে ১ ঘণ্টা।

সেকশন–৩এ থাকবে ৪৫ নম্বরের ১৫টি প্রশ্ন কম্পিউটার নলেজ মডিউল–১। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ৩ নম্বর। সময় থাকবে ১৫ মিনিট।

দ্বিতীয় ধাপের (সেকেন্ড টায়ার) পরীক্ষা কবে হবে তা পরে জানানো হবে। ওপরের ওইসব পেপারেই প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। টায়ার–২ এর ক্ষেত্রে সেকশন–১, সেকশন–২ ও সেকশন–৩ এর মডিউল–১১ এর প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। সব ক্ষেত্রেই উত্তর দিতে হবে ও.এম.আর. শীটে।

সেকশন–।।।–তে থাকবে স্কিল টেস্ট বা টাইপিং টেস্ট। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদের ক্ষেত্রে ১৫ মিনিটের স্কিল টেস্ট হবে আর লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক বা, জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৫ মিনিটের টাইপিং টেস্ট হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.ssc.nic.in

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৮ জুলাই পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে: https://ssc.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে ৪ কে.বি. থেকে ১২ কে.বি.এর মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর তৈরি হয়ে যাবে। তখন ওই রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রিন্ট করে নেবেন। এবার নাম রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা এস.বি.আই চালান/নেট ব্যাঙ্কিং/ ক্রেডিট কার্ড বা, ডেবিট কার্ডে জমা দিতে পারবেন ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে। মহিলা, তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। এরপর আবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করতে হবে। ফটো ও সিগনেচার আপলোড করার পর সাবমিট করলে তবেই নাম রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হবে। এরপর ওই কনফার্মেশন প্রিন্ট করে নেবেন। তখন ওই কনফার্মেশন ই–মেল করেও পাঠানো হবে। ফর্ম পূরণে কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে পারবেন ২৩ ও ২৪ জুলাই।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**-এর উদ্যোগে
পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
যাত্রাশিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজে ডিভিশনভিত্তিক কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির আয়োজনে এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের (উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, হাওড়া, কলকাতা) জেলাগুলিকে নিয়ে যাত্রাশিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজে আগামী ২২-২৮ জুলাই ২০২৫, কলকাতার সল্টলেকস্থিত রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে ৭দিন ব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সের পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিম্নলিখিত তথ্যাবলী ও সাম্প্রতিক সময়ের এক কপি পোস্টকার্ড সাইজের ছবিসহ সাদা কাগজে আবেদন করতে পারেন।

(১) নাম (বাংলা ও ইংরাজী হরফে)
(২) পিতা / মাতার নাম
(৩) স্থায়ী ঠিকানা (জেলা, মহকুমা, থানা সহ)
(৪) যোগাযোগের ঠিকানা (জেলা, মহকুমা, থানা সহ)
(৫) মোবাইল নং
(৬) জন্ম তারিখ ও বয়স (১ জুলাই, ২০২৫)
(৭) শিক্ষাগত যোগ্যতা
(৮) পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি আয়োজিত কোন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করলে তার বিবরণ

'উপরের উল্লিখিত তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য'- তথ্যাবলীর নীচে আবেদনকারীর হলফনামা সহ স্বাক্ষর থাকা বাঞ্ছনীয়, নতুবা আবেদন গ্রাহ্য হবে না। আবেদনপত্রটি সচিব, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, ৭৬/১, বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৩, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। **বয়সের প্রমাণ হিসাবে যে কোনো সরকারি সচিত্র পরিচয়পত্রের প্রত্যয়িত নকল আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে পাঠাতে হবে। আবেদনপত্র দপ্তরে জমা দেওয়ার /পৌঁছানোর শেষ তারিখ ঃ ১৮/০৭/২০২৫, বিকেল ৪টে।** আবেদনপত্রগুলি জমা পড়ার পর **অডিশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে।** আগামী ২০/০৭/২০২৫ সকাল ১০টায় পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমিতে নিজ খরচে অডিশনে উপস্থিত হতে হবে। **কেবলমাত্র কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।** কর্মশালা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির থাকবে। কর্মশালা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করতে পারেন আকাদেমির ০৩৩-২৫৩০ ৪৫৬২ নম্বরে।

শব্দবার্তা ৩৫১

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। চলচ্চিত্র, নাটকাভিনয় ইত্যাদির নির্দেশনা ৪। গর্ভনমেন্ট ৫। ছাউনি, তাঁবু ৭। যুদ্ধ ৯। আরতি, নিরাজনা ১০। শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণবী নায়িকা।

উপর–নীচ

১। যৌবন ২। জমাট ছানা দিয়ে তৈরি লবনাক্ত খাবার বিশেষ ৩। পেয়াদা, আরদালি ৬। কোকনদ ১০। মৃত্যু, দেহারসান ৯। এর স্থান পদতলে

সমাধান : ৩৫০

পাশাপাশি : ৩। গ্লাস ৫। হানাদার ৭। সেমিজ নটবর ১০। একরাশ ১৩। বরশা ১৪। অপমান ১৫। লাভ।

উপর–নীচ : ১। মহাজন ২। ভোর ৪। সসেমিরা ৬। দানব ৯। টঙ্কশালা ১১। কলাপ ১২। শবনম ১৪। অর্থ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

১২ জুলাই– ১৮ জুলাই, ২০২৫

মেষ রাশি : মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি উত্থান–পতনে পূর্ণ হতে পারে। আপনি আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আপনাকে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। আপনি অফিসে আপনার সেরা পারফর্ম্যান্স দেবেন। আপনি আপনার প্রিয়জনদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগত কাজে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। প্রেম জীবনের সমস্যাগুলি বুদ্ধিমানের সাথে সমাধান করুন।

বৃষ রাশি : বৃষ রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। সরকারি কর্মচারীদের বদলি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে উঠবে। ভাই বোনদের সাথে সম্পর্ক ভালো হবে। শিক্ষাগত কাজে আপনি নতুন উচ্চতা অর্জন করবেন। পুরানো সম্পত্তি বিক্রি বা ভাড়া দিয়ে আপনি আর্থিক সুবিধা পাবেন। প্রেমের জীবনে সুখের পরিবেশ থাকবে।

মিথুন রাশি : মিথুন রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে আয়ের অনেক উৎস থেকে আর্থিক সুবিধা পাবেন। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে উন্নতির জন্য আপনার অনেক সুবর্ণ সুযোগ থাকবে। আপনার পুরনো বন্ধু বা সহকর্মীদের সাথে দেখা হবে। সামাজিক মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। এই সপ্তাহে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। সম্ভব হলে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন না। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাগত কাজে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসায় পরিবেশ অনুকূল থাকবে। আপনার প্রেমিককে এমন কিছু বলবেন না যা তার অনুভূতিতে আঘাত করে।

কর্কট রাশি : এই সপ্তাহে আপনি দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে মুক্তি পাবেন। আর্থিক বিষয়ে কিছুটা মনোযোগ দিন। এই সপ্তাহে আপনার ধারণা এবং পরামর্শ অফিসে প্রশংসা করা হবে। পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করবেন না। কিছু লোক আজ সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার পরে রিয়েল এস্টেট বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রেম জীবন ভালো থাকবে।

সিংহ রাশি : সিংহ রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে উত্থান–পতন হবে। অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে। অফিসে আপনার কর্মক্ষমতার উপর মনোযোগ দিন। কাজের সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। শিক্ষামূলক কাজে ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। আপনি প্রতিটি কাজে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। যাদের সম্পর্ক খুব বিষাক্ত হয়ে উঠেছে তাদের প্রেমের জীবনে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে।

কন্যা রাশি : এই সপ্তাহটি কন্যা রাশির জাতকদের জন্য খুবই শুভ প্রমাণিত হবে। জীবনের সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। শিক্ষামূলক কাজে আপনি সুসংবাদ পাবেন। পরিবার এবং বন্ধুদের সহায়তায় অর্থ উপার্জনের অনেক সুযোগ পাবেন। আপনার প্রিয়জনদের কাছ থেকে ভালোবাসা এবং সমর্থন পাবেন। প্রেমের জীবনে আপনাকে ছোটখাটো সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। আপনি মানসিকভাবে সুস্থ থাকবেন। পারিবারিক জীবনে আপনি সুসংবাদ পাবেন। অনেক দিন পর আপনার বিশেষ কারো সাথে দেখা হবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এই সপ্তাহটি সেরা সময়। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীর প্রতি সৎ থাকুন। আপনার সঙ্গীর সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটান এবং তাদের যত্ন নিন। এটি আপনার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী এবং গভীর করবে।

বৃশ্চিক রাশি : এই সপ্তাহে বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। কিছু লোক পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আর্থিক সুবিধা পাবেন। পেশাদার জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আপনি আত্মবিশ্বাসী হবেন। বিবাহিত জীবনে সুখী পরিবেশ থাকবে। সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে ধনু রাশির জাতক জাতিকারা দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। বকেয়া টাকা উদ্ধার হবে। পেশাগত জীবনে অগ্রগতির সম্ভাবনা থাকবে। পারিবারিক জীবনে সুখ–শান্তি থাকবে। দীর্ঘ ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষামূলক কাজে অপরিসীম সাফল্য পাবে। প্রেমময় জীবন ভালো থাকবে। সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় এবং গভীর হবে।

মকর রাশি : মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকবে। আপনি আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আপনার পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটান। আপনার ব্যবসা বৃদ্ধির অনেক সুযোগ পাবেন। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সাথে কোথাও বাইরে যেতে পারেন। তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আপনি আপনার শিক্ষামূলক কাজে ভালো ফলাফল পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা আজ কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আগ্রহী হতে পারেন।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকারা শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি ভালো। কিছু লোক জমি বা যানবাহন কিনতে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। এই সপ্তাহটি গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস কেনার জন্য শুভ হবে। শিক্ষামূলক কাজে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাবে। যারা সঙ্গীর সাথে আরও বেশি সময় কাটানো উচিত।

মীন রাশি : মীন রাশির জাতকরা এই সপ্তাহে ঋণ থেকে মুক্তি পাবেন। অফিসে আপনার কর্মক্ষমতা চমৎকার হবে। চাকরিজীবীদের জন্য পদোন্নতি বা মূল্যায়নের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক জীবন সুখের হবে। শত্রুরা পরাজিত হবে। এই সপ্তাহে ভাগ্য আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করবে। আপনি প্রতিটি কাজের আনন্দদায়ক ফলাফল পাবেন। প্রেম জীবন ভালো হবে।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালিতে আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

রায়পুরে নদী বাঁধে আবারও ফাটল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত আলিপুর সদর মহাকুমার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের ডি–রায়পুর অঞ্চলের হুগলী নদী বাঁধে আবারো ফাটল দেখা দেওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়ালো। প্রসঙ্গত, প্রতি বছর বর্ষার সময় এই রায়পুরের হুগলি নদীর চড়া রায়পুর এলাকায় নদী বাঁধের ভাঙ্গন দেখা দেয়। স্থানীয় ব্লক প্রশাসন এবং সেচ দপ্তর একটা প্রাথমিক সংস্কার করে দেওয়ার ফলে কোনোরকমে রক্ষা পায় এলাকার জনগণ। এবারও টানা নিম্নচাপের বৃষ্টিতে রায়পুরের চড়া রায়পুরের ওই হুগলি নদীর বাঁধে আবারও ভাঙ্গন দেখা দেয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে যান। নদী বাঁধে ত্রিপল দিয়ে কোনরকমে সমাধান করা হয়। এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি জানাচ্ছেন, 'তিনি বিষয়টি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জিকে জানিয়েছিলেন। তারই তৎপরতায় সেচ দপ্তর নদী বাঁধের ওই অংশের সংস্কার করার জন্য ইতিমধ্যেই ১৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। সেই টাকা বরাদ্দ হবার পর দ্রুত কাজ শুরু হয়েছে ওই অংশে। আগামীদিনে রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত বাঁধ আরো ব্যাপকভাবে সংস্কার করা হবে।' তিনি আরো বলেন, 'সম্প্রতি সিভিল ডিফেন্স দপ্তর থেকে হুগলি নদী এলাকায় আপৎকালীন উদ্ধার কার্যের জন্য একটি স্পিডবোট দেওয়া হয়েছে। যেটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত এলাকায় দুর্গত মানুষদের জন্য কাজ করবে।'

রাস্তা মেরামতির দাবি

সৌরভ নস্কর : বর্ষা আসতেই কঙ্কালসার চেহারা নেয় বেহাল ইটের রাস্তায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার গঙ্গাসাগরের মুড়িগঙ্গা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনখালি ডিলার মোড় থেকে প্রায় দেড় থেকে দুই কিলোমিটার ইটের রাস্তার বেহাল দশা। সাংবাদিকরা সেই খবর মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য গেলে বেশ কয়েকজন তাদের ওপর চড়াও হয়ে ছবি করতে বাধা দেওয়া হয়। এই কারণে পরে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করতে থাকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ঘটনাস্থলে সাগর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি রাস্তার একাধিক জায়গা খানাখন্দে ভরা। যার জেরে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ পড়ুয়া কেউই যাতায়াত করতে পারে না এই রাস্তায়। এমনকি এই রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে পড়ে গিয়ে একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। এলাকার মানুষের বিষয়টি নিয়ে বারে বারে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে প্রশাসনকে জানিয়েও কোন ফল লাভ হয়নি। বেশ কিছু সময় পর এলাকাবাসীরা বামন খালি বাজারে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সাগর থানার পুলিশ প্রশাসন বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করে পাশাপাশি জেলা পরিষদ সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি ঘটনাস্থলে গিয়ে রাস্তা সারাইয়ের আশ্বাস দিলে ওঠে অবরোধ। পঞ্চায়েতের তরফ থেকে ইট দিয়ে খানাখন্দগুলি ভরাট করার কাজ চালানো হচ্ছে।

তবে বিষয়টি নিয়ে নিন্দার ঝড় তুলেছে বিজেপি বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয় ওই রাস্তা নিয়ে তারা একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েছে কিন্তু কোন ফল লাভ হয়নি। ভোট আসলেই মন্ত্রী শুধু আশ্বাস দেয় মানুষকে আদৌ কোন ফল লাভ হয় না।

বেহাল রাস্তা, অসহায় ৪০ পরিবার

সুভাষ চন্দ্র দাশ : গ্রামের ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে যেতে পারে না, অসুস্থ রোগীকে কাঁধে করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়, যানবাহন তো একেবারেই চলে না। এমন দুর্দশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হয় ক্যানিংয়ের গোপালপুর পঞ্চায়েতের গলাডহরা জমাদার পাড়ার প্রায় ৩৫০ জন মানুষকে। ১২ মাসের অধিকাংশ সময় সুখে কাটলেও বর্ষাকাল পড়লেই চরম দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয় গ্রামের বাসিন্দাদের। গ্রামের একমাত্র যাতায়াতের চার কিমি রাস্তা মাটির।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ যে কোন নির্বাচন আসলে রাস্তা তৈরি করার কথা বলা হয়। নির্বাচনের বৈতরণী পার হয়ে গেলে কিছুই মনে থাকে না। তাছাড়া রাস্তার জন্য একাধিক জায়গায় দরবার করেও কোন লাভ হয়নি। শুধুই প্রতিশ্রুতির বন্যা। কাজ হয় না। রাস্তাই আমাদের আস্থা। ফলে রাস্তা তৈরি না হলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব। ঘটনা প্রসঙ্গে গোপালপুর পঞ্চায়েত প্রধান আকচার মণ্ডল জানিয়েছেন, 'রাস্তাটি হওয়ার কথা। অর্থের জন্য আটকে রয়েছে। প্রথমত কেন্দ্র সরকার টাকা দিচ্ছে না। সমস্ত টাকা আটকে রেখেছে। ফলে সমস্য তৈরি হয়েছে। রাস্তাটি যাতে তৈরি হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

বেহাল বীরভূমের রাস্তাঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিম্নচাপের ভারি বর্ষনে সিউড়ি আব্দারপুরের কাছে ১৪নং জাতীয় সড়ক গর্তে ভর্তি, কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়েছে দুবরাজপুর থেকে সোঁতশাল পর্যন্ত। ফলে প্রায়শ তীব্র যানজটে পড়ে নাজেহাল অবস্থা সরকারি ও বেসরকারি বাসযাত্রীদের। চিনপাই, নারায়ণপুর, রাধামাধবপুর সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা প্রচণ্ড সমস্যায় পড়ে।

বেহালদশা ময়ূরেশ্বর থেকে মল্লারপুর যাবার রাস্তা। ময়ূরেশ্বর থেকে কামরাঘাট ৭কিমি রাস্তা খানাখন্দে ভর্তি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলে যানবাহনগুলি। ওই এলাকার

প্রায় ১০টি গ্রামের মানুষের স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও স্টেশন যাওয়ার একমাত্র রাস্তা।

দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের চিনপাই ব্যাঙ্ক মোড় থেকে আশ্রম যাওয়ার রাস্তা গর্ত খানাখন্দে ভরা। মুরারই ১নং ব্লকের মুরারই থেকে কনকপুর ঝাড়খণ্ড বর্ডার পর্যন্ত ৭কিমি রাস্তায় শতশত পাথর ও বালির ওভারলোড় ট্রাক্টর ও লরি চলার ফলে রাস্তায় বিরাট বিরাট গর্ত হয়ে জলে ডুবে রয়েছে। এই রাস্তাটি মুরারই গ্রামীণ হাসপাতাল যাওয়ার একমাত্র রাস্তা। বর্তমানে রাস্তাটি চলার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ওই হাসপাতাল রোডে পাথরবোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় দুটি বড় বড় দূর্ঘটনার হাত থেকে প্রাণে বেঁচেছে এক ছাত্রী সহ এক বাইকআরোহী। এই রাস্তাটি সংস্কার করার দাবিতে বারবার বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা ঝাড়খন্ডের পাথরবোঝাই ট্রাক্টর বন্ধের দাবিতে। কিছুদিন আগে এই দাবিতে বাজিতপুর মাঠে রাস্তা ঠিকভাবে মেরামত করার দাবিতে ঠিকাদারকে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষ। সেই রাস্তা নিয়ে কোনো হেলদোল নেই রাজ্য সড়ক দপ্তরের।

লাগাতার বৃষ্টির ফলে খয়রাশোল ব্লকের পানসিউড়ি নদীর উপর কজওয়ে জলে ডুবে রয়েছে। মানুষজন যাতায়াত করছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। চিনপাই পঞ্চায়েতের চিনপাই থেকে তাপাসপুর যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশা।

সিউড়ি পৌরসভার ১৬নং ওয়ার্ডের সুভাষপল্লী রেলব্রিজ কালীমাতা সেবা সমিতির সামনের রাস্তায় জল জমে পুকুরে পরিণত হয়েছে। সিউড়ি থেকে দুবরাজপুর যাওয়ার প্রধান রাস্তার একই হাল হেলদোল নেই প্রশাসনের।

চিনপাই স্টেশন যাওয়ার প্রধান রাস্তায় হনুমান মন্দিরের কাছে জল জমে পুকুরে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পথবাতি বিকল ফলে সন্ধ্যা হলে অন্ধকারে ডুবে যায় ওই রাস্তা। ট্রেন থেকে নেমে আসা যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়ে। বৃষ্টির জলে জলমগ্ন সাঁইথিয়ার তালতলা মোড়। দীর্ঘদিন ধরে তালতলা মোড় এলাকার রাস্তায় গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির জলে সেই গর্ত জলাশয়ে পরিণত হয়েছে।

অমুয়া গ্রামের কাছে খানাখন্দে ভরা রাস্তা। জলাশয়ে পরিণত হয়েছে রাস্তা। বীরভূম জেলার বিভিন্ন ব্লকের বেহাল অবস্থায় থাকা রাস্তাগুলির অতিদ্রুত মেরামতির দাবি জানিয়েছে জেলার বাসিন্দারা।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হাওড়া

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়েছে হাওড়ার বহু জায়গা। ৭ জুলাই রাত থেকে প্রবল বৃষ্টির জেরে কোথাও কোথাও যান চলাচলের অসুবিধা হয়। চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয় সকলকে। এমনি এক রাস্তা হাওড়া অঙ্কুরহাটি হাই রোড থেকে মাকড়দহ পর্যন্ত এই রাস্তাটি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে এই রাস্তাটি বেহাল দশা তার উপর বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ায় নিত্যযাত্রী থেকে এলাকাবাসী সকলের নাজেহাল অবস্থা হয়। এই রাস্তা দিয়ে ছোট বড় সব ধরনের যানবাহন চলাচল করে। অঙ্কুরহাটা থেকে কিছুটা দূরেই এইখানে রয়েছে জুয়েলারি পার্ক ও আধার কার্ড সংক্রান্ত সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরও রয়েছে। এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সংস্কারের অভাবে ছোট বড় গর্তে পরিণত হয়েছে। তার উপর জল নিকাশ ব্যবস্থার বেহাল দশা নিত্যযাত্রীদের অভিযোগের শেষ

নেই। রাস্তার পাশে ড্রেন আছে ঠিকই তবে তার দিয়ে জল নিকেশ হয় কি না সে তার নিয়ে সন্দেহ আছে। কোথায় ড্রেন মজে গিয়েছে আবার কোথাও ড্রেন পরিস্কার থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় জল নিকেশ কম হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রশাসনের কাছে অরঙ্কুরহাটি হাই রোড থেকে মাকড়দহ পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেন সংস্কারের দাবি নিত্যযাত্রী থেকে এলাকাবাসী সকলের। এখন দেখার প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা ও ড্রেন সংস্কারের জন্য কি ভূমিকা গ্রহণ করে।

নিম্নচাপে জলমগ্ন ব্যান্ডেল সাবওয়ে

মলয় সুর : সাবওয়েতে জল জমার তীব্র কষ্ট নিয়ে দিন কাটাতে হয় ব্যান্ডেলের মানুষদের। কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের রেল মন্ত্রক ঘোষণা করেছিল মডেল স্টেশন হতে চলেছে ব্যান্ডেল জংশন। কিন্তু এলাকার মানুষের বক্তব্য মডেল স্টেশন হওয়ার আগে সাবওয়েতে জল জমার কষ্ট থেকে মুক্তি দিক রেল। হুগলি জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ব্যান্ডেল জংশন। ব্যান্ডেল স্টেশন রোডে অবস্থিত সাবওয়ে দুটির পাশে একটি উড়ালপুলের দাবি দীর্ঘদিনের। সামান্য বৃষ্টি হলেই সাবওয়েতে জল দাঁড়িয়ে যায়। জমা জল বের করার জন্য পাম্প ব্যবহার করা হলেও সম্পূর্ণ জল বের করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে রাস্তার যে পরিস্থিতি তাতে সাইকেল টোটো, অটো, দুই চাকা, চারচাকা গাড়ি এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত খুবই অসুবিধা হয়। সাবওয়েতে এক কোমর জল এড়াতে ওপর দিয়ে রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটছে। উড়ালপুল না হলে এই জল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই। শুধু তাই নয় পচা ট্রেনের জল গায়ে লেগে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ। স্থানীয় বাসিন্দা আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী বলেন,'কিছুদিন বাদে ব্যান্ডেল রেলওয়ে স্টেশন মডেল স্টেশনে পরিণত হবে কিন্তু এই সাবওয়ে যাতায়াতের পথেই জমে রয়েছে জল। তার পরিবারের মানুষও এই জমা জলের কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। তাই তারা চান অবিলম্বে সাবওয়ের পাশাপাশি একটি ওভার ব্রিজ তৈরি করা হোক। তবে বর্ষাকালের সমস্যা আরো তীব্র হয়। তখন ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। তাই অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান চান স্থানীয় বাসিন্দারা এবং বিভিন্ন গাড়ির চালকেরা।

বন্যার আশঙ্কা

অভীক মিত্র: টানা বৃষ্টিতে বীরভূম জেলায় বিপর্যস্ত জনজীবন ভাসলো একাধিক কজওয়ে। বন্যার আশঙ্কায় ঘুম উড়েছে লাভপুর ব্লকের ঠিবা গ্রামপঞ্চায়েতের ১৫টি গ্রামের বাসিন্দাদের। অত্যাধিক বৃষ্টিপাতে ময়ূরাক্ষী নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছে মহম্মদবাজার থেকে বড়াম সহ ১২টি গ্রাম যাওয়ার নদীর উপর অস্থায়ী রাস্তা। এই রাস্তা দিয়েই মহম্মদবাজারের সাথে ১২টি গ্রামের যোগাযোগ ব্যাবস্থা ছিল ফলে বিপাকে প্রায় ১২টি গ্রামের মানুষ। নৌকায় করে চলছে যাতায়াত। আঙ্গাড়গড়িয়া থেকে বড়াম যাওয়ার যে অস্থায়ী রাস্তা সেটি নদীর জলের তোড়ে ভেঙে যায়। এলাকাবাসীর দাবি, প্রতিবছর বর্ষা মরশুমে ওই অস্থায়ী রাস্তা জলের তলায় চলে যায়। তখন নৌকায় করে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত করতে হয়। এলাকায় একটি স্থায়ী ব্রীজের দাবি তুলেছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

অন্যদিকে, লাভপুর ব্লকের ঠিবা–কাঁদরকূলা কজওয়ে জলের তলায়, চলছে ঝুঁকির পারাপার। দুবরাজপুর ব্লকের বালিজুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের বেলসাড়া গ্রাম ও মেজে গ্রামের মাঝে শাল নদীর কজওয়ের উপর দিয়ে জল বইছে। খয়রাশোল ব্লকের পানসিউড়ী–কেন্দ্রগড়িয়া রাস্তায় হিংলো নদীর জল কজওয়ের উপর দিয়ে বইছে। এই রাস্তা দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করে। ৯ জুলাই রাতে হিংলো জলাধার থেকে ৪৭০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়। ১০ জুলাই সকাল ১১টা নাগাদ ব্রাহ্মণী নদীর বৈধরা জলাধার থেকে ২১৫৯ কিউসেক জল ছাড়া হয়। চিনপাই বক্রেশ্বর জলাধার থেকে ১০০০ কিউসেক এবং তিলপাড়া ময়ূরাক্ষী জলাধার থেকে ২৬০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়। প্রবল বর্ষণে ফুলেফেঁপে উঠেছে কুয়ে নদী। নদীর জলস্ফীতির কারণে লাভপুর থানার ঠিবা অঞ্চলের অন্তত ১৫টি গ্রামের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

লাগাতার বৃষ্টি, বীজ ধান নষ্টের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারো বঙ্গে নিম্নচাপের জেরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ভারী বৃষ্টি। এর জেরে সমস্যায় পড়ছে চাষিরা। বেশিরভাগ চাষযোগ্য জমিনগুলোতে বীজ ধান ছড়িয়েছে চাষিরা বৃষ্টির জল জমে পচতে শুরু করেছে। কয়েকদিন টানা বৃষ্টির ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে সুন্দরবনের একাধিক নদী বাঁধ। জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা থাকায় আতঙ্কে রয়েছে নদীর পাড়ের বাসিন্দারা প্রশাসনের তরফ থেকে দুর্বল নদীবাঁধ গুলির ওপর নজর আর রাখা হয়েছে। হওয়ার দাপট না থাকায় ফেরি সার্ভিস এবং কচুবেড়িয়া থেকে ভেসেল পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। যাদের দুর্বল এবং কাঁচা বাড়ি রয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে তাদেরকে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যে সমস্ত মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল তারাও একে একে বন্দরের দিকে ফিরে আসছে।

গোষ্ঠীর পাওনা টাকা নিয়ে বচসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ জুলাই রাতে তালদি পঞ্চায়েতের আঁধলা গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠির টাকা নিয়ে বচসার জেরে এক দম্পতিকে মারধর করার অভিযোগ উঠলো সমিতির অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম হয়েছেন উত্তরা গায়েন ও গোপাল গায়েন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আঁধলা গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা ১৩৫ জন। সেই গোষ্ঠী থেকে ধান ব্যবসার জন্য ৩ লক্ষ টাকা সুদে নিয়েছিলেন সুকদেব গায়েন। টাকা পরিশোধের শর্ত ছিল মাসে ৩ শতাংশ হারে সুদ সহ কিস্তিতে আসল টাকা পরিশোধ করা। অভিযোগ টাকা নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে যায় গায়েন দম্পতির ও তাদের ছেলে সুকদেব গায়েন। ৬ মাস পর ১০ জুলাই গোষ্ঠীর সদস্যরা জানতে পারে গায়েন দম্পতি ও তাদের ছেলে বাড়িতে ফিরেছে। সেইদিন রাতেই ১৫ জন সদস্য গায়েন বাড়িতে হাজীর হয়। টাকা চাইতেই উভয়ের মধ্যে বচসা হয়। সুকদেব গায়েনের অভিযোগ, 'স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য সোনাতন মণ্ডল, প্রহ্লাদ মণ্ডল, ভক্তরাম মণ্ডল, রাজু সরদার, প্রশান্ত নস্কর সহ অন্যান্যরা রাতের অন্ধকারে বাড়িতে চড়াও হয়ে আমার বাবা গোপাল ও মা উত্তরাকে মারধর করে। টাকা পরিশোধ করার জন্য সময় চেয়েছিলাম। সে কথায় কেউই কর্ণপাত করেনি।'

অন্যদিকে গোষ্ঠীর সদস্যদের দাবি, ৩ লক্ষ টাকা নিয়ে অন্যত্র পালিয়েছিল সুকদেব গায়েন ও তার বাবা মা। প্রায় ৬ মাস পর বাড়িতে ফিরতেই আমরা টাকা চেয়েছিলাম। আমাদেরকে জানায় ২ বছর পর টাকা দেব। যেটা একেবারেই গ্রহণ যোগ্য কথা ছিল না। শুরু হয় বচসা। টাকা যাতে না দিতে হয় তার জন্য নাটক করে বলছে মারধর করা হয়েছে। সম্পূর্ণ মিথ্যা গল্প ফেঁদে গায়ে হাতে কাদা মেখে নাটক শুরু করেছে।'

ছাত্রীকে মার, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ জুলাই বোলপুর উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে চোখ বেঁধে বেধড়ক মারধর করে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রী। বর্তমানে ওই ছাত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদে ৭ জুলাই সকাল থেকেই বিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে অভিভাবক ও ছাত্রীদের একাংশ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত ছাত্রীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বোলপুর থানার পুলিশ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বলেন, 'আমরা পুরো বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছি, পুলিশকে জানিয়েছি। অভিভাবক ও ছাত্রীরা স্কুল বন্ধ রেখে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের দাবি, দোষীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক ভবিষ্যতের জন্য বিদ্যালয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হোক।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

গভীর নলকূপ কবে চালু হবে?

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

চেতলার সজীবাগান ও গোবিন্দ আঢ্য রোডের জলকষ্ট দূর করার জন্য সি এম ডি ৪৩এ কর্তৃপক্ষ সজীবাগান লেনে একটি গভীর নলকূপ বসান। প্রায় এক বছর পার হয়ে গেল কিন্তু আজও ঐ নলকূপ চালু না হওয়াতে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষুব্ধ। প্রকাশ, পার্শ্ববর্তী হাউসিং কো–অপারেটিদের বড়ীগুলিতে নাকি ঐ নলকূপ থেকে জল সরবরাহ করা হবে বলে বিলম্ব করা হচ্ছে।

৯ম বর্ষ, ১২ জুলাই ১৯৭৫, শনিবার, ৩২ সংখ্যা

ছাতনা আইসিডিএস অফিসে ডেপুটেশন

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া: ১০ জুলাই ছাতনা আইসিডিএস অফিসে মোট ৫ দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেয় আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকারা।

তাদের দাবি অবিলম্বে কেওয়াইসির কাজ বাস্তবায়ন করার আগে যে জটিল সুবিধা ও অসুবিধা আছে তা দূর করে প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পোষণের কাজে সরকারি আদেশনামা ও মোবাইল ফোন দিতে হবে। অন্যথায় ভয় ও বলপূর্বক কাজ করানো যাবে না, অসম্মান করা যাবেনা। সমস্ত শিশুকেন্দ্রে শৌচালয় ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রকল্পে কতগুলি কেন্দ্রে পানীয় জল ও শৌচালয় আছে তার তথ্য দিতে হবে। অব্যবস্থা ও ভঙ্গুর শিশু কেন্দ্রগুলি অবিলম্বে মেরামত করতে হবে। সরকার আদেশনামা অনুযায়ী ঘর ভাড়া দিতে হবে। অন্নপ্রাশন ও পুষ্টি দিবসের খরচ দিতে হবে।

তৃণমূল–আইএসএফ টানাপোড়েন কুলপিতে

অরিজিৎ মণ্ডল: কুলপি বিধানসভায় ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করে, কুলপির আইএসএফের ৩৪ জন জনপ্রতিনিধি তাদের দলে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূলের দাবি অনুযায়ী, আইএসএফের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি নুর সালাম মোল্লার নেতৃত্বে এই যোগদান হয়েছে। এই দাবিকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে আইএসএফের পাল্টা দাবি, তাদের কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তৃণমূলে যোগ দেননি। শনিবার কুলপিতে দলের জেলা সম্পাদক আব্দুল খালেক মোল্লার নেতৃত্বে আইএসএফের এক জরুরি বৈঠক হয়, যেখানে সমস্ত জয়ী জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে খালেক মোল্লা জানান, 'তৃণমূলের দাবি মিথ্যে। কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি দলত্যাগ করেননি। মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে।'

অন্যদিকে, আইএসএফের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি নুর সালাম মোল্লা দাবি করেন, 'আইএসএফ মিথ্যে প্রচার করছে। অনেকেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন এবং আগামীদিনেও আরও অনেকে আসবেন। কয়েকজন প্রতিনিধিকে সামনে এনে সাধারণ কর্মীদের নিয়ে ভিড় দেখিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।' এই পাল্টা–পাল্টি দাবিকে কেন্দ্র করে কুলপিতে রাজনৈতিক বিতর্ক চরমে উঠেছে। এলাকার রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি ও আলোড়ন।

বারুইপুরে মর্গ তৈরির প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর পুলিশ জেলার যেকোন দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদের পরিবারের লোকজনকে গাঁটের কড়ি খরচ করে আর হয়ত কোলকাতা যেতে হবে না। এবার বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পুলিশ মর্গ চালুর জন্য আবেদন করা হলো

স্বাস্থ্য দফতরে। এ ব্যাপারে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডা: ধীরাজ রায় বলেন, 'পুলিশ মর্গের জন্য জায়গা পরিদর্শনও হয়ে গিয়েছে। সব কাগজপত্র জমাও পড়েছে স্বাস্থ্য দফতরে। বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ঠিক পাশের জায়গা পুলিশ মর্গের জন্য চিহ্নিত হয়েছে। কয়েকদিন আগে এই জায়গা পরিদর্শনও করেছেন স্বাস্থ্যদপ্তরের লোকজন।' এই হাসপাতালের উপরে নির্ভরশীল সুন্দরবনের কুলতলি, মৈপীঠ থেকে শুরু করে জয়নগর, বিষ্ণুপুর, বারুইপুর, মগরাহাট এলাকার লোকজন। অন্যদিকে, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্ত্রী বিভাগের আউটডোর সংলগ্ন জায়গায় দুটি ঘর পুলিশ মর্গের জন্য বাছা হয়েছে। কিন্তু কয়েক মাস ধরে চিকিৎসকের অভাবে সেটি চালু করা যায়নি।' তবে হাসপাতাল সূত্রে খবর, চিকিৎসকের এই সমস্যা তাড়াতাড়ি মিটে যাবে।

আলোকপাত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১২ জুলাই– ১৮ জুলাই, ২০২৫

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় লাগাম টানা হোক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তিতে নিয়ন্ত্রণ আসুক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সবার কাম্য। সেই অগ্রগতির যেটা মানব কল্যাণে কাজে লাগবে সেটাই গ্রহণীয়। অজস্র বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনায় মানব সভ্যতার অগ্রগতি চাকা এগিয়ে চলেছে। এক সময় পরমাণু শক্তির ব্যবহার অনেক স্বপ্ন দেখিয়েছিল। বিদ্যুৎ শক্তির মত পরমাণু শক্তি মানুষ সভ্যতার নামে কাজে লাগাচ্ছে। অন্যদিকে পরমাণু বোমার ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা আজও শিহরণ জাগায়। রাষ্ট্রসংঘ পরমাণু যুদ্ধ নিয়ে নানা অনুশাসন ও চুক্তির পথে হাঁটলেও বাস্তব ক্ষেত্রে চিত্র টা অন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা নাগাসাকিতে আমেরিকার পরমাণু বোমা নিক্ষেপের ঘটনা যেমন সীমাহীন বর্বরতার নজির সৃষ্টি করেছিল তেমনি আধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানের নতুন নতুন কৌশল মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ আই প্রযুক্তি বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার সুফলের এর পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানব সভ্যতাকে দূরপ্রসারী ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নানা সাইবার আইন থাকলেও এ আই–এর মাধ্যমে অতি সহজেই ছবি, গলার স্বর, হাতের লেখা ইত্যাদি নকল করা সম্ভব হচ্ছে। অপরাধী মনস্ক মানুষজনের কাছে এই প্রযুক্তি আরো কুৎসিত হয়ে উঠছে। বিশেষ করে নারীঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে বিকৃত ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সমাজ মাধ্যমে। এই প্রযুক্তির কারণে সত্যি মিথ্যে যাচাই করা সাধারণভাবে অসম্ভব। এই অসম্ভবতার সুযোগ নিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। শুধু তাই নয়, বুদ্ধিবৃত্তির সীমাবদ্ধতা এবং বিকাশের পথে ভবিষ্যতে অন্তরায় হয়ে উঠবে এই প্রযুক্তি যদি না তাকে এখনই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের যুগে এ আই প্রযুক্তি এখন মানুষের হাতে হাতে। ভবিষ্যতের প্রজন্ম নতুন গান, লেখা কবিতা লেখা, গল্প উপন্যাস সৃষ্টি করা নিজস্ব মেধার সাহায্যে হয়তো অতীত হয়ে যাবে। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি দিয়ে এখন গল্প, কবিতা এমনকি গবেষণা পত্র, চিঠি তৈরি করাও সহজ হয়ে যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই প্রযুক্তি অনেকের কাছে সহায়ক হলেও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে সৃষ্টিশীল মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে। এই প্রযুক্তি যাতে সঠিকভাবে সঠিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া জরুরী। নাহলে ফ্রাঙ্কেস্টাইনের মত মানব সভ্যতার পক্ষে চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য কোথাও কোথাও বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে এই প্রযুক্তির হাত ধরে। আগামী দিনে এই প্রযুক্তি আরো অনেক বেশি বিকশিত হবে এবং চাহিদাও বাড়বে। সেক্ষেত্রে সু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যাতে ভবিষ্যতে মানব সভ্যতা আরো উন্নয়নমূলক হয়ে উঠতে পারে সেদিকে সারা বিশ্বেরই অবিলম্বে নজর দেওয়া প্রয়োজন। শুধু বিজ্ঞানী নয়, বিভিন্ন রাষ্ট্র নেতাদেরও এ ব্যাপারে সংঘবদ্ধ ভাবনাচিন্তা এবং ঐক্যমতে পৌঁছানো প্রয়োজন।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

যেমন বীজ ও বৃক্ষ একই বস্তু হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন রূপের সত্যতায় প্রতীত হয়। বীজ ও বৃক্ষের ভিন্নতা সত্য না হলেও সত্যরূপে প্রতীত হয় সত্যস্বরূপ চিন্ময়াত্মার অধিষ্ঠানের দরুণ। চৈতন্য থেকে চৈতন্য পৃথক না হলেও পৃথক দেখায় এই কারণেই। সুতরাং আত্মার বিদ্যমানতাই কারণে অসৎকে সৎ বা সৎকে অসৎ বোধ করায়। যাই হোক, সৎ ও অসৎ মনে করাও ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। ব্রহ্মই সর্বরূপে প্রকাশ পান। এইজন্য বিশ্বকে সন্মাত্র বলে জানবে। এই জগৎ হল এক চিবিলাস। চৈতন্য ও চিতিশক্তি ছাড়া আর কিছু নেই। সুতরাং ব্যবহার কিংবা সমাধি, সব অবস্থায় তুমি চিদঘনরূপে অবস্থান কর। ব্যবহারকালে তুমি যা যা কর, তা কিছুই নয়, এমন ভাবনা ক"রে চিত্তবৃত্তিতে অনাসক্ত হয়ে আত্মস্বরূপে অবস্থান কর। ব্রহ্ম ভিন্ন যা যা দৃষ্টিগোচর হয়, তা যখন অস্তিত্ববিহীন, তখন সেই অলীক পদার্থের অনুসরণ করার চেয়ে বরং নিকৃষ্ট চণ্ডালের পদলেহী অনুবর্তী হওয়াও শ্রেয়। এহেন চিত্ত–চণ্ডালকে পরিত্যাগ ক"রে নিজ স্থিরতায় নিশ্চলভাবে অবস্থান কর। তাহলে তুমি দেখবে, চিত্ত আদৌ নেই। তুমি তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা মনকে বিগলিত কর, তারপর নির্মলাত্মা হয়ে সংসার অতিক্রম কর। বশিষ্ঠ বললেন, বুদ্ধি কিছু পরিশীলিত হলে সৎসঙ্গ করা উচিত। সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রবিচার ছাড়া ভীষণ অবিদ্যানদী অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। শাস্ত্রালোচনা ও সাধুসঙ্গে বিবেক উদিত হয়, তখন সত্য–অসত্য, নিত্য–অনিত্য, কর্তব্য–অকর্তব্য, হেয়–উপাদেয়, ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা হয়। এই রকম বিচারক্ষমতা লাভের পর আত্মজ্ঞান অর্জনের দৃঢ়সঙ্কল্প বা শুভেচ্ছা নামক জ্ঞানভূমি উদিত হয়। তারপর যোগ সাধন করতে করতে যথাক্রমে বিচারণা ও তনুমানসা ভূমি অর্জিত হয়। বাসনার ক্ষীণতা ও মনের একাগ্রতায় তারপর সত্তাপত্তি ও অসংসক্তি ক্রমে জ্ঞানের সপ্তভূমিতে স্থিতিস্বরূপ পূর্নজ্ঞান লাভ হয়। রাম! তুমি এখন সবই বুঝতে পারছ, তোমার বাসনাও ক্ষীণ হয়েছে। তুমি দেহস্থ বা দেহাতীত, যে অবস্থায় থাক না কেন, জানবে তুমি নির্মল–নিরাময় আত্মা ছাড়া আর কিছু নও। হর্ষ–বিষাদ, জন্ম–মৃত্যু, সুখ–দুঃখ ইত্যাদি নির্মল আত্মায় যখন নেই, তাহলে তার কল্পনা করে তুমি অজ্ঞতার আমন্ত্রণ করবে কেন? আত্মা শাশ্বত, সর্বাধিষ্ঠান ও অদ্বিতীয় তাই তার বিনাশ বা গমনাগমনের সম্ভাবনা থাকে না। ঘট ভেঙে গেলে ঘটের মধ্যে অবস্থিত আকাশ ভাঙ্গে না। দেহাবসানে দেহস্থ আত্মা অবিকারই থাকেন। তাই কোন অবস্থাতেই হর্ষ–বিষাদ–শোক অবান্তর। এই জগতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এমন কিছু নেই যা আত্মা হতে পৃথক। কারণ সর্বাধিষ্ঠান আত্মা সর্ব ঘটে সর্বদা বিরাজমান থাকেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

এটা একটা বিরল রেকর্ড

মাত্র ১৬ বছর বয়সে এবং অটিজম সমস্যাকে জয় করে ইতিহাসের পাতায় নাম তুললেন জিয়া রাই। সবচেয়ে কমবয়সী ও দ্রুতগামী প্যারা সুইমার হিসাবে সাঁতরে ইংলিশ চ্যানেল (৩৪ কিলোমিটার) পার করে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন।

বিজেপির রাবড়ি রেসিপি

সুকন্যা পাল

রাবড়ি তৈরির প্রণালীটা একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ভরপুর তাপের জ্বলন্ত উনুনের উপর বসানো বড় কড়াইতে দুধ ফুটছে তো ফুটছেই। পাশাপাশি হাত পাখা দিয়ে নিরন্তর বাতাস বিলিয়ে দেওয়ার পালা অবিচ্ছেদ্য গতিতে। ফলে উতপ্ত দুধের উপরে বাতাস আন্দোলিত হতে থাকলে ক্রমান্বয়ে সরের সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক নিয়মে। ওই সরকে সরুকে কাঠির সাহায্যে আস্তে আস্তে কড়াইয়ে ধারে লেপে রাখতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এখন এমনই এক ডেলিসিয়াস রাবড়ি ডিস পরিবেশনে ব্যস্ত। আসলে রাজনীতির ময়দানে ভোট বড় বালাই। বিজেপি এটা ভালোই বোঝে। মেরে কেটে হাতে আর দশ মাস। তারপরেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তাতেই ফয়সালা হয়ে যাবে ফের পাঁচ বছরের জন্য আমাদের রাজ্যে শাসন করবে কোন রাজনৈতিক দল? ভোটের রেসকোর্সে এখনও পর্যন্ত যা পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাতে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে শাসক দল। বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি শাসকের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেললেও সাংগঠনিক দিক থেকে তৃণমূলের থেকে এখনও পিছিয়ে। আর সিপিএম, আইএসএফ বা কংগ্রেসের কথা কি বলি? ভোট কাটাকুটির খেলায় তারা ঘাসফুলকে কতটা অক্সিজেন যোগাবে সেটাই হবে একটা বড় গোপন পাটিগণিত। এই সরল তত্ত্বটা কিন্তু বঙ্গ বিজেপির থিঙ্ক ট্যাঙ্করা বিলক্ষণ জানে।

তাহলে উপায়? বিজেপি কি এখনই নির্বাচনী পেনাল্টি বক্সে তৃণমূলকে ওয়াকওভার দিয়ে দেবে? ভাজপা কি শুধুমাত্র আগামী বিধানসভা ভোটে প্রতীকি লড়াই লড়বে? নয়া দিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গের গেরুয়া দপ্তর কি প্রকৃতই সেই বান্দা? এই দলের ইতিহাস কিন্তু আদৌ তা সাক্ষ্য দেয় না। তা বাম ডান যতই সেটিং তত্ত্ব আওড়ে বাজার গরম করুক না কেন। হ্যাঁ এটা বাস্তব, সংসদে বা রাজ্যসভায় বিশেষ প্রয়োজনে ওয়াকআউট করার বিনিময়ে বিজেপি অকথিত এজেন্ডায় তৃণমূলকে বাড়তি সুবিধা নিশ্চিত ভাবে দিয়ে থাকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পায়ে বেড়ি পড়িয়ে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বিজেপি রাজ্যপাটের সুযোগটাও বিনা যুদ্ধে তুলে দেবে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের অন্তঃপুরবাসিনীর হাতে। সারা দেশ সহ সমগ্র পূর্ব ভারতে ক্ষমতায়নের অলিন্দে গেরুয়াকরণ করাই হল বিজেপির পয়লা নম্বর রাজনৈতিক ব্লুপ্রিন্ট। সুতরাং সেটিং বিকাশ পশ্চিমবঙ্গ কা প্রকাশ, এটা ভোটের কুরুক্ষেত্রে জলের উপর আলপনা আঁকার মতোই কারও কারও বায়বীয় আত্মতুষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের রাজ্যে নির্বাচনী অ্যালজেব্রা বলতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটের ক্যালকুলেশন হল পুজোয় ব্যবহার্য গঙ্গাজলের মতো। মানে যাকে বলা হয় অপরিহার্য। অন্তত এযাবৎ কালের বিগত সমস্ত নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু তাই বলছে। বাংলায় মুসলিম ভোট যার, জেতার কৃতিত্ব তার। আসলে রাজ্যে মুসলিম ভোট অতিরিক্ত রকমের ধর্মীয় ভাবে সংগঠিত। পক্ষান্তরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোট ধর্মীয় ভিত্তিতে মোটেও একরোখা নয়। বরং অনেকটা ইস্যু ভিত্তিক এবং অসংগঠিত।

মুসলিম ভোটের পরিসংখ্যান ঘাঁটলে বোঝা যায়, স্বাধীনতার পরবর্তী নির্বাচন থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের ঝুলিতে পড়েছিল রাজ্যের মোট মুসলিম ভোটের ৬০% থেকে ৭০%। ফলে ওই সময়কালে কংগ্রেসই সর্বদা বাংলাকে শাসন করেছে যুক্তফ্রন্টের মেয়াদ বাদ দিলে। ১৯৭৭ সাল থেকে পরবর্তী ৩৪ বছর বামেরা রাজত্ব করেছে সামগ্রিক মুসলিম ভোটের ৬৫% থেকে ৭৫% ভোট কুক্ষিগত করে। ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলকে উজাড় করে ভোট দেয় মুসলিম সমাজ। মুসলমানদের ৭০% ভোট টিএমসি বগলদাবা করে সেই বছর রাইটার্স বিল্ডিং দখল করে নেয়। ২০১৬ ও ২০২১ সালে তৃণমূল তাদের বিজয় রথ অব্যাহত সমর্থ হয়েছিল মুসলিম ভোট যথাক্রমে ৭০% এবং ৮০% ব্যালট বাক্সে চালান করার অঙ্ককে কাজে লাগিয়ে। আরও একটি মজার বিষয় হলো রাজ্যে কিন্তু মুসলিম ভোটার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ছিল ২৭.০১% মুসলিম ভোটার। ২০২৫ সালে সেই সংখ্যাটি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০%এ।

এদিকে বিজেপির রাজনৈতিক মূল ঘরাণাটাই হিন্দুয়ানা ভিত্তিক। মূলতঃ ভারতের গোবলয় এর আধ্যাত্মিক পীঠস্থান হলেও বর্তমানে তার বিস্তৃতি ঘটেছে নাগপুরের হাত ধরে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে। এই রাজ্যেও রাজনৈতিক সমীকরণে বিজেপি এখন তাই প্রধান বিরোধী দল। বিজেপির এই তীব্র গৈরিকরণের মধ্যে লালিত উগ্র হিন্দুয়ানাকে এরাজ্যের মুসলিমরা মোটেই নির্ভরযোগ্য মনে করে না। মুসলিম সমর্থনকে তৃণমূল বারবার ব্যবহার করলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যে মুসলিমদের যে সার্বিক উন্নতি ঘটেনি তা তারা বুঝতে পারলেও বিজেপির থেকে তৃণমূল যে তুলনামূলক ভাবে তাদের কাছে নিরাপদ, স্থানীয় মুসলমানেরা এখনও এটাই বিশ্বাস করে থাকে। সুতরাং তৃণমূলের ভোট সিন্দুকে এখন আসলি কোহিনুর হিসেবে সন্দেহাতীত ভাবে গচ্ছিত রয়ে গেছে মুসলিম ভোট।

রাজ্যে ৩০% মুসলিম ভোট থাকার সুবাদে বাকি ভোটারদের সুসংহত করার লক্ষ্যে বিজেপি গত লোকসভা ভোটের পর থেকেই উগ্র হিন্দুয়ানাকে মুলধন করে প্রচারে নেমে পড়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মন জয় করতে এই উত্তুঙ্গ প্রচারের মুখ ক্রমেই হয়ে উঠেছেন শুভেন্দু অধিকারী। একাধারে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা অন্যদিকে মাঠে ময়দানে দাঁতে দাঁত চেপে আন্দোলন করা এই নেতা কিন্তু ইতিমধ্যেই রাজ্য বিরোধী শিবিরের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হিসেবে নিজেকে পরিগণিত করতে পেরেছেন। রাজ্যবাসীর এই নার্ভ বুঝতে পেরে সর্বভারতীয় বিজেপির দলের বর্তমান প্রাণপুরুষ তথা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রকাশ্যে বলে গিয়েছেন, শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য দিতে গেলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয়ে কাঁপতে থাকেন। ভাজপার এই প্রাক্তন সভাপতির বক্তব্যই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর এই উগ্র হিন্দুয়ানা প্রচার স্টাইলকে সর্বভারতীয় বিজেপি নেতৃত্ব শুধু একশো আনা সমর্থন করে না, বরং তা আরও বেশি মাত্রায় সংগঠিত করার ইঙ্গিত দেয়।

তাহলে? তাহলেই তো প্রশ্ন উঠে আসে, শুভেন্দু অধিকারীর উপর এতো আস্থা অমিত শাহের থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সভাপতির পদে তবে হঠাৎ আগমন কেন ঘটলো শমীক ভট্টাচার্যের? আসলে আরএসএস ঘনিষ্ঠ এই নেতার খুব একটা মাঠে ঘাটের অবিরাম আন্দোলনে বিরাজ করার ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। তবু তিনি নিজেকে সব ইস্যুতেই প্রাসঙ্গিক রাখতে জানেন। বিজেপিটা মন দিয়েই করেন। দলের আদি ও পুরাতন সবার কাছেই যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। উগ্র হিন্দুত্বতে কখনই তাঁকে মজতে দেখেননি কেউ। মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে তিনি আর যাই হোক শুভেন্দু অধিকারীর মতো অতটা অচ্ছুৎ নন। অত্যন্ত পরিশীলিত বক্তব্য রাখতে পারেন। আমজনতার মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও যথেষ্ট মজবুত। দলের কোনও গোষ্ঠীর সঙ্গে আদায় কাঁচকলা সম্পর্কও নেই। ভাবমূর্তিও যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন। এহেন একজন নরমপন্থী মানুষ যে আজ বিজেপির বড়ই আশু প্রয়োজন। কারণ রাজ্য বিধানসভার ভোট যে বাংলার দুয়ারে কড়া নাড়ছে ইতিমধ্যে। তার উপর আবার বঙ্গ বিজেপি সভাপতি পদেও পুণর্নিয়োগ নিয়ে বিগত মাস খানেক যাবৎ চাপান উতোর চলছিলই। সুতরাং এমতাবস্থায় বিজেপির কাছে শমীক ভট্টাচার্যের ভারসাম্যের ক্যারিশ্মা অনেকটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ তৃণমূলের মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শিটে কোয়েশ্চন মার্ক স্পষ্ট করার নিশানায়।

বিরোধী নেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী আর যাই হোন রাজ্য মুসলিমদের কাছের মানুষ কখনই হতে পারেননি। বরং বঙ্গ হিন্দুদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন প্রশ্নাতীতভাবে প্রেরণার নেতৃত্ব। এ"ব্যাপারে শুভেন্দু অধিকারী কোনও রাখঢাকও করেন না। বরং মুসলিম ব্যতীত রাজনীতিটাই তাঁর একমাত্র পছন্দের বলেও তিনি সাম্প্রতিক অতীতে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন দলীয় মঞ্চ থেকে। সুতরাং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যে ভোটের মরশুমে দলের অন্যতম স্ট্রাইকার তা অমিত শাহ বুঝতে ভুল করেননি। কিন্তু একটা স্ট্রাইকে আক্রমণ পরিপূর্ণ করা সম্ভব নয়। যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পোড় খাওয়া প্রতিপক্ষ। সুতরাং অপর স্ট্রাইকার হিসেবে রাজ্য বিজেপি সভাপতি পদে বসানো হলো নরমপন্থী শমীক ভট্টাচার্যকেই। তাইতো তিনি বঙ্গ সভাপতির পদে বসেই দলের পুরোনো সদস্য ও নবাগতদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি দলের সহানুভূতিশীল নানা আস্থাশীল পরিকল্পনার কথাও ব্যক্ত করলেন। বিশেষতঃ তৃণমূলের প্রতি বিরাগভাজন মুসলিমদের জন্য তাঁর দল যে পাশে থাকতে প্রস্তুত তাও জানিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। উদ্দেশ্য একটাই, মুসলিম ভোটে একটা সুস্পষ্ট বিভাজন তৈরি করা। তাহলেই তো কেল্লা ফতে।

একদিকে যখন সারা বাংলা দুর্নীতি, ধর্ষণ, তোলাবাজি সহ বেনিয়মের আঁচে উতপ্ত, তখন তৃণমূলের রক্ষণভাগে উপস্থিত বিজেপির দুই স্ট্রাইকার। এক, শুভেন্দু অধিকারীর ফুটন্ত হিন্দুত্ববাদ। অপর প্রান্তে শমীক ভট্টাচার্যের মুসলিম মনে উদারীকরণের বাতাস প্রদান। মাঝখান থেকে যদি একটা গোল করার মতো রাবড়ি হাতে চলে আসে, তবে ভোটের জোড়া চালে কিস্তি মাত হতে কতক্ষণ!

পাঠকের কলমে

ঢালাই সেতু চাই

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নতি হয়। সড়ক ও সেতু এই দুই সবচেয়ে বড় ভুমিকা পালন করে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে। হাওড়া ডোমজুড় থানার অন্তর্গত ১ নম্বর কালী মন্দিরের পাশে একটি কাঠের সেতু রয়েছে যা ডোমজুড় ও নোনাকুন্ডু মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। সেই সেতুর উপর দিয়ে টোটো বাইক ও ছোট গাড়ি যাতায়াত করে। এলাকাবাসী ও নিত্যযাত্রীদের মতে কাঠের সেতু যতই শক্তপোক্ত হোক না কেন তবুও ভয় থেকে যায়। প্রশাসন যদি কংক্রিটের সেতু তৈরি করে দেয় খুব ভালো হয়। তাহলে ছোট বড় সব যানবাহন নির্ভয়ে যাতায়াত করতে পারে। তাছাড়া কেউ অসুস্থ হলে অ্যাম্বুলেন্স করে নোনাকুন্ডুর লোকেদের অনেক ঘুর পথে যেতে হয়। কংক্রিটের সেতু তৈরি হলে যেমন এলাকার এবং নিত্যযাত্রীদের উপকার হবে তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, আমতা, হাওড়া

ফিরে আসুক কাগজের ব্যাগ

১২ জুলাই বিশ্ব কাগজের ব্যাগ দিবস। তার আগে ৩ জুলাই পালিত হয় আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস। দিন ২ টির প্রধান গুরুত্ব প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা, সাথে সাথে কাগজের ব্যাগ ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরা। পরিবেশবান্ধব কাগজের ব্যাগ ভোগ্যপণ্যের প্যাকেজিং, শপিং ব্যাগ, মুদিখানা, কাঁচের পুতুল, পোশাক, বই ও প্রসাধন সামগ্রী সহ নানা কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জেনে রাখা ভালো প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ যেমন কাগজের ব্যাগের সুবিধা পেয়ে থাকেন, তেমনি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা এই কাগজের ব্যাগ। ১৮৫২ সালে পেনসিলভেনিয়ার এক স্কুল শিক্ষক প্রথম কাগজের ব্যাগ তৈরির যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৮৭১ সালে মার্গারেট ই নাইট আরও একটি মেশিন তৈরি করে, যার মাধ্যমে প্রথম ফ্ল্যাট বটম পেপার ব্যাগ তৈরি হয়। ১৮৮৩ এবং ১৯১২ সালে যথাক্রমে চার্লস স্টিল ওয়েল এবং ওয়ালার ডিউবেনার উন্নত মানের কাগজের ব্যাগ তৈরির ডিজাইন করেন, তার পর থেকেই মোটামুটিভাবে কাগজের ব্যাগের ব্যাপকভাবে প্রচলন শুরু হয়। মুশকিল হচ্ছে দানব প্ল্যাস্টিক ব্যাগের দাপটে পরিবেশ বান্ধব কাগজের ব্যাগ আজ বিলুপ্তির পথে। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্লাস্টিকের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। তারফলে বিশ্ব জুড়ে দেখা দিয়েছে ভয়ংকর প্লাস্টিক দূষণ। সুস্থ ও সুন্দর পৃথিবীর জন্য অবিলম্বে প্লাস্টিক ব্যাগ ও প্লাস্টিক দ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা জরুরি।

২০২৫ সালের থিম পুনঃব্যবহার যোগ্য এবং বায়োডিগ্রেডেবল ব্যাগঃ পরিবেশের জন্য একটি টেকসই পছন্দ"। আসুন থিমকে সামনে রেখে, আমরা শপথ নিই ক্ষতিকর প্লাস্টিক ব্যাগ ও দ্রব্য বর্জন করে কাগজের ব্যাগ ব্যবহার করি। ফিরে আসুক কাগজের ব্যাগ।

দীপংকর মান্না, আমতা, হাওড়া

জল সংকট নিরসনে চাই জলাভূমি সংরক্ষণ

সময় যত গড়াচ্ছে বিশ্বজুড়ে জল সংকটের মাত্রাও তীব্রতর হচ্ছে। কোথাও কোথাও তো পানীয় জলের সংকট ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। পরিস্থিতি যেদিকে এগচ্ছে তাতে আগামী কয়েক দশক পরে তো মনে হয় ভূগর্ভস্থ জলের আকাল দেখা দেবে। আর সেটাই যদি হয় তাহলে জীবজগতের ধ্বংস অবধারিত। তবে, এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের এখন থেকেই আরও বেশি বেশি সচেতন হতে হবে। তাহলে হয়তো জল সংকটের অনেকখানিই মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। অবশ্য জল সংকট নিরসন নিয়ে বিশ্বব্যাপী নিরলস গবেষণার কোনও খামতি নেই। আমাদের দেশের সর্বত্র সরকারি এবং বেসরকারিভাবে এনিয়ে বিস্তর গবেষণা এবং চর্চা অব্যাহত। এরাজ্যেও জল সংকট মোচনে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রকল্পে অসংখ্য জায়গায় নতুন করে জলাশয় খনন করার পাশাপাশি জলাভূমি সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই জলাভূমি সংরক্ষণের ব্যাপারটি নিয়ে প্রায়শই বিতর্ক দানা বাঁধে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও পাড়ায় পাড়ায় অসংখ্য জলাশয় দিনের আলোয় কীভাবে যে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে সেটাই বোধগম্য হচ্ছে না। প্রশাসনের নাকের ডগায় সেইসব জলাভূমি বুজিয়ে ফেলার জন্য সর্বত্র একটা চক্র অত্যন্ত সক্রিয়। পুলিশ–প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, মাটি–মাফিয়া প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত সেই চক্রকে দমিয়ে রাখে কার সাধ্যি।ফলত, জলাভূমি বুজিয়ে সেই জায়গা প্রোমোটিং করে চড়া দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে গড়ে উঠছে বহুতল থেকে শুরু করে ঝাঁ চকচকে মার্কেট কমপ্লেক্স। শুধুমাত্র কথায় বাঘ মারা নয়। জল সংকট নিরসনে সরকারকে অত্যন্ত কড়া হতে হবে এবং সেজন্য সর্বত্র জলাভূমি সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়ে বেআইনী চক্রের বিরূদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাতে হবে।

আমিনুর ইসলাম, পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান

দেশ দেশান্তরে

নির্বাচনি প্রস্তুতির নির্দেশ মহঃ ইউনুসের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সব প্রস্তুতি ডিসেম্বরের মধ্যে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বাংলোদেশর দখলদার সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার রাত ৮টায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন ইউনুসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

সংবাদ সম্মেলনে শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচন ঘিরে সব প্রস্তুতি ডিসেম্বরের মধ্যে নিতে বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা। ডিসেম্বরের মধ্যে সব প্রস্তুতি শেষ করতে বলেছেন তিনি।

শফিকুল বলেন, প্রস্তুতির মধ্যে অনেকগুলো বিষয় আছে। যেমন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ১৭ হাজার নতুন সদস্য নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ যেন এ সময়ের মধ্যে শেষ হয়, সে বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে অনেক পাঁয়তারা হয়, যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়। প্রধান উপদেষ্টা নির্দেশ দিয়েছেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাতে নির্বাচন সামনে রেখে আগামী মাসগুলোয় কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্কের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় বারের জন্য হোয়াই হাউসে ঢোকার পর থেকেই গোটা বিশ্বের সাথে এক নতুন খেলা শুরু করে। যা হল শুল্ক–শুল্ক খেলা। ট্রাম্প ব্রাজিলীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করার পর প্রতিক্রিয়ায় ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি হওয়া সমস্ত পণ্যের ওপর সমপরিমাণ ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। লুলা আরও বলেন, ‘ব্রাজিল এ বিষয়টি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) কাছে তুলতে চায় এবং ট্রাম্পের শুল্কের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক তদন্তের জন্য চাপ দিতে চায়। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে এর ব্যাখ্যা দাবি করবে তারা।

এই মন্তব্যগুলি ট্রাম্পের সেই ঘোষণার পর এসেছে, যেখানে তিনি ব্রাজিলীয় রপ্তানির ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা জানান। ট্রাম্প অভিযোগ করেন, ‘বর্তমান ব্রাজিল সরকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর বিরুদ্ধে “উইচ–হান্ট” চালাচ্ছে, যিনি বর্তমানে ২০২২ সালের নির্বাচনের ফল উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি।’

বিএলএফের ‘অপারেশন বাম’

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্রোহী সংগঠন বালুচিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট (বিএলএফ) ৮ জুলাই গভীর রাতে বেলুচিস্তানের একাধিক জেলায় ধারাবাহিক আক্রমণ চালায়, যার লক্ষ্য ছিল সরকারি এবং সামরিক স্থাপনাগুলি। সংবাদ সংস্থা এএনআই–এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই গোষ্ঠী তাদের ‘অপারেশন বাম (ডন)’ নামক অভিযানের দায় স্বীকার করেছে এবং পাকিস্তানি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের দশকব্যাপী সংগ্রামে একটি নতুন অধ্যায়ের শপথ নিয়েছে বালুচিস্তান।

পাঞ্জগুর, সুরাব, কেচ এবং খারান জেলায় অন্তত ১৭টি হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে, যা যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করেছে, প্রশাসনিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং সামরিক চেকপোস্টে আঘাত হেনেছে। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ এখনো ক্ষতির পূর্ণ বিবরণ দেয়নি, তবে স্থানীয় সূত্রগুলির বরাতে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত অঞ্চলে ব্যাপক অস্থিরতা এবং ব্যাঘাত তৈরি হয়েছে।

বিএলএফের মুখপাত্র মেজর গওহরাম বালোচ বলেন, ‘বালুচ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে একটি নতুন ভোর এই অভিযান। এই অপারেশন মাকরান উপকূল থেকে কোহ–এ–সুলেমান পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত, যা গোষ্ঠীর ব্যাপক অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা প্রদর্শন করছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রতিরোধ একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। ‘অপারেশন বাম’ প্রমাণ দিতে পরিকল্পিত যে বালুচ যোদ্ধারা বিশাল ভৌগোলিক এলাকাজুড়ে বৃহৎ আকারের এবং সমন্বিত অভিযান চালাতে সক্ষম।’

বানভাসী উত্তরাখণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষার প্রভাবে উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশ জুড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলছে, যার ফলে বন্যা, ভূমিধস এবং বিপুল ক্ষতি হচ্ছে। দুই রাজ্যেই তীব্র সতর্কতা জারি রয়েছে। ফুলেফেঁপে ওঠা নদী, মেঘভাঙ্গা এবং প্রবল বৃষ্টিপাত অনেক এলাকা বিপর্যয়ের মুখে।

উত্তরাখণ্ডের পার্বত্য জেলাগুলিতে টানা বৃষ্টির ফলে বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে রুদ্রপ্রয়াগে, যেখানে আলকনন্দা নদীর জলস্তর ২০ মিটারের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে ঘাট, পায়ে হাঁটার রাস্তা এবং বেলনী সেতুর কাছে থাকা ১৫ ফুট উচ্চতার শিবের মূর্তিটি পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে।

প্রশাসন কঠোর সতর্কতা জারি করে জনগণকে নদীর পাড় থেকে দূরে থাকতে অনুরোধ করছে। মন্দাকিনী নদীর মতো উপনদীগুলির জলস্তরও বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গিয়েছে, যা কাছাকাছি আবাসিক এলাকাগুলির জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, মান্ডিতে মেঘভাঙ্গার পর ৯জন নিখোঁজ এবং ১জনের মৃত্যু হয়েছে। মান্ডি সেন্ট্রাল রেঞ্জের ডিআইজি সৌম্যা সম্ভাসিবন জানিয়েছেন, উচ্চ পদস্থবা অধিকারিক অফিসারদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে

এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ–এর দলগুলি উদ্ধার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রশাসন কঠোর ভ্রমণ নির্দেশিকা জারি করেছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

উত্তরের আঙিনায়

গোষ্ঠী সংঘর্ষে রণক্ষেত্র বাগরাকোট

সজল দাশগুপ্ত,শিলিগুড়ি : ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে ৯ জুলাই শিলিগুড়ির বাগরাকোট এলাকায় গোষ্ঠী সংঘর্ষ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরণ ও বিশাল পুলিশবাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ সহ টিয়ার গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভয়া বোস এলাকার বাসিন্দাদের শান্ত থাকার আবেদন জানিয়ে বলেন,

'আমরা সকলকে অনুরোধ করছি ধৈর্য ধরতে। অযথা উত্তেজনা সৃষ্টি করে পরিস্থিতি আরও খারাপ করা উচিত নয়। প্রশাসন কাজ করছে।' ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সম্প্রীতা দাসও ওয়ার্ডবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করব দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে। এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনাই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।' ওই এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। পুলিশের কড়া নজরদারিতে এলাকা বর্তমানে থমথমে। প্রশাসনের দাবি, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, এবং যারা সংঘর্ষে জড়িয়ে ছিল তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি: ৮ জুলাই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পানিট্যাঙ্কি ট্র্যাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে হিল কাট রোড এয়ারভিউ মোড়ে অনুষ্ঠিত হল 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' সচেতনতা শিবির। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার এবং শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ। এদিন শিলিগুড়ি পানি ট্যাংকি ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে কিছু হেলমেট বিতরণ করা হয়।

সেবকে ধস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৭ জুলাই সকালে সেবক আউটপোস্টের কাছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের সেবকের বাঘপুলের কাছে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি ধসের কবলে পড়ে। গাড়িটি কালিম্পং– থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। ধসের জন্য গাড়ির সামনের অংশের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাড়িতে থাকা নিত্যযাত্রীরা তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়েন, সেই কারণে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ ধস সরিয়ে গাড়িটি উদ্ধার করে।

হাসপাতালে স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১০ জুলাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শিলিগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে সুপারের উদ্দেশ্যে চার দফা দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

উক্ত স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে কোন রোগী ভর্তি হলে পরবর্তীকালে তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল বা অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই পদ্ধতি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এমনকী রোগীদের চিকিৎসা দ্রুত শুরু করা যায় তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়ার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আরো সচেতন ও সচেষ্ট হতে হবে। উপস্থিত ছিলেন অনিমেষ ব্যানার্জি পার্থ মৈত্র ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

চলা দায় স্টেশন রোডে

প্রথম পাতার পর

কিছুদিন আগে রেল দপ্তর এই রোডের সংস্কার করেছিল। রাস্তার বাঁ দিকটা হচ্ছে রেলের জায়গা আর ডান দিকের অংশটা হচ্ছে বজবজ পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড। রাস্তাটা সামগ্রিকভাবেই রেল দপ্তরের মধ্যে পড়ে। যার ফলে মাঝেমধ্যেই বজবজ স্টেশন রোড সংস্কার কে করবে সে নিয়ে টানা–পোড়েনের সৃষ্টি হয়। নিত্যযাত্রীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এই বেহাল রাস্তার জন্য। সাধারণ মানুষদের দাবি অবিলম্বে এই রাস্তার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হোক। এই প্রসঙ্গে বজবজ পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, 'ওই রাস্তাটা সম্পূর্ণভাবে রেল দপ্তরের। তাদের উচিত এই রাস্তার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা। তবে আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি যদি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা থাকে এবং পুরসভার পক্ষে করা সম্ভব হয় নিশ্চয়ই তা করা হবে।' কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশনের ম্যানেজার বিদ্যুৎ কুমার সিরকা এই প্রসঙ্গে বলেন, 'অনেক কষ্ট করে দপ্তরকে জানিয়ে বজবজ স্টেশন রোড সংস্কার করেছিলাম। কিন্তু রাস্তার দুদিকে যেভাবে দোকান এবং বাড়িঘর করা হয়েছে তার ফলে কোন জল নিষ্কাশন হতে পারছে না। জানিনা এই রাস্তাটা বৃষ্টির পরে কি অবস্থায় দাঁড়াবে। আসলে রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে বা জল নিষ্কাশনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষদেরও সচেতন হতে হবে তা না হলে রেল দপ্তরের একার পক্ষে এই রাস্তা সংস্কার করা সম্ভব নয়। রাস্তার দুদিকে কোন ড্রেনেজ ব্যবস্থাই নেই। আমি এ ব্যাপারে বজবজ পুরসভার সঙ্গেও কথা বলব।'

ইডি হানা

প্রথম পাতার পর

প্রতিদিন সকালে নুঙ্গী স্টেশনে সাইকেল রেখে ট্রেনে করে কলকাতায় যেতেন। এলাকার বাসিন্দারা জানতেন যে তিনি কোন একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করেন। তবে সাত সকালে মহেশতলায় মনোরমা ফ্ল্যাটে ইডির অভিযান নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, একটি ব্যাংক প্রতারণা ঘিরে কলকাতার আরো একটি জায়গায় এদিন ইডি হানা দেয়। সেই ঘটনার সঙ্গে মহেশতলার ঘটনার কোথাও সংযোগ থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে যে ট্রেন ধরে কাজের উদ্দেশ্যে যেতেন তার বাড়িতে ইডি আসতে দেখে অনেকেই হতবাক হয়েছেন। সকালে জয়ন্ত রাউতের স্ত্রী শিখা দেবী কি ইডি বিভ্রান্ত করতে মিথ্যে কথা বলেছিলেন? উঠছে প্রশ্ন। আর জয়ন্তবাবু যে সাদামাটাভাবে সাইকেল চড়ে বেড়াতেন সেটা কি অন্য কোন বিষয়কে লুকিয়ে রাখার জন্য? সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত যখন এই প্রতিবেদন পাঠাচ্ছি তখনও ইডি ওই মনোরমা ফ্ল্যাটে অভিযান বা তল্লাশি চালাচ্ছে।

আটকে সুঁতির প্রবাহ

প্রথম পাতার পর

সুঁতির অন্যধারা দক্ষিণমুখী হয়ে ভবানিপুর, সত্যপোল ছুঁয়ে অশোকনগরে প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণপুর, মাটিয়াগাছা, দে পাড়া, নোটনি বেড়াবেড়ি, আওয়ালসিদ্ধি, রাজীবপুর, মালিবেড়ে, নারায়ণপুর, লক্ষ্মীপুর, বারাসত হয়ে হাড়োয়া গাঙে মিশেছে। বেড়াবেড়ি গ্রামের দুপাশ দিয়ে সুঁতি নদী প্রবাহিত হত যা আজ খালে পরিণত হয়ে আবর্জনায় ভর্তি। তবে নিম্নবঙ্গের অন্যান্য জলপথের মত সুঁতি নদীর গতিপথ বা প্রাচীনত্ব প্রমাণে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান।

এছাড়া 'ব্যারাকপুর মহকুমা: লুপ্ত নদীর ইতিহাস চর্চায়' লেখক অলোক মৈত্র লিখেছেন, বর্তমান ব্যারাকপুর মহকুমার কাঁকিনাড়া ও শ্যামনগরের পূর্বদিকে যে বিশাল বরতি বিল রয়েছে তা সুঁতি নদীরই মজে যাওয়া অংশ। নদীর যে অংশ গভীর সেটিই পরে বিলে পরিণত হয়। বাগের খাল যমুনার সঙ্গে যুক্ত, অপরদিকে ইছাপুরের নোয়াই যুক্ত ছিল সুঁতি নদীর সঙ্গে।' বাসুদেববাবু আরও বলেন, সরকার তো মাটি কাটার জন্যে টাকা খরচ করে, এক্ষেত্রে যেসব নদীগুলির গতিপথ হারিয়ে গিয়েছে বা মজে গিয়েছে সেইসব নদীগুলি সংস্কার করে যদি পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে নদীতে মাছ চাষ যেমন সম্ভব হবে, তেমনই কৃষিকাজেও জলের সঙ্কট মোচন হবে। এছাড়া সড়কপথে বর্তমানে প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটছে। সেক্ষেত্রে নদীপথকে ব্যবহার করে যদি পূর্বের মতো বাণিজ্যপথ চালু করা যায় তাহলেও বহু দুর্ঘটনাকে এড়ানো সম্ভব হবে এবং পরিবেশের ভারসাম্যও অনেকটা স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা যায়।

ভয়ে কাঁপছে বাসিন্দারা

প্রথম পাতার পর

তাঁরা বিস্তীর্ণ এলাকার ভাঙন পরিস্থিতি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করার পর এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছেন। নসরৎপুরের বাসিন্দা সীতানাথ বসাক জানান, শুনেছি এখানে ভাঙন রোধের জন্য কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং নদীতে জল কমে গেলে কাজ শুরু হবে। একদা জালুইডাঙায় ধারাবাহিকভাবে ভয়াবহ ভাঙনের কবলে পড়ে বিস্তর কৃষিজমি থেকে শুরু করে গাছপালা, বসতবাড়ি প্রভৃতি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রেলপথটি সঙ্কটের মুখে পড়ে যেতেই সেটিকে রক্ষা করার জন্য নদীভাঙন রোধে নানাবিধ পদক্ষেপ করা হয়। তারের খাঁচা সহ অসংখ্য বোল্ডার এবং বালি বোঝাই বস্তা, বাঁশের খাঁচা প্রভৃতি নদীগর্ভে ফেলা হয়েছিল। অতঃপর জালুইডাঙায় ভাঙনের সেই তীব্রতা আর চোখে পড়ে না। কিন্তু, নদীর অপরপাড়ে এবারে যেভাবে পাড় ভাঙছে তা দেখে স্বাভাবিকভাবেই দুঃশ্চিন্তায় পড়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কেতুগ্রাম ২ নং ব্লকের মৌগ্রাম পঞ্চায়েত। এই এলাকা দিয়েই ভাগীরথী নদী মুর্শিদাবাদ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে। নদীর অপর পাড়ে নদিয়া জেলা। কাটোয়া ১ ও ২ নং ব্লক, পূর্বস্থলী ১ ও ২ নং ব্লক এবং কালনা ১ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথী নদী হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে। একসময় কাটোয়া ২ নং ব্লকের অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নদীভাঙন রাজ্য সরকারের টনক নড়িয়ে দিয়েছিল। একাধিক মহলের মতে, দীর্ঘদিন ধরে পলি জমে জমে ভাগীরথী নদীগর্ভে জল ধারণ ক্ষমতা কমে গিয়েছে। ফলে বর্ষার সময় বিপুল জলরাশি প্রবাহিত হওয়ার সময় হয়ে বাঁকের মুখে গিয়ে পাড়ে সজোরে ধাক্কা দিচ্ছে। নদীর বুকে জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত ড্রেজিং করা প্রয়োজন।

রাজ্যে ফ্রি হাসপাতাল ও স্কুল নির্মাণে ইচ্ছুক ভিয়েতনাম

প্রথম পাতার পর

যেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারত ও ভিয়েতনামের দুই রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে গতকাল সাক্ষাৎ করেছিলেন ব্রাজিলে। ভারতের সঙ্গে ভিয়েতনামের এই সাক্ষাৎকার আমাদের কাছে এক সুদূরপ্রসারী দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আমাদের কর্তব্য এই আলোচ্য সূচির বিষয়বস্তুকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া। তিনি আরও উল্লেখ করেন, আমরা বিশ্বাস করি, তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম নৈতিক বন্ধুত্বে। ভারত আমাদের বরাবরের একনিষ্ঠ অকৃত্রিম বন্ধু। আমাদের দেশের অর্থনীতি আজকে অনেক বেশি আগুয়ান ও নির্ভরশীল। অন্যদিকে ভারত আজকে পৃথিবীর চতুর্থ আর্থিক পর্যায়ে বলীয়ান দেশ। এশিয়ার এই দুটি দেশ এখন একযোগে বিশ্বকে নতুন অর্থনৈতিক খোলা জানালা দেখাতে প্রস্তুত। তাই আজ আমরা এই বার্তা দিতে ভারতের অন্যতম বাণিজ্যিক করিডর কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছি।'

ব্রাজিলের ওই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পরের দিনই ভিয়েতনামের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কলকাতায় বসে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন স্থানীয় বণিক সমাজের কাছে। তিনি বলেন, ব্রাজিলের ওই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক প্রসঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও যথেষ্ট ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেছেন আমাদের দেশের সঙ্গে। বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, প্রযুক্তি ও বিভিন্ন পরিষেবা মূলক বিষয়ে পারস্পরিক আদান প্রদানের পরিসর আরও চওড়া করার বিষয়ে এস জয়শঙ্করের সাম্প্রতিক ভূমিকা আমাদের অতিরিক্ত উৎসাহ জুগিয়েছে। আমরা তাই সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে কলকাতা সহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলেও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারে যথেষ্ট উৎসাহী।"

দুই দেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসঙ্গে মুম্বাইয়ের ভিয়েতনাম দূতাবাসের কনসাল জেনারেল লি কোয়াঙ্গ বিয়েন বেশ কিছু পরিসংখ্যান পেশ করেন। তিনি জানান, ২০২৩ সাল থেকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। শুধু ২০২৪ সালে এই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.৫%। যার আর্থিক মূল্য ১৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। একই সময়ে ভারতে আমাদের দেশ রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৬%এ। উল্টোদিকে ভিয়েতনামে আমদানি বেড়েছে ৯.০৬% ভারতের তরফে। আমরা ভারতে রপ্তানি করে থাকি মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য। আবার ভারতের পক্ষ থেকে ওষুধ, পোষাক, লৌহ ও ইস্পাত ভিয়েতনাম সংগ্রহ করে থাকে বাণিজ্যিক শর্তে। তাঁর মতে, এই দুই দেশের যা নিজস্ব আভ্যন্তরীণ ঘাটতি রয়ে গেছে তা আমরা নিজেরাই নিজেদের পরিপূরক হিসেবে পরিপূরণ করতে আগ্রহী। তিনি বলেন, সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক চললে চলতি আর্থিক বছরে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ হতে চলেছে ২০০০ কোটি মার্কিন ডলার।

মুম্বাইয়ে কনসাল জেনারেলের বক্তব্যে সুর মিলিয়ে ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এক উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করে বসেন কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে। তিনি বলেন, 'আমরা শুধু দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ নিয়েই ভাবছি না। দুটি দেশের মধ্যে সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কেও আগ্রহী। খুব সম্প্রতি ভিয়েতনাম স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে নীতিগত ভাবে। আমরা কেরালা, গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশে কিছু হাসপাতাল ও বিদ্যালয় গড়ে তোলার বিষয়ে মনস্থির করেছি। যেগুলোতে বিনা খরচে পরিষেবা প্রদান করা হবে। আমার এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের কথাও ভেবেছি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারি স্তরে উপযুক্ত জায়গা পাওয়া গেলে ভিয়েতনাম এই রাজ্যেও বিনামূল্যের হাসপাতাল ও বিদ্যালয় নির্মাণ করতে প্রস্তুত।'

সাইবার ক্রাইম ও তার প্রতিকার

সাইবার ক্রাইমে জেরবার ভারতের সাধারণ মানুষ। দেশে এতো আইন থাকতে কীভাবে এই প্রতারক, জালিয়াতদের পক্ষে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে? এর কারণ কি ভুক্তভুগিদের অজ্ঞতা, পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি ভারতের বিচার ব্যবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষের সচেতনতার স্বার্থে আলিপুরবার্তা সম্পাদকের অনুরোধে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য বহুদিন পরে আবার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও নানা সূত্রে পাওয়া তথ্য নিয়ে পাঠকদের জন্য কলম ধরলেন।

গেমিং অ্যাপস–এ লগইন ভয়ঙ্কর হতে পারে

পাঠকদের হয়তো মনে আছে গত ২০২৩ সালে গার্ডেনরিচ শাহীআস্থাবল গলির বাসিন্দা আমির খানের খোঁজে ই ডি অফিসাররা হানা দিয়েছিল তার বাড়িতে কিন্তু পাখি তার আগেই খবর পেয়ে ফুড়ুৎ হলেও প্রায় ১৭ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল। জানা যায় সেই ব্যক্তি দীর্ঘ দিন ধরে ই–নাগেটস নামে একটি চাইনিজ গেমিং অ্যাপসে ব্যবহার করে তার প্রতারণার মাধ্যমে এই বিশাল অর্থ রোজগার করেছিল। সেই তদন্ত চলাকালীনই গত ২০২৪ সালের অক্টোবর আবার আর এক অভূতপূর্ব প্রতারণার খোঁজ পেলো বারাকপুর সাইবার ক্রাইম শাখা। ধীমান ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্যক্তি অভিযোগকারীকে জানান যে, তিনি দীর্ঘ দিন থেকেই বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে টাই–আপ করে একটি অ্যাপস চালিয়ে ভালো টাকা আয় করছেন , যদি উনি ওনার ব্যবসায় যুক্ত হন মোটা টাকা কমিশন পাবেন। এর পরে উক্ত দুজন একটি হোটেলে দেখা করলে সেই ব্যক্তি অভিযোগকারী কে ধীমান জানায় ওনার ব্যাংকে যদি ২৫ লক্ষ টাকা থাকে তবে সে খুব তাড়াতাড়ি এক কোটি টাকা পেয়ে যাবে। কথা মতো তাকে বিশ্বাস করে সেই ব্যক্তি জানায় তার ব্যাংকে ৩০ লাখ টাকা আছে এবং অতি লোভে মোটা টাকা কমিশনের লোভে ধীমানের অ্যাপসে অভিযোগকারীর অ্যাপস এবং তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংযোগ করে দেন। তিনি মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেখেন তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এক কোটি টাকা জমা হয়েছে। খুব খুশিতে যখন সে আত্মহারা,তার একদিন পরেই তিনি দেখেন ওয়ালেটের মাধ্যমে সেই এক কোটি সহ ওনার সেই ৩০ লক্ষ টাকাও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। উনি ভয় পেয়ে নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ তদন্তে জানতে পারে ওই টাকা বাইনান্স নামে একটি অ্যাপস এর মাধ্যমে ক্রিপটো কারেন্সিতে কনভার্ট করে প্রথমে একটি ওয়ালেটে জমা করা হয় এবং তার পরে সেই সমস্ত অর্থ পাঠানো হয় চিন দেশে। এখানে যারা এই প্রতারণা ও জালিয়াতি কাজের সাথে যুক্ত ছিল তারা কমিশন এজেন্ট

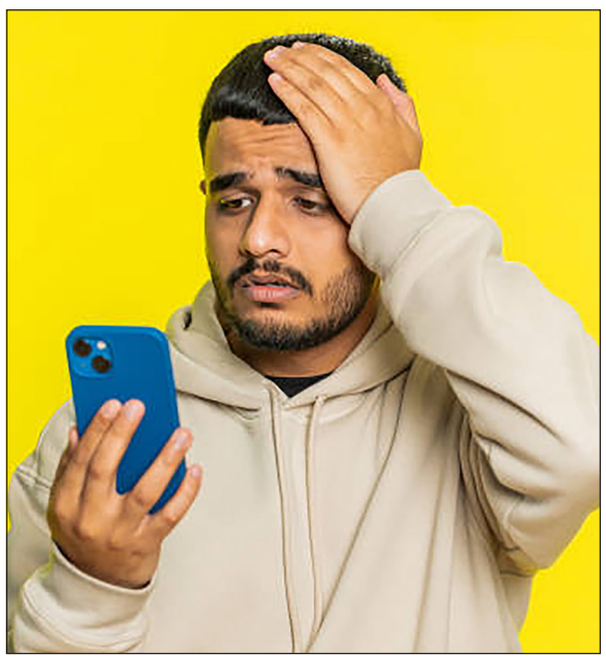

হিসেবে মূল টাকার মাত্র ২% পেত। এই ব্যবসায় আসল পান্ডা একজন চাইনিজ মেয়ে। এই ঘটনায় পুলিশ যাদবপুরের বাসিন্দা জনৈক ধীমান, পূর্ব মেদিনীপুরের সৌরভ কর,দমদমের বাসিন্দা সুমিত করকে গ্রেপ্তার করলেও সেই চাইনিজ মেয়েটিকে ধরতে পারেনি।

তদন্তে এটাও জানা যায় যে বিভিন্ন চাইনিজ গেমিং অ্যাপস এবং ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষদের ঠকিয়ে যে টাকা উপার্জন করা হয় তা ওই বিশেষ অ্যাপস এর মাধ্যমে অন্য কারও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্ত করে সেখানে জমা হয়। এদের জালিয়াতির সেই অ্যাপসটি এপিকে, নামে পরিচিত। এই অ্যাপস ইনস্টল থাকলে, ব্যবহারকারীর অজান্তেই তার বিভিন্ন তথ্য প্রতারকরা জেনে নিয়ে খুব সহজেই সমস্ত টাকা সরিয়ে নেয়। বিশেষ করে প্রচুর বেকার ছেলে মেয়েরা ঘরে বসে কিছু কমিশনের আশায় শুধু তাঁদের নয় পরিবারেও তাঁদের অজান্তে তাঁদের পাতা ফাঁদে পা বাড়িয়ে চরম বিপদ ডেকে আনছে। এটা টাকা পাচার করার একটা নতুন পদ্ধতি শুরু হয়েছে। অচেনা কাউকে যেমন নিজের বা পরিবারের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে দেওয়া উচিৎ নয়। তেমনি তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি সাময়িক ফ্রিজ করেও দিতে পারে।

(চলবে)

হেলমেট প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিষ্ণুপুর: সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় এই কর্মসূচি চলছে। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন হারবার পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমতলায় ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গুরুত্বপুর্ন চৌরাস্তার মোড়ে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করেন। এদিন হেলমেট বিহীন বাইক আরোহীদের হাতে গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানর পাশাপাশি হেলমেট দেওয়া হয়। সাথে সাথে তাদের হেলমেট না পরার কারণে কেশও দেওয়া হচ্ছে তাদের সজাগ করার জন্য। সচেতন করার জন্য এমনই অভিনব উদ্যোগ নিলেন ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী এছাড়া উপস্থিত ছিলেন একাধিক পুলিশ কর্তা সহ ট্রাফিক ডি এসপি সহ বিষ্ণুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম মিত্র ও একাধিক পুলিশকর্তারা। এদিন দেখা গেল বাইক আরোহীদের মুখে হাসি কেস খেয়েও হেলমেট পেয়ে খুশিতে ধন্যবাদ জানালেন পুলিশ কর্তাদের,এদিন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জানান পথ চলতি সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে তারা একাধিক কর্মসূচি নিয়ে থাকেন,তার মধ্যে আজ অভিনব উদ্যোগ নিতে বাধ্য হন।একাধিকবার তারা গোলাপ ফুল হেলমেট বিতরণ করেও সচেতন করতে পারেনি সাধারণ মানুষকে। তবে অতীতের তুলনায় এখন অনেকটাই কমেছে দুর্ঘটনার সংখ্যা। কিন্তু এখনও কিছু ক্ষেত্রে মানুষ সাবধান না থাকায় দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। তাই এই অভিনব উদ্যোগটির ফলে সাধারণ মানুষ আরোও সচেতন হবে বলে আশাবাদী পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গোটা রাজ্য জুড়ে সেভ ড্রাইভ,সেভ লাইফ কর্মসূচি সফলভাবে চালু হয়েছে আমতলায় ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে চৌরাস্তায় এই গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এই উদ্দ্যোগ সেই প্রচেষ্টারই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পুলিশের সঙ্গে হেলমেট বিহীন বাইক আরোহীদের এই সংহতি কর্মসূচীকে আরোও জনমুখী করে তোলে বলে মত প্রকাশ বিশিষ্ট মহলের।

হবে পিচ–প্লাষ্টিকের রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায় প্লাস্টিক ব্যবহার করে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। আগামীদিনে ১৯৯টি পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে প্লাষ্টিকের রাস্তা হবে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যজুড়ে প্লাষ্টিক সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেই উদ্যোগ আমাদের জেলাতেও চলছে। এবার বড়ো সড় করে আমরা প্লাষ্টিক মুক্ত জেলা গড়তে উদ্যোগ গ্রহণ করছি। বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয় প্লাষ্টিক আর সেই প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরি হবে রাস্তা। ফলে রাস্তা যেমন টেকসই হবে তেমনই দূষণমুক্ত হবে পরিবেশ। জেলার বিভিন্ন রাস্তা তৈরি করা হবে প্লাষ্টিক ব্যবহার করে। পিচের সঙ্গে নিদিষ্ট পরিমানে মেশানো হবে প্লাষ্টিকের গুড়ো। আন্তর্জাতিক প্লাষ্টিক মুক্ত দিবসের সূচনা পর্বে এমনটাই ঘোষণা করেন উত্তর ২৪ পরগণা নারায়ণ গোস্বামী। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি অঞ্চলে অন্তত একটি করে রাস্তা প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরি করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ৩ জুলাই প্লাষ্টিক মুক্ত দিবসে তারই সূচনা হয়। তিনদিন ধরে চলে নানা কর্মসূচি। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাধিপতি ছাড়াও জেলাশাষক শরদ দ্বিবেদী, অতিরিক্ত জেলাশাষক, জেলা পরিষদ পিনাকীরঞ্জন প্রধান সহ অনান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বুধ ও বৃহস্পতিবার জেলার পঞ্চায়েত, ব্লক অফিস সহ সরকারি দপ্তরের প্লাষ্টিক সংগ্রহের জন্য বিশেষ ক্যাম্প করা হয়। জল নিকাশির ক্ষেত্রে বড় বাধা হল প্লাষ্টিক। তবুও তাতে লাগাম টানা সম্ভব হয়নি। বর্ষা এলে সমস্যা আরও বাড়ে। এবার তার সমাধান হবে।

ভোটার তালিকা

প্রথম পাতার পর

একেই বলে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে। জাতীয় নিরাপত্তা, নাগরিক সুরক্ষা যাদের দায়িত্বে সেই আধার কর্তৃপক্ষ, আয়কর বিভাগ, খাদ্য দপ্তর, পুলিশ সব ঘুমিয়ে থাকবে আর জেগে থাকতে হবে শুধু জনগণকে। জালিয়াতরা গ্রাম শহরে অবাধে কুকর্ম চালিয়ে যাবে আর নিজেকে বৈধ নাগরিক প্রমাণ করতে হয়রান হতে হবে সাধারণ মানুষকে। আবার যাদের অনুপ্রবেশ আটকাবার কথা সেই বিএসএফ, পুলিশের ব্যর্থতার দায়ও নিতে হবে জনগণকে। যদি এতদিন ভোটার তালিকা নির্মাণে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হত, নথি জাল আটকানো যেত, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোখা যেত তাহলে বৈধ ভোটার প্রমাণের জন্য এত কাঠখড় পোড়াতে হত না। তাই প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, স্বচ্ছ ভোটার তালিকা নির্মাণে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যুক্ত করা হোক সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা সংস্থা গুলিকেও। তবেই হয়রানি কমবে, স্বচ্ছ সুন্দর হবে ভারতের গণতন্ত্র।

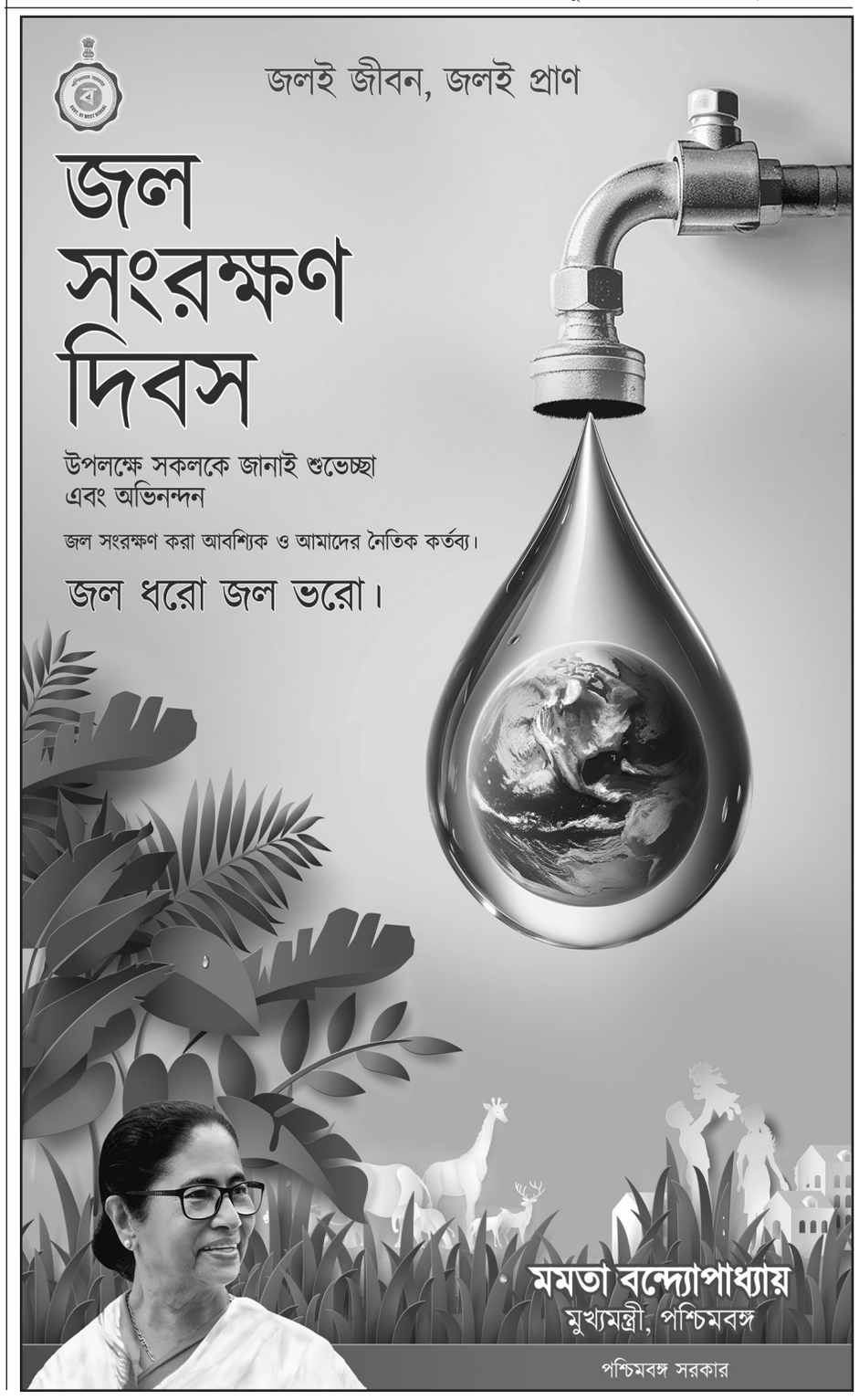

কলকাতায় একমাসের বৃষ্টি একরাতে

কলকাতার উত্তর শহরতলি থেকে দক্ষিণ শহরতলি ধরা পড়েছে জল–যন্ত্রণার ছবি। প্রমাণিত হচ্ছে কলকাতার নিকাশির অব্যবস্থা।
ক্যামেরায় : কুনাল মালিক, অভিজিৎ কর, প্রিয়া দাস, অঞ্জলি মণ্ডল।

বরুণ মণ্ডল : একমাসের বৃষ্টি হয়েছে ৭ জুলাইয়ের রাতে ও ৮ জুলাইয়ের ভোরে। আর সেই জল কলকাতার রাস্তা থেকে নামাতে কলকাতা পৌরসংস্থা সব মিলিয়ে সময় নিল ১৮ ঘণ্টা। উল্টো দিকে মধ্য কলকাতার এই জলযন্ত্রণার মধ্যে পূর্ব কলকাতার পাতিপুকুর আন্ডারপাসে একদম অন্য ছবি। গত ২৫ বছরের মধ্যে এই প্রথমবার পাতিপুকুর আন্ডারপাস রেলব্রিজের নীচ জলশূন্য। কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে পাতিপুকুর আন্ডারপাসের ভূগর্ভস্থ নিকাশির পলি সংস্কার হয়েছে। স্কুল বাস থেকে সাধারণ বাস নির্বিঘ্নে চলাচল করেছে এই আন্ডারপাস দিয়ে। আর উল্টোদিকে পৌর নিকাশি দপ্তরের তথ্য বলছে, যোধপুর পার্ক পাম্পিং স্টেশনে একরাতে বৃষ্টি হয়েছে ২৬৭ মিলিমিটার, পামারবাজার ও ঠনঠনিয়ায় ৯৭ মিলিমিটার, মানিকতলায় ৯৬ মিলিমিটার ও উল্টোডাঙায় ৮৮ মিলিমিটার। পৌর নিকাশি দপ্তরের মেয়র পারিষদ তারক সিংয়ের বক্তব্য, 'আষাঢ়ের একমাসে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় সেই বৃষ্টির ৮০ শতাংশ বৃষ্টি হয়েছে একরাতে। কিন্তু নিকাশি দপ্তরের উদ্যোগে দ্রুত মধ্য কলকাতা থেকে জমা জল সরেছে। নিকাশি বিভাগের থেকে গোটা কলকাতায় অন্তত ৫০টি গাড়ি রাস্তার জল সরানোর জন্য নামানো হয়।' তবে ভূগর্ভস্থ নিকাশির পলি তোলার পরেও রাসবিহারী, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর, টালিগঞ্জের একটা বড়ো অংশে দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টির জল জমে ছিল। কারণ একটা বক্স ড্রেন তৈরির জন্য টালিগঞ্জ থেকে অভিষিক্তা পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ নিকাশির একাংশ আটকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু আচমকা এতোটা বৃষ্টির ফলে জল জমে যায়। শেষ পর্যন্ত 'ব্লো ভ্যাক মেশিন দিয়ে জল সরানো হয়। এদিকে সার্কুলার খাল ও বিবি–১ খাল পরিদর্শনে গিয়ে তারক সিং দেখেন, ভরা জোয়ারের সময় খালের জল উপচে রাস্তায় চলে আসছে। এদিকে কলকাতার বিভিন্ন অংশে হুগলি নদীর সঙ্গে যুক্ত নিকাশির 'পেন স্ট্রোক' গেট আটকে দেওয়া হয়েছে। তবে বেহালার সরসুনার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকাংশ রাস্তা থেকে শুরু করে সরসুনা স্যাটেলাইট টাউনসিপের গোটাটাই ৮ ও ৯ জুলাই বৃষ্টির জলের ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি আষাঢ়–শ্রাবণ–ভাদ্র এই তিন মাস এই টাউনশিপের ৮০ শতাংশ রাস্তা বৃষ্টির জলের তলার থাকে গত ১০ বছর যাবৎ। অন্যদিকে, মধ্য কলকাতার ঠনঠনিয়ার হৃষীকেশ পার্কে নিকাশি পাম্পিং স্টেশন তৈরি হচ্ছে। আগামী বর্ষার আগে এই পাম্পিং স্টেশনের কাজ শেষ হবে। আগামী আষাঢ়ের বর্ষায় বৃষ্টির জল জমার দুর্ভোগ আর ঠনঠনিয়া–আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাসিন্দাদের থাকবে না বলে নিকাশি দপ্তরের আধিকারিকদের বক্তব্য।

উত্তরের সবুজায়নে মন্থরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার বিধান সরণির বিবেকানন্দ রোড থেকে মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট এবং বিবেকানন্দ রোডের গণেশ টকিজ থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত 'গ্রীন বাফার বিউটিফিকেশনে'র জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার পার্ক অ্যান্ড স্কোয়ার দপ্তরকে চিঠি দেন স্থানীয় ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রাজেশ কুমার সিনহা। তিনি বলেন, 'পরে দুবার মিটিংয়ে এই বিষয়টি উত্থাপন করা সত্ত্বেও এই বিষয়টি নিয়ে কোনও সমাধান হয়নি। এদিকে ওই পার্ক অ্যান্ড স্কোয়ার দপ্তরের আধিকারিকরা জানায় যে, 'গ্রীন বাফার বিউটিফিকেশনে'র জন্য কোনও কনট্র্যাকটর টেন্ডারে অংশগ্রহণ করছে না। আর এদিকে এই সৌন্দর্যায়নের কাজ না হওয়ায় ফুটপাতের সৌন্দর্য্য ব্যাহত হচ্ছে ও আগের যে 'গ্রীণ বাফার বিউটিফিকেশন করা উদ্যানগুলি ছিল সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান প্রতিপালন দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, 'ওই কাজের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। ফান্ডের একটা সমস্যা আছে। তবে আশা করা যায় জুলাই মাসের শেষের দিক বা আগস্ট মাসের প্রথম পক্ষে ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা যাবে। এবং সবুজায়নে কাজ শুরু করা হবে।'

দাবিহীন পুকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার কোনও ওয়ার্ডে কোনও দাবি–দাওয়াহীন জলাশয় বা পুকুর থাকলে কলকাতা পৌরসংস্থা তা অধিগ্রহণ করবে। ৯ জুলাই মেয়র পারিষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, 'কলকাতার ১০১–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড এই সংযোজিত এলাকায় একাধিক জলাশয় ভরাট হওয়ার অভিযোগ আসছে। কলকাতা পৌরসংস্থা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ভরাট বন্ধ করছে। কিন্তু কোনও জলাশয় বা পুকুর দাবিদারহীন থাকলে পৌরসংস্থা সেটির দেখভালের দায়িত্ব নেবে। পরবর্তী কালে কেউ তথ্যপ্রমাণ নিয়ে হাজির হলে পৌরসংস্থা তা ফেরত দেবে। পৌর তথ্য বলছে, কলকাতা পৌর এলাকায় কমবেশি ৩,৫০০টি জলাশয় রয়েছে। এর মধ্যে কমবেশি ৩৫০টি জলাশয়ে মাছ চাষ হচ্ছে। এদিকে ৭ জুলাই রাতে ও ৮ জুলাইয়ের সকালে কলকাতা শহরে ১১৫ মিলিমিটার অস্বাভাবিক বৃষ্টি হওয়ায় অনেক জলাশয় ভেসে যাওয়ায়, মাছ বেড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কলকাতায় গত ৫২ বছরে একদিনে এত বৃষ্টি হয়নি।

বার্তা

অচল রাস্তা : একদিকে জমা জল আর একদিকে জমা পচা অবর্জনা, লিলুয়ার এক রাস্তায়।

বর্ষা : মুশকিল ঘরে, মুশকিল বাইরে , বর্ষায় বস্তি এলাকায় এ এক কঠিন ছবি। বন্ডেল গেটের কাছে। **ছবি : অভিজিৎ কর**

সূচনা: দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় সংগঠন ত্রিধারার খুঁটিপুজো দিয়ে শুরু হল উৎসব **ছবি : প্রীতম দাস**

স্বীকৃতি : ৭ জুলাই টাউন হলে কলকাতা পৌরসংস্থার 'কলকাতা শ্রী' পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম,অধ্যক্ষা মালা রায়,মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, অসীম বসু ও অন্যান্য পৌর প্রতিনিধি।

ভ্রমণপিপাসু বাঙালীদের ভয় দূর করতে মাঠে নামলেন স্বয়ং ওমর আব্দুল্লাহ

প্রিয়ম গুহ : সন্ত্রাসী হামলার পরে কাশ্মীরে ঘুরতে যাওয়া যেন এক বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। পর্যটকদের মনে সাহস জোগাতে সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। আরো আঁটোসাঁটো হয়েছে নিরাপত্তা। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করেছেন বন্দে ভারত কাটরা থেকে জম্মুর উদ্দেশ্যে ও সব থেকে উঁচু চেনাব ব্রিজের। এরই মাঝে কয়েকদিন আগে থেকে অমরনাথ যাত্রা শুরু করেছেন পুণ্যার্থীরা। কাশ্মীরের ভয় কাটিয়ে আস্তে আস্তে পর্যটকরা সেদিকে পা বাড়াচ্ছেন কিন্তু আগে যেভাবে উৎসাহ বেড়ে উঠেছিল তা যেন অনেকটাই কমে গিয়েছে।

আর বাঙালি মানেই তো পায়ে সর্ষে, ঘুরতে যাওয়ার নাম শুনলেই এক বাক্যে রাজি। পর্যটন সংস্থার এক কর্ণধার জানালেন, কাশ্মীর পর্যটনে প্রায় ২০ শতাংশের বেশি বাঙালি অংশগ্রহণ করে। তারপর আসে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ ভারত সহ অন্যান্য রাজ্য। তাঁর কথায় হামলার পরে একেবারে মাথায় হাত পড়ে গিয়েছিল পর্যটন ব্যবসায়। কিন্তু বন্দে ভারত চেনাব সেতু রাস্তা দেখাচ্ছে পর্যটনের।

তাই বাঙালিদের মনের ভয় কাটিয়ে কাশ্মীরের পর্যটনে গতি আনতে স্বয়ং জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ উপস্থিত হলেন কলকাতায় ট্রাভেল ট্যুরিজম ফেয়ারে। তাঁর বক্তব্যে তিনি বারবার তুলে ধরেছেন বাঙালিদের সঙ্গে কাশ্মীরের সম্পর্ক। আহ্বান জানিয়েছেন পাহাড় বিস্তৃত

ভূস্বর্গকে উপভোগ করবার জন্য। তিনি বলেন, সোনমার্গ, গুলমার্গ, পেহেলগাঁও, ডাল লেক তৈরি হয়ে গিয়েছে বাঙালিদের স্বাগত জানাতে। যারা সন্ত্রাসী হামলার পরে স্বাভাবিক কাশ্মীর ঘুরে এসেছেন তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। সবরকম ভাবে পাহাড় স্বাগত জানাবে বাঙালি পর্যটক তথা ভারতের পর্যটকদের।

এক পর্যটন ব্যবসায়ী আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সরকারের কাছে তারা অনুরোধ করছেন আরো কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার, যাতে পর্যটকদের মন থেকে ভয় দূরে সরে যায়। এছাড়াও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন আকাশ পথের অত্যধিক ভাড়া অনেক সময় পর্যটকদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই কাশ্মীরের পর্যটন ব্যবস্থা কিছুটা হলেও ক্ষতির মুখে পড়ছে। এ বিষয়ে তিনি আহ্বান করেন সরকারের কাছে, যাতে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়।

পর্যটন মেলায় ঘুরে দেখে সকলের সাথে কথা বলে জানা গেল, পর্যটন ব্যবসা এখন অনেক এগিয়ে। মানুষ এখন আর ঘরে বসে থাকতে চায় না। তাই তারা অল্পদিনের ছুটিতেও বেরিয়ে পড়েন প্রকৃতির সঙ্গে দেখা করতে।

উত্তরাখণ্ডের এক পর্যটন ব্যবসায়ী বললেন, বাঙালি মানেই ঘুরে বেড়ানো। উত্তরাখণ্ডে প্রায় ৫০ শতাংশ বাঙালি পর্যটক প্রত্যেক বছর ঘুরতে যান। পুজোর সময় তা বেড়ে হয়ে যায় ৭০ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য ভাবে তিনি জানান, তাদের ৪ পুরুষের এই ব্যবসা পুরোটাই বাঙালি

নির্ভর। বাঙালিরাই নাকি জানে নতুন নতুন জায়গা খুঁজে বের করে সেখানে রোমহর্ষক মুহূর্ত কাটাতে। তাই 'অফ বিট'–এর জয়জয়কার। ঘুরবার জন্য বাঙালি পয়সা খরচ করতে পারে। তাই বেশি প্যাকেজের ট্যুর বাঙালিরাই বেছে নিচ্ছে। তবে প্রাকৃতিক তাণ্ডব তার সাথে নিরাপত্তার কমতি পর্যটনে অবশ্যই প্রভাব ফেলছে। এই মিলন মেলা প্রাঙ্গনের এই পর্যটনমেলায় ছিল বিভিন্ন দেশ এবং ভারতের কোনায় কোনায় ঘুরতে যাওয়ার ঠিকানা।

ছবি : প্রীতম দাস

বিক্রমগড় ঝিলে মাছ চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরের পরে ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত বিক্রমগড় ঝিল সংস্কারে বছর পাঁচেক আগে রাজ্য সরকারের দেওয়া ২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ঝিলের কিছুটা সংস্কার হলেও এখনও কমপক্ষে ৬৫ শতাংশ কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে। ফলে সংস্কারের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় পুনরায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি মৌসুমি দাস বলেন, গত ৩ বছর ধরে লাগাতার আবেদন–নিবেদন করায় কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তর নতুন করে বাজেট বরাদ্দ করায় মাস দু"য়েক আগে শুধুমাত্র কচুরিপানা সাফ হয়েছে। তারপর কোনও এক অজানা কারণে রহস্যজনক কারণে ফের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ ঠিকাদার কোম্পানি বন্ধ করে দিয়েছে। সংস্কার বন্ধ হওয়ায় পর কমবেশি দুমাস অতিক্রম হলেও কাজ শুরু হয়নি। পরিবেশের স্বার্থে ফের কবে বিক্রমগড় ঝিলটির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন শুরু হবে?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, বিক্রমগড় ঝিল সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। বরো–১০ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে কাজটি হচ্ছে। এখানে ৫৩৮ মিটার বল্লা পাইলিং হবে। ঝিলের পলি তুলে গভীরতা বৃদ্ধি করা হবে। ঝিলের চতুর্দিকে গাছ লাগানো হবে।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

২০০ বছরের দোরগোড়ায় বর্ধমানের সিএমএস হাইস্কুল

দেবাশিস রায়

বর্ধমান সিএমএস (ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি সোসাইটি) হাইস্কুল। বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষকমহল সহ ছাত্রসমাজের কাছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিতে শুধু এই নামটুকুই যথেষ্ট। পরাধীন ভারতবর্ষে সকলস্তরে বর্ধমানবাসীর মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মিশনারিদের হাত ধরে যে বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেটাই গর্বের অনন্য শিক্ষানিকেতন রূপে রাজ্যবাসীকে জানান দিচ্ছে। বর্তমানে এক চমকপ্রদ কৃতিত্বের রেকর্ড হাতে নিয়ে দু'শো বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে স্মৃতি রোমন্থন করছে রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাকেন্দ্র বর্ধমান সিএমএস হাইস্কুল। গত ৭ মে দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এই স্কুলের কৃতিত্বের খতিয়ানে। এদিনই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রকাশিত মেধাতালিকায় রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই স্কুলের মেধাবী ছাত্র রূপায়ণ পাল। সে এবারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৯৭ (৯৯.৪%) নম্বর পেয়েছে। মাধ্যমিকে ৬৮৮ (৯৮.২৮%) নম্বর পেয়ে রূপায়ণ সেবার রাজ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করে সকলকে তার চমকপ্রদ উত্থানের আগাম বার্তাটা হয়তো দিয়ে রেখেছিল। ২০২২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও এই বিদ্যালয়ের ছাত্র রৌণক মণ্ডল রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছিল। কয়েক বছরের ব্যবধানে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধাতালিকায় একটিমাত্র বিদ্যালয় থেকে রাজ্যে প্রথম স্থান অর্জন করার কৃতিত্ব আর কোনও বিদ্যালয়ের নেই। বিদ্যাচর্চায় ধারাবাহিক উন্নতির মানদণ্ডের নিরিখে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক

পরীক্ষায় রাজ্য মেধাতালিকায় নিজের উজ্জ্বল উপস্থিতি জানান দিয়ে চলেছেই। সর্বস্তরে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং শিক্ষক সহ শিক্ষানুরাগীদের আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই বর্ধমান সিএমএস হাইস্কুলটি বর্তমানে সেরার সেরা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার গৌরব বৃদ্ধি করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমানের বিসি রোডে এই স্কুলের গোরাপত্তন হয়েছিল। প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর। তারপর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পঠনপাঠনের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত বিদ্যালয়টি এখন শুধুমাত্র ছাত্রদের পঠনপাঠনের জন্যই উন্মুক্ত। কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিভাগ নিয়েই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম চলছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যমেও পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। ছাত্রদের সুষ্ঠুভাবে পঠনপাঠনের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, অত্যাধুনিক পরিকাঠামোযুক্ত ল্যাব, লাইব্রেরি, পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, উন্নত প্রযুক্তির মেশিনে পরিস্রুত ঠান্ডা পানীয় জলের বন্দোবস্ত, সোলার পাওয়ার সিস্টেম প্রভৃতি রয়েছে। এছাড়াও কম্পিউটার শিক্ষার পাশাপাশি আগ্রহী পড়ুয়াদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে দু'টি ভোকেশনাল ট্রেনিং কোর্সের সুযোগ রয়েছে। সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের নানাক্ষেত্রে শিল্পীসত্তার বিকাশ ঘটাতে এবং সাংস্কৃতিক চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ছাত্র–শিক্ষক সমন্বয়ে একটি বেশ শক্তপোক্ত ইউনিটও গড়ে তোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের নিয়ে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এই জমজমাট অনুষ্ঠানের জন্য কার্যত সারাটা বছর মুখিয়ে থাকে বর্ধমান শহরবাসী। তবে, প্রদীপের উজ্জ্বল আলোর নীচেও যে কিছুটা অন্ধকার থেকেই যায়। সিএমএস হাইস্কুলে বিভিন্ন বিষয়ে এখনও বেশ কিছু শিক্ষক সহ গ্রুপ সি' এবং গ্রুপ ডি স্টাফের অভাব রয়েছে। পাশাপাশি বিগত ৩ বছর ধরে স্কুল ম্যানেজিং কমিটিই নেই। ক্রিকেট কিংবা ফুটবল খেলার মতো বড়ো কোনও

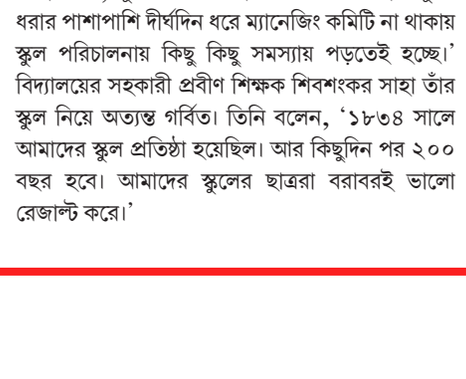

মাঠ নেই। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ২০৫৬ জন। এই বিশাল সংখ্যক পড়ুয়াদের শিক্ষাপ্রদানের জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৪৭ জন। তবে, পরিকাঠামোগত প্রতিকূল পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন সুষ্ঠু পঠনপাঠনের স্বার্থে নিষ্ঠাভাবের কোনও ঘাটতি মানতে নারাজ স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিন্টু রায় বলেন,'পঠনপাঠনের মানোন্নোতির জন্য প্রথমেই ছাত্র ভরতি প্রক্রিয়ায় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু রীতি রয়েছে। তারপর বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বল ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকরা বিশেষভাবে নজর দিয়ে থাকেন। এছাড়াও চরিত্র গঠনে ছাত্রদের সর্বদা শৃঙ্খলা, অনুশাসন এবং নিয়মানুবর্তিতার পাঠ মেনে চলতেই হয়। কেউ তা অমান্য করলে অভিভাবক ডেকে তাকে শোধরানোর সুযোগ দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে অভিভাবকদের সঙ্গে আয়োজিত নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠকে তাঁদের পরামর্শও চেয়ে থাকি। পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে আমরা অত্যন্ত সচেতন এবং যেকারণে ২০২৩ সালে নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কারও পেয়েছি। একমাত্র আমাদের বিদ্যালয়ই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম স্থান অর্জন করতে পেরেছে এবং এই রেকর্ড রাজ্যে কোথাও নেই। তবে, স্কুলের ধারাবাহিক সাফল্যের কাহিনি তুলে ধরার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে ম্যানেজিং কমিটি না থাকায় স্কুল পরিচালনায় কিছু কিছু সমস্যায় পড়তেই হচ্ছে।' বিদ্যালয়ের সহকারী প্রবীণ শিক্ষক শিবশংকর সাহা তাঁর স্কুল নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। তিনি বলেন, '১৮৩৪ সালে আমাদের স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আর কিছুদিন পর ২০০ বছর হবে। আমাদের স্কুলের ছাত্ররা বরাবরই ভালো রেজাল্ট করে।'

স্বশাসিত তকমা পেল বেহালা কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা–ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে নতুন–পুরনো মিলিয়ে জেনারেল ডিগ্রি কলেজ রয়েছে ৬টি। এরমধ্যে ৩টি নতুন আর বাকি ৩ টি পুরনো। ৬টির মধ্যে ৫টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ। তারই মধ্যে বেহালার পর্ণশ্রীস্থিত বেহালা কলেজ (স্থাপিত : ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ) স্বশাসিত হল। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন(ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন, নিউ দিল্লি) বেহালা কলেজকে এই 'স্বশাসিত' স্বীকৃতি দিয়েছে। গত ২০২৩ সালে এই কলেজ 'ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলে'র(নিউ দিল্লি) মূল্যায়নে সর্বোচ্চ 'এ++ গ্রেড(৩.৫১–৪.০০ কিউমিলেটিভ গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজ) পেয়েছিল। আর তারপর থেকেই বেহালা কলেজ স্বশাসিত হওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছিল। গত ২০২৪ সালে এই কলেজের তরফ থেকে স্বশাসিত স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ইউজিসিকে চিঠি দেওয়া হয়। আর তারই ভিত্তিতে ২ জুলাই ইউজিসির যুগ্মসচিব মনোজ কুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দেবাশিস দাসকে লেখা চিঠিতে ৩০ দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত নির্দেশ দিতে বলেছেন। এদিকে স্বশাসিত হওয়ার স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তিতে কোনও পরিবর্তন আনা হবে কী না, সেই প্রশ্নে বেহালা কলেজের অধ্যক্ষা ড.শর্মিলা মিত্র জানিয়েছেন, 'স্নাতকে ভর্তিতে ইতিমধ্যেই যেহেতু অভিন্ন পোর্টাল দ্বারা ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, তাই স্নাতকের পাঠ্যক্রমে কোনও পরিবর্তন আপাতত আনা হচ্ছে না। তবে পরবর্তী বছর থেকে বেহালা কলেজ স্বশাসিতভাবে স্নাতকে ভর্তির পাঠ্যক্রম চালু করবে। তবে চলতি বছর বেহালা কলেজ স্নাতকোত্তর স্তরে স্বশাসিত ভাবে ভর্তি শুরু

করতে চলেছে। সেই মতো প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে।' এদিকে বেহালা কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা জানাচ্ছেন, বেহালা কলেজ স্বশাসিত হওয়ায় সব থেকে ভালো দিক হল কলেজ পড়ুয়াদের মেধার ভিত্তিতে পাঠ্যসূচি তৈরি করতে পারবে। এতে পড়ুয়াদের পেশাগত দিক নির্বাচনে কোনও সমস্যা হবে না। আবার গবেষণা কেন্দ্র তৈরির জন্য ইউজিসি থেকে সরাসরি গ্র্যান্টের আবেদন করা যাবে।

নবাঙ্কুরের অনুনাটক উৎসব

কৃষ্ণচন্দ্র দে : প্রদীপ প্রজ্জলন – এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল। প্রদীপ প্রজ্জলন করলেন ডঃ তাপস দাস। অনাবশ্যক ভাষণ বক্তিতা বাদ দিয়ে অনুষ্ঠানের কর্ণধার শান্তনু চক্রবর্তী নাট্যানুষ্ঠানের কর্মসূচি ঘোষণা করে দিলেন। প্রথম উপস্থাপনা এসো নাটক শিখি নাট্যদলের প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাবুলিওয়ালা। গল্পটি প্রায় সকলেরই জানা। লুকিয়ে থাকে সকল শিশু সব পিতারই অন্তরে। একসন্তান বিরহী পিতার মর্মবেদনা আকুতি রহমত তার নিজকন্যার বিরহের কিছু সান্তনা মিনির মধ্যে খুঁজে পায়। তাই বারবার ঘুরে ফিরে পেস্তা–বাদাম, হীং–সুরমা বিক্রির অছিলায়। লেখক রূপী রবীঠাকুর বুঝতে পারে রহমতের মর্মবেদনা। টাকাপয়সা দিয়ে রহমতকে সাহায্য করে এবং তাকে সেই সুদূর আফগানিস্থানে বাড়ি ফিরে যেতে বলে রহমতের একটাই ভয় এতোদিন পরে তার মেয়েকি তাকে চিনতে পারবে? যেমন মিনির বিয়ের দিন মিনি তাকে চিনতে পারেনি। রহমত ও পারেনি কারণ সে তো আর সেই ছোট্ট শিশুটি নেই। তবুও সে বাড়ি ফিরে যাবে মনস্থ করে। অভিনয়ে–অস্মি সেন, সোম্যজিৎ, দীপঙ্কর, একাদশী দাস, সুস্মিত মণ্ডল, সুপ্রিয় মণ্ডল এবং বিষ্টিতা মণ্ডল। ছোট মিনির চরিত্রে অস্মি অনবদ্য। নির্দেশনায় ছিলেন –ডঃ তাপস দাস।

দ্বিতীয় নাটক– বেহালা অনুদর্শীর নবতম অনুনাটক ফিক্সড ডিপোজিট অতিসরল সাধারণ কাহিনী। ছোট্ট একটা কমেডি স্যাটায়ার। এক্কেবারে নির্ভেজাল বিনোদন মুলক উপস্থাপনা। ব্যাঙ্কে একটা fixed diposite করতে আসা এক দম্পত্তি কে নিয়ে রং তামাশা সৃষ্টি করা। এ ধরণের নাটকে সামাজিক বার্তা তো সে ভাবে কিছু থাকেনা। দর্শকের বিনোদনই কার্যত মুখ্য লক্ষ্য থাকে। তাই নির্দেশক সুমনা চক্রবর্তী খামোখা সেটা দেবার চেষ্টাও করেনি। অভিনয়ে কিছুটা বাড়াবাড়ি থাকলেও দর্শকবৃন্দ খুব মজা উপভোগ করেছেন। অভিনয়ে– রাজা ভট্টাচার্য, রাজুদাস, বাসুদেব ব্যানার্জী, লোপামুদ্রা লাহীড়ি এবং নির্দেশক সুমনা স্বয়ং।

তৃতীয় নাটক – হাওড়া সস্কৃতিজ প্রযোজিত নাটক 'টেলিস্কোপ।' দেখলে তাকে অনেকে পাগল বলে ভাবতে পারেন। একটি, টেলিস্কোপ কিনতে চায় সে, এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সবাই কে জিজ্ঞেস করে বেড়ায়, কিন্তু কারও কাছে কোন সদুত্তর পায়না। তার বাবাই তার মাথায় মহাকাশের রহস্য ঢুকিয়ে দিয়ে ছিল, সেই থেকেই স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে। একটা টেলিস্কোপ পেলেই সে সেই জটিল রহস্য ভেদ করতে পারে। ধীরে ধীরে সেই মেয়টা বড় হয়, তার বিয়েও হয়। পরবর্তী কালে গর্ভবতীও হয় কিন্তু কুল গুরুর আদেশে শ্বশুর বাড়ির লোকজন সেই গর্ভবতী মেয়েটার গর্ভপাত করানোর ফন্দি আঁটে। মেয়েটি বুঝতে পেরে একদিন শ্বশুর বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় এবং রাস্তায় একটা দুর্ঘটনায় তার সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। তখন থেকে পিতৃ মাতৃ হারা মেয়েটা বড় একা। কিন্তু তার স্বপ্ন মরেনা। এখনও সে সপ্তর্ষী মন্ডল, কাল পুরুষ, শুক তারা, সন্ধ্যাতারা ধ্রবতারা এমনকি কেপলার কোপার নিকাশ, গ্যালেলিও এদের কথা স্মরণ করে ভাবে এরা সব গেল কোথায়। কোথায় হারিয়ে গেল? এই নাটকের সংলাপ ও একটা চরিত্র হয়ে উঠেছে। সংলাপের সাথে সাথে তার অভিনয়ের অভিব্যাক্তি শরীরি ভাষা, কপালের ভ্রু কুঞ্চন প্রসারণ এককথায় অনবদ্য। নাটকের সংলাপ বড় ব্যঞ্জনময়, অসাধারণ স্ক্রীপ্ট। মনে দাগ রেখে যায়। আকাশ ভরা সূর্য্য তারা বিশ্ব ভরাপ্রাণ এবং নীড় ছোট ক্ষতি নেই আকাশ তো বড় গান দুটি যথাযথ ব্যবহার করা হয়েছে। শিল্পী সবিতা আউন এর একক অভিনয়। বলতে কোন দ্বিধা নেই শিল্পী একাই একশো। শিল্পী সবিতার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ন হোক। নাটকটির নাট্যকার মধুসূদন বন্দোপাধ্যায়, নির্দেশনায় প্রদীপ ঘোষ।

৪র্থ নাটক নবাঙ্কুর প্রযোজিত ও শান্তনু চক্রবর্তী নির্দেশিত ও রচিত নাটক 'বোমা'। এটা একটা প্রতীকি নাটক। আধুনিক সভ্যতার ক্রিয়া– বিক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া সব কিছু মিলে মিশে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি ও এর থেকে মুক্তির উপায় কী? সন্দেহ সংশয় মানুষের জীবনে কত রকমের জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে, তাই এই ছোট্ট পরিসরে একটা অঙ্কুর বা বীজ বপন করে দিল শান্তনু। তবে এই নাটকটি শান্তনু অনায়াসে পূর্ণদৈর্ঘ্যের নাটকে রূপান্তরিত করতে পারে। কারণ উপকরণ বা মালমশলা সবি মজুত আছে। অভিনয়ে —সায়ন্তন দাস, শঙ্খনাদ মল্লিক, মহারাজ ব্যানার্জী, প্রীয়ঞ্জিতা চক্রবর্তী ও অনন্যাবেরা।

৫ম প্রযোজনা নাটক 'রশনি'। বাদল সরকার অবলম্বনে বা অনুপ্রেরণায় উপস্থাপিত। একক অভিনয়ে শিল্পী রাজ্যশ্রী মালাকার। শিল্পীর দক্ষতা নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকার কথা নয়। অসামান্য দক্ষতায় শুধু সংলাপ উচ্চারণই নয় শরীরি ভাষা ও অভিব্যাক্তিতে শিল্পী নিজেকে যে জায়গায় নিয়ে গেল তা এক কথায় অতুলনীয়। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি সব যেন শেষ হয়ে হইলনা শেষ। রশনি কথাটির অর্থ আলো। এই ধরণের বক্তিৃতা বা বক্তব্য ধর্মী নাটক রুপায়নে এবং তার সফল উপস্থাপনায় মানুষের মনোজগতে কিছুটা আলোড়ন তুলে দিতে শিল্পীর এই অভিনব প্রয়াস। কারণ আমাদের সবকিছু যেন গা সওয়া হয়ে গেছে। আমাদের একটু ঘুরে দাঁড়ানোর দরকার এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। না হলে প্রলয় বন্ধ করা যাবেনা। ভাবি প্রজন্মের স্বার্থে এটা আমাদের করতে হবেই। লড়াইটা জারী রাখতেই হবে। শিয়রে শমন নাচছে তাই বলছি সাধু সাবধান। রাজ্যশ্রীকে বলবো একটা দল গঠন করতে।

এক ভিন্নস্বাদের চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সাউথ গ্যালারীতে ৩ দিন ব্যাপী অভিবন্দনা আয়োজিত 'সামার কার্নিভাল' শীর্ষক এক চিত্র প্রদশর্নী অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জন শিল্পীর রংবসহসরী চিত্রে সাউথ গ্যালারীর দেওয়াল অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন শিল্পী তাঁদের মনের অনুভূতি বিভিন্ন রং এর মাধ্যমে ক্যানভাসে বা পেপারে

এক সুন্দর মায়াজাল সৃষ্টি করে। যে সৃষ্টির মধ্যে নেই কোন ধ্বংসের বা হানাহানির বার্তা নেই আছে কেবল শান্ত স্নীগ্ধ এক মনোরম পরিবেশ। যে পরিবেশে একবার প্রবেশ করলে হারিয়ে যাবে মন রং বাহারী চিত্রের মাঝে। প্রতিটি ছবির মধ্যে কোথাও কোনো রংয়ের ব্যবহার নেই। প্রতিটি ছবির মধ্যে অপূর্ব ভারসম্য বজায় রয়েছে যা প্রদর্শনিটিকে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। প্রদর্শনিতে মোট ৬০টি ছবি ছিল। যা জল রং, তেল রং, অ্যাক্রেলিক, মিস্ক মিডিয়া, চারকোল, পেন ও কালি, স্পষ্ট প্যাসটেলের ব্যবহারে এক অন্যমাত্রা পায়। অভিবন্দনার সার্থক কার্নিভাল এক ব্যাতিক্রমী চিত্র প্রদর্শনি রূপে সফল শিল্প রসিকের মনোস্থান করে নেয়। ছবি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিবন্দনার যথেষ্ঠ মুন্সিয়ানার ছাপ রয়েছে। ছবির ডিসপ্লেও চমৎকার হয়েছে। এই প্রদর্শনিতে ২৩ জন শিল্পীর ৬০টি চিত্রকলার মধ্যে সায়ন্তনের কাজ অসাধারণ। যেমন সন্তোষ কেশরী ৩টি জল রংয়ের কাজ অসাধারণ। মিনুদের জল রং ও চারকোলের কাজ অপূর্ব। পাশাপাশি কাকলি বসুর জল রং ও তেল রংয়ের ৪টি কাজ চমৎকার। অহনা মিশ্রের জল রং ব্যবহারের মাধ্যমে হাইপার রিয়ালিষ্টিক কাজটি এক কথায় অনবদ্য। তাঁর অ্যাক্রিলিকের মাধ্যমে ধ্যানমগ্ন মহাদেব যথেষ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। নিবেদিতা দাসগুপ্তের নারী সিরিজের ৩টি কাজ বেশ দৃষ্টি নন্দন। সুভাশিষ ধরের তেল রং এর কাজগুলি প্রশংসার যোগ্য। জল রং এর উপর নির্মিত বিদ্যার্থ গোস্বামীর কাজ বেশ সুন্দর। দেবরূপাকুন্তা মুখার্জীর জল রং এর কাজগুলি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। সুমিতা মুখার্জীর জল রং এর কাজর মধ্যে নতুনত্বের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রবাসী শিল্পী গোপাল দাসের তেল রং এর কাজ খুবই সুন্দর। সুদীপা চ্যাটার্জীর তেল রং এর কাজ অন্য মাত্রা এনে দেয়। ড. সুনিতা রায় এর অ্যাক্রেলিকের কাজ যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। প্রবীর সাহার মিশ্র মাধ্যমে তৈরি দুটি কাজের মধ্যে একটা আধুনিকতার ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। সুব্রত ভৌমিকের পেন ও কালির ব্যবহারে দুটি কাজ মুগ্ধ করে দেয়। এতো সুক্ষ কাজ অত্যন্ত সুচারুতার সাথে ফুটিয়ে তুলে প্রদর্শনীটিকে অন্যমাত্রা এনে দেয়। পরিচয় মণ্ডলের অ্যাক্রিলিকের কাজ মন ছুঁয়ে যায়। সমগ্র চিত্র প্রদর্শনীটি নবীন ও প্রবীণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

'কাটোয়া জাগরী'র ৩০ বর্ষপূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাংস্কৃতিক সংস্থা কাটোয়া জাগরী সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে স্টুডেন্টস হেলথ হোমে ৬ জুলাই আয়োজিত এই চিকিৎসা শিবির সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং লাল প্যাথ ল্যাব। শিবিরের উদ্বোধন করেন উপস্থিত কাটোয়ার প্রবীণ চিকিৎসক পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন শহরের বিশিষ্টজনেরা। এদিনের শিবিরে ৬৭ জনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি ওষুধ বিতরণও করা হয়। সংস্থার সম্পাদক অপূর্ব চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'সংস্কৃতিপ্রেমী সকলের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা পাথেয় করে কাটোয়া জাগরী এগিয়ে চলেছে। আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানের ৩০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ছিল অন্যতম।'

বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ার গাঙ্গুলি মোড়ে ডা. মানস দাসের বাড়ি, এক একান্ত আন্তরিক রবিবাসরীয় সাহিত্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ডা. মানস দাসের লেখা বই 'আমার আরজি কর' প্রকাশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কবি–সাহিত্যিক। তাদরে মধ্যে উল্লেডযোগ্য সিদ্ধার্থ সিংহ, গৌরাঙ্গ দাস, সুদিন গোলদার, আশীষ হীরা, পাঁচুগোপাল হাজরা, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, টুলু বসু সেন, শর্মিলা পাল, পার্থসারথী চক্রবর্তী, শিলা চক্রবর্তী, সোমানাথ মণ্ডল, সৌরভ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠামটি আয়োজন ও পরিচালনা করেছেন ডা. মানস দাস ও অনিতা দাস।

পুস্তক সমালোচনা

রূপকথার কাহিনী

বিধান সাহা

রূপকথার গল্প কে না শুনতে চায়? ছোট থেকে বড় সকলের অত্যন্ত প্রিয় রূপকথার গল্প। রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করে রাজা–রানী, দত্যি–দানব, পশু–পাখি সবার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে ওঠে মন। সুপরিচিত সাহিত্যিক পিন্টু পোহান ছোটদের মনের মত রূপকথার কাহিনী 'আনতা বুড়ি পানতা বুড়ি' রচনা করেছেন।

গ্রন্থের ভূমিকা অংশে এই কাহিনী লেখার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন পিন্টু পোহান। রোদের তাতে ঝলসে যাওয়া এক দুপুরে লেখক পেলেন পানতা বুড়ির দেখা। বুড়ি চলেছে রাজার কাছে উনকুটে চোরের বিরুদ্ধে নালিশ করতে। খুব মজা হবে ভেবে লেখকও পানতা বুড়ির পিছু নিলেন। তারপর কাণ্ড কারখানার সূত্রপাত। সেই কাণ্ডই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন সুব্রত বিশ্বাস ও নীলোৎপল বিশ্বাসের অনুরোধে।

৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত আনতা বুড়ি পানতা বুড়ি। প্রথম অধ্যায় শুরু হচ্ছে এইভাবে– এক ছিল আনতা বুড়ি। তার বোনের নাম পানতা বুড়ি। তার বোন থাকত যমুনা নদীর তিরকুটিদের দেশে। একেবারে প্রচলিত রূপকথার ঢঙেই বর্তমান কাহিনীর সূত্রপাত।

একের পর এক অধ্যায়ে কাহিনী এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে। কাণ্ডের পর কাণ্ড ঘটছে। সেখান থেকে আর এক স্থানে। বুড়িরা যেমন আছে তেমনি নানা চরিত্রও এসে হাজির হয়েছে। উনকুটে ধরা পড়ার পর সপ্তম অধ্যায়ে এসে কাহিনী শেষ হয়েছে। শেষ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা যাক– 'উনকুটের নাজেহাল অবস্থা দেখে পানতা বুড়ির খুব মায়া হল তার উপর। পানতা বুড়ি বলল, তোরা ওকে আর কষ্ট দিস না। আমি বরং ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুঁটিতে বেঁধে রাখি। কথা বলার তেমন লোক পাই না। সারাদিন মাদুর বুনব আর ওর সঙ্গে সুখ দুঃখের দুটো কথা বলব।'

পড়তে পড়তে কখন যে কাহিনী শেষ হয়েছে তা খেয়াল থাকে না। পড়ার পর রূপকথার আবেশে মন ভরে থাকে। কত সহজে রূপকথার প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন লেখক।

আবহ নির্মাণে তিনি যথেষ্ট যত্নশীল হয়েছেন। তাই কাহিনী হয়ে উঠেছে উপভোগ্য।

নীলোৎপল বিশ্বাসের রঙিন প্রচ্ছদ দৃষ্টি নন্দন হয়েছে। ভেতরের পাতায় অলংকরণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের ছাপা ছবির মত ঝকঝকে।

●আনতা বুড়ি পানতা বুড়ি– পিন্টু পোহান। প্রকাশক : চেতনা প্রকাশন, মঙ্গলবাড়ী, ওল্ড মালদা, জেলা – মালদা। পিন –৭৩২১৪২. মূল্য – ১০০ টাকা।

চিকিৎসকদের রক্তদান শিবির

হীরালাল চন্দ্র : ২২ জুন সকালে সিঁথি কাঠগোলা মাঠ দূর্গামণ্ডপে পঞ্চম বার্ষিক 'রক্তদান শিবির' ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশিষ্ট সুচিকিৎসক ডা সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর সুষ্ঠ পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। মোট ৪০ জন রক্ত দান করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডা. অঞ্জন মুখার্জী, ডা. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, ডা. রবীন্দ্রনাথ মান্না, ডা. অমিতাভ বিশ্বাস, ডা. কল্যাণ বানার্জী, ডা. অনির্বাণ বসু, ডা. দেবব্রত পুরকাইত, ডা. কাঞ্জন চ্যাটার্জী, ডা. অমিত ঘোষ, ডা. প্রবীর চক্রবর্তী, ডা. সমর মুখার্জী, ডা. সুবীর সেন, ডা. এ.এ. ভৌমিক, ডা. সৌভিক ব্যানার্জী, ডা. পূর পাল চৌধুরী প্রমুখ। সহযোগিতা করেন কাশ্মীরি ব্যানার্জী, মিতূল ব্যানার্জী, কুমকুম ঘোষ, সমর চক্রবর্তী, অভিজিৎ বসু ও কাঠগোলা ক্লাবের সভ্যবৃন্দ। প্রতিবছর জুন মাসে এই সংস্থা জনসেবামূলক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে অসংখ্যদর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরম্পরা

উলাইচণ্ডীর মেলা

সুখেন্দু হীরা

বুদ্ধপূর্ণিমা তাই সোমবার হলেও ক্যালেন্ডারে লাল দাগ। তাই শিয়ালদা থেকে সকাল ০৬: ৫৫ কৃষ্ণনগর সিটি লোকাল। রেলদপ্তর কেন কৃষ্ণনগরকে সিটি বলে জানান দেয় কে জানে? একটু বলা ভুল হল, অন্য কেউ জানলেও আমি জানিনা।

ট্রেনের হাওয়ার ঝাপটা বেশিক্ষণ খেতে পারি না বলে, জানলার ধার দখল করি বটে, কিন্তু ট্রেনের গতির অভিমুখে না বসে বিপরীতমুখী সিট–এ বসি। বেশিক্ষণ জানলার বাইরের সবুজ প্রকৃতি এবং ভেতরের যাত্রীদের গতি–প্রকৃতির ওপর নজর রাখতে পারলাম না। ট্রেনের দুলুনি আর পিছন দিক দিয়ে আসা মৃদু বাতাস চোখ বুজিয়ে দিল।

ঘুম ভাঙলো রানাঘাটে এসে। তার আগে বার দুয়েক ঘুম ভেঙেছে; স্টেশনের উপর দৃষ্টিপাত করে আবার চোখ বুঝেছি। একটু ভয় হচ্ছিল বীরনগর ফেলে চলে না যাই। পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ–লালগোলা শাখার বীরনগর স্টেশনে নামব আমি। রানাঘাটের পর কালীনারায়ণপুর জংশন। এখান থেকে শান্তিপুর যাওয়ার লাইন বায়ে কেটেছে। কালীনারায়ণপুর জংশনের পরের স্টেশন বীরনগর।

বীরনগর ইতিহাস প্রসিদ্ধ বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। বীরনগর পৌরশহর। বীরনগরের প্রাচীন নাম উলা। এই বীরনগরে আছেন বিখ্যাত 'মা উলাইচণ্ডী'। আগে এই গ্রাম ছিল ভাগীরথীর তীরে। এখন গঙ্গা অনেক দূরে সরে গিয়েছে। উলা নামকরণের নানা জনশ্রুতি আছে। গঙ্গা তীরের উলুবন থেকে উলা। ফরাসি আউল বা আরবী উলা শব্দ থেকে উলা নামটা এসেছে অনেকে বলেন। ফরাসি আউল শব্দের অর্থ জ্ঞানী এবং আরবী উলা শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ।

সম্রাট আকবরের আমলে উলা ছিল সরকার সুলেইমানাবাদের ৩২ মহালের অন্যতম মহাল। ১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উলা গ্রামের কথা উল্লেখ আছে। শ্রীমন্ত সদাগর সপ্তডিঙ্গা সাজিয়ে সিংহল যাত্রাকালে উলার পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।

বামে শান্তিদূর রহে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।
উলা বহিয়া যায় কিছিমার পাশে।
মহেশ্বরপুরের নিকটে সাধু ভাসে।

উলাতে এর সঙ্গে একটি জনপ্রিয় জনশ্রুতি যুক্ত হয়েছে। শ্রীমন্ত সদাগর উলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গঙ্গার দহে ভীষণ ঝড় ওঠে। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। শ্রীমন্ত সদাগর তীরে নেমে বটবৃক্ষতলায় শিলারুণী উলাইচণ্ডী মায়ের পূজা করলে ঝড় থেমে যায় এবং তাঁর সপ্তডিঙ্গা রক্ষা পায়। সেই থেকে প্রতিবছর বৈশাখী পূর্ণিমা অর্থাৎ বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন উলাইচণ্ডীর পূজা হয় ঘটা করে। সেই উপলক্ষে বড় মেলা বসে।

অনেকে বলেন, উলাইচণ্ডীর নামে এই জনপদের নাম হয় উলা। উলাইচণ্ডী বা ওলাইচণ্ডী হলেন বাংলার এক জনপ্রিয় লৌকিক দেবী। তিনি ওলাওঠা অর্থাৎ কলেরা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিসূচিকা রোগ থেকে মুক্তি পেতে মানুষ ওলাইচণ্ডীর পূজা করে। ওলাইচণ্ডী মুসলিম প্রধান অঞ্চলে ওলাবিবি নামে পরিচিত। হিন্দু প্রধান অঞ্চলে বারের দিনে অর্থাৎ শনি–মঙ্গলবারে নিয়মিত পূজা হয়। কোথাও কোথাও শনি–মঙ্গলবার দেখে বাৎসরিক পূজা হয় বৈশাখ–জৈষ্ঠ্য মাসে। গরমকালে হওয়ায় কারণ, গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে জলবাহী রোগের প্রাদুর্ভাব বা মহামারী দেখা দিত।

উলার সঙ্গে এক মহামারী যোগ আছে তা অবশ্য ওলাওঠা নয়, ম্যালেরিয়া। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ম্যালেরিয়া মহামারীতে উলা প্রায় জনশূণ্য হয়ে যায়। উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে আবার উলা তথা বীরনগরে জনবসতি বাড়তে শুরু করে। তার আগে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে উলার নাম সরকারিভাবে বীরনগর হয়ে যায়। এর জনশ্রুতি হল এক মহিলা ডাকাতদের সঙ্গে বীরত্ব দেখিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন অথবা গ্রামবাসীর একদল ডাকাত ধরে দিয়েছিল বলে ইংরেজ সরকার খুশি হয়ে উলার নামকরণ করেন বীরনগর, অর্থাৎ বীরদের নগর।

নবীনচন্দ্র সেন মহকুমা শাসক হিসেবে যখন রাণাঘাট মহকুমার দায়িত্ব নেন তখন উলা পৌরসভার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫০০, যেটা আগে ছিল ৩০ হাজারের বেশি। রাস্তাঘাট জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। কেউ উলা গ্রামে রাত কাটাত না। পানীয় জল গ্রহণ করত না। জল খেতে হলে ডাবের জল খেত। পানীয় জলের অভাব ছিল। ৪/৫ মাইল দূরের চূর্নী থেকে জল আনতে হত। যারা আনতে পারত না তারা উলার দূষিত জল খেত। তিনি জমিদারের পুকুর সংস্কার করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন।

যথা সময়ে অর্থাৎ ৮ টা ৫৪ নাগাদ বীরনগর স্টেশনে নামলাম। ১ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে বাইরের স্টেশনের বেরিয়ে দেখি জমজমাট দোকানপাট। দোকানে দোকানে লুচি ভাজছে, পরোটা ভাজা হচ্ছে, মিষ্টির লোভনীয় হাতছানি, আর দেখি কমলা রঙের শরবত বিলি হচ্ছে। উৎসবের চিহ্ন আজ বীরনগর স্টেশনের গায়ে এসে লেগেছে।

বীরনগর আজ পাঁচ–পাঁচটি উৎসব। প্রথম এবং প্রধান হল উলাইচণ্ডীর বার্ষিক পূজা। তারপর উত্তরপাড়া বাজারের বিন্ধ্যবাসিনী পূজা। আর তিনটি মহিষমর্দিনী পূজা। তিনটি মহিষমর্দিনী পূজা হয়, যথাক্রমে বীরনগর দক্ষিণপাড়া, বীরনগর মধুগাছি পাড়া এবং বেলেডাঙ্গা পাড়াতে। মেলা হয় উলাইচণ্ডীতলা, উত্তরপাড়া বাজারের বিন্ধ্যবাসিনী পূজাতে এবং দক্ষিণপাড়ার মহিষমর্দিনী পূজায় একটা ছোটো মেলা বসে। দুপুরের পর উলাইচণ্ডীতলার মেলাটা ভেঙে কিছুটা দক্ষিণপাড়ায় এবং কিছুটা উত্তর পাড়াতে চলে আসে।

গুগলে দেখলাম বীরনগর স্টেশন থেকে উলাইচণ্ডীতলার দূরত্ব দেড় কিমি। ভাবলাম হেঁটেই যাব। কিন্তু টোটোওয়ালারা, উলাইচণ্ডী ১০ টাকা, উলাইচণ্ডী ১০ টাকা, বলে চিৎকার করে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সেই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলাম না। চেপে বসলাম একটা টোটোতে। স্টেশনের উল্টোদিকে বিভূতি মিত্র রোড ধরে ভেতর ভেতর দিয়ে দক্ষিণপাড়ার মহিষমর্দিনীর সামনে নামিয়ে দিল। সামনে সামান্য এগিয়ে বামদিকে গেলে উলাইচণ্ডী মেলা।

টোটো থেকে নেমেই মহিষমর্দিনী মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করে নিলাম। সুন্দর রাজকীয় মূর্তি। মায়ের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। দেখলাম মন্দিরের সামনে কিছু দোকানপাট বসেছে। পূজা শুরু হয়নি। উলাইচণ্ডী পূজা শেষ হলে ব্রাহ্মণ এসে পূজা শুরু করবেন।

আমি এগিয়ে চললাম উলাইচণ্ডী মায়ের থানের দিকে। আর রাস্তার দুধারে বিস্তর দোকান। রাস্তায় মানুষের স্রোত। সেই স্রোত দোকানের ঘাটে ধাক্কা খাচ্ছে। দোকানের মাটির পুতুল, নানা আকৃতির লক্ষ্মী ভাণ্ডার নজর কাড়ল। দেখলাম রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড় পয়সা জমানোর ভাণ্ড। খাবার দোকানের অধিক্য বেশি। যত এগোচ্ছি তখন জনস্রোত বাড়ছে। এত লোক! ভোর চারটে থেকে শুরু হয়েছে লোকের আনাগোনা। তিনটে থেকে দোকানপাট বসে গিয়েছে।

উলাইচণ্ডী মায়ের এক বটগাছের তলায় অবস্থান। সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের ঝুড়ি নেমে, স্তম্ভমূল বিস্তার করে বিরাট এলাকা দখল নিয়েছেন মা উলাইচণ্ডী। বটতলা লোকে লোকারণ্য। বটগাছ ঘিরে চারদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে দোকানপাট। মাইকে অনবরত ঘোষণা চলছে। মায়ের নামে দানের প্রার্থনা চলছে। মাজার বা পীরের দরগাতে এরকম আহ্বান আমি আগে শুনেছি। এখানে বলছে রানাঘাটের 'অমুক বিশ্বাস' ৫১ টাকা দান করলেন।

গাছতলায় ঝুড়ি বা স্তম্ভমূলের তলায় একাধিক ব্রাহ্মণ বসে আছেন। সেখানে গিয়ে ভক্তরা পূজা দিচ্ছেন। অসংখ্য ভক্ত বলে অসংখ্য পুরোহিত। ভালো লাগলো পুরোহিত তন্ত্রে পরিবারতন্ত্র নেই। অনেকেই পুজো করার সুযোগ পাচ্ছেন। তার চেয়ে বেশি প্রসাদ বা ভোগের।

বটগাছ তলার বাইরে গাছ–গাছালি জঙ্গলে চলছে বলিদান পর্ব। কোনও হাড়িকাট নেই। ছাগলের মাথা গাছের সঙ্গে বেঁধে, তারপর পা চারটে পিছনের দিকে টেনে ধরছে দুজন। খর্গধারী মারছেন এক কোপ। মাথাটা গাছের গোড়ায় পড়ে যাচ্ছে। বলির সময় বেজে উঠছে তাসাপার্টির বাজনা। বলি দেওয়া দেখছেন অনেক লোক গোল করে ঘিরে। মোবাইলে ভিডিও হচ্ছে।

মেলার মধ্য ঘুরে ঘুরে বিক্রি করছে অনেক বিক্রেতা। বাঁশি, ঘূর্ণি, মুখোশ, বেলুন। বিক্রি হচ্ছে মানত রাখার ছোটো পোড়ামাটির ঘোড়া, চৌকো ছোটো ছোটো পোড়ামাটির টুকরো, লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। বটগাছের গোড়া ফুল পাতায় ছেয়ে গিয়েছে। সকালের দিকে বেশি ভিড় থাকে। বেলা দশটার পর থেকে ভিড় কমতে বিকেল চারটে পর্যন্ত থাকে ভক্ত সমাগম।

বটগাছের চারদিকে দু–তিন বেষ্টনী ঘিরে মেলার দোকান। বেতের ধামা, বাঁশের সাজি, বাঁট–কাটারি সবই পাওয়া যাচ্ছে। দোকানে কেনাবেচা চলছে জমিয়ে। খুব বড় আকারের মেলা।

ঘুগনি বিক্রেতা সুধীর মৃধার বাড়ি শান্তিপুরে। ভোর তিনটেই দোকান লাগিয়েছেন। যদিও তিনি আদতে ফুচকা বেচেন। এখানে অবশ্য বন্ধুর দোকান নিয়ে এসেছেন। শান্তিপুরের রাসে গোস্বামী বাড়ির সামনে প্রতিবছর ফুচকার দোকান দেন। জামাইষষ্ঠীর পর শিয়ালদহে যাবেন কাঁঠাল বেচতে। কাঁঠালের সিজন ফুরিয়ে গেলে তারপর পূজো পর্যন্ত বেচবেন বাতাবি লেবু। তারপর গোটা শীতকাল মেলায় মেলায় ঘোরা। উনি আর এখান থেকে মহিষমর্দিনী বা বিন্ধ্যবাসিনী মেলায় যাবেন না। বাড়ি ফিরে যাবেন। পাশের ফুচকা বিক্রেতা জানালেন তিনি যাবেন বিন্ধ্যবাসিনী মেলায়। উনি ইতিমধ্য ওখানে একটা বাক্স রেখে এসেছেন।

মেলা প্রাঙ্গন ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। চড়া রোদের দাপটের মধ্যেও মানুষের শ্রান্তি নেই। কিন্তু আমায় যেতে হবে, অন্য কোথাও অন্য কোনও স্থানে।

দক্ষিণপাড়ার মহিষমর্দিনী মন্দিরের সামনে এসে একটা টোটো ধরে উত্তরপাড়া বিন্ধ্যবাসিনী মেলায় এলাম। মেলা বিকাল থেকে জমবে। উলাইচণ্ডীর মেলা ভেঙ্গে গেলে। উলাইচণ্ডীর মেলা একবেলার মেলা। তারপর সেখান থেকে টোটো ধরে বীরনগর স্টেশন। স্টেশনের ২ নম্বর প্লাটফর্মের পশ্চিমপাড়ে সামান্য হেঁটে মধুগাছি। সেখানে মহিষমর্দিনী পূজায় গিয়ে খোঁজ পেলাম বেলেডাঙ্গা পাড়ার মহিষমর্দিনী পূজার। আবার হাঁটতে হাঁটতে রেল লাইনের পূর্বপাড়ে বেলেডাঙ্গা পাড়ায় গেলাম মহিষমর্দিনী পূজা দেখতে।

এ সব দেখে দুপুর ১২:২৮–এর ডাউন কৃষ্ণনগর লোকাল ধরলাম। এবার ট্রেনে আর ঘুম পেল না। মানুষ কত সরণ বিশ্বাসে চলে আসছে উলাইচণ্ডী মায়ের কাছে। মায়ের কাছে মানত করে মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সন্তানের রোগমুক্তি, এরকম দৈনন্দিন জীবনের নানা চাওয়া–পাওয়ার। মনোস্কামনা পূর্ণ হলে পাঠা বলি দেয়, মায়ের নামে পাঠা ছেড়ে দেয়, মায়ের গহনা গড়িয়ে দেয়। মানুষের বিশ্বাসই ধর্ম। মানুষের সরল বিশ্বাসের মর্যাদা দেওয়াটাই মানবধর্ম।

তথ্যত্মণ:–

১) আমার জীবন – নবীনচন্দ্র রচনাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ)

২) জেলা (লাকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ: নদীয়া লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৩

৩) নদিয়া জেলার পুরাকীর্তি মোহিত রায় পূর্ত (পুরাতত্ব) বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৪

৪) বাংলার লৌকিক দেবতা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু দেজ পাবলিশিং, ২০১৫।

ছেলেদের হারের প্রতিশোধ নিল মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং, মনে আছে তো!

ভারতের ইতিহাসে অপারেশন সিঁদুর অভিযান নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন দুই মহিলা সেনা আধিকারিক। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, মেয়েরা পিছিয়ে নেই।

ভারতীয় ফুটবলে ছেলেদের দল যখন অন্ধকারে ডুবে, আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করার জন্য নতুন কোচের বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, তখন স্বপ্নের জাল বুনতে সামনের সারিতে মেয়েরাই। মহিলাদের এএফসি এশিয়া কাপের ছাড়পত্র জোগাড় করে ফেলল মেয়েদের ভারত। গ্রুপশীর্ষে থেকেই অস্ট্রেলিয়ায় ২০২৬ সালের এশিয়ান কাপে খেলবে ভারত।

থাইল্যান্ডকে ২–১ গোলে হারাতেই এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করে ব্লু টাইগ্রেসরা। থাইল্যান্ডকে প্রথমবার হারাল ভারতের মেয়েরা। ফিফার ক্রমতালিকায় থাইল্যান্ড ভারতের থেকে ২৪ ধাপ উপরে। ভারত যেখানে ৭০ তম স্থানে, সেখানে থাইল্যান্ড ৪৬ তম স্থানে। গতমাসের শুরুতে এই থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধেই প্রীতি ম্যাচে ০–২ গোলে হেরেছিল পুরুষ দল।

২৯ মিনিটে দূরপাল্লার শটে গোল করেন বাংলার মেয়ে সঙ্গীতা বাসফোর। ৭৩ মিনিটে কর্নার থেকে মাথা ছুঁইয়ে কাঙ্ক্ষিত গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন সেই সঙ্গীতাই। ২০০৩ সালে শেষবার যোগ্যতার ভিত্তিতে মহিলা এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ২০২২ সালে ভারত আয়োজক দেশ ছিল। কিন্তু কোভিডের জন্য নাম তুলে নিতে বাধ্য হয়। গ্রুপপর্বে প্রতিটা ম্যাচই অসাধারণ খেলেছে ভারত। প্রতিটি ম্যাচেই আধিপত্য বজায় রেখে বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সুইটি দেবীরা।

প্রথম ম্যাচে মঙ্গোলিয়াকে ১৩–০ গোলে হারিয়ে অভিযান শুরু করেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে তিমুর লেস্তেকে ৪–০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতের মেয়েরা। এরপর ইরাককে ৫–০ গোলে হারায়। অর্থাৎ, চার ম্যাচে ভারতের মেয়েরা ২৪টি গোল করেছেন। সত্যিই তো, এই পারফরমেন্স ছেলেদের বিভাগে স্বপ্নের মতোই। ছেলেদের ব্যর্থতার মাঝে নজির গড়ে ফেললেন সঙ্গীতা বাসফোররা।

আতশ কাচে

রেকর্ড জয়

এজবাস্টনে কখনও জিততে পারেনি ভারত। শুভমন গিলের নেতৃত্ব দিয়ে সেই অসাধ্য সাধনটাই করল টিম ইন্ডিয়া। একেবারে রেকর্ড তৈরি করেই। এই মাঠে জয় পেতে ৫৮ বছর লেগে গেল ভারতের। ৩৩৬ রানের বিশাল জয়ের মহানায়ক অধিনায়ক শুভমন গিল। প্রথম ইনিংসে ভারত শুভমনের দ্বিশতরানে ৫৮৭ রানের পাহাড় গড়েছিল। জবাবে ৪০৭ রানে অলআউট হয় ইংল্যান্ড। ফের শুভমনের সেঞ্চুরিতে ৬ উইকেটে ৪২৭ তুলে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার ঘোষণা করে ভারত। ২৭১ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। আকাশদীপ এই ম্যাচে নেন ১০ উইকেট। ৫ ম্যাচের সিরিজে ১–১ সমতায় ফেরাল ভারত।

দীপ্তি দ্বিতীয়

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের দীপ্তি শর্মা টি–২০ ক্রিকেট ফরম্যাটে বোলারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত ক্রম তালিকায় পাকিস্তানের সাদিয়া ইকবালের থেকে দীপ্তি মাত্র ৮ পয়েন্ট পেছনে আছেন।

উশুতে সোনা

ভারতের রজত সিং চরক এবং অপর্ণা দাহিয়া এশিয়া উশু কাপে সোনা জিতেছেন। চিনে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে রজত সিং পুরুষদের ৯০ কেজি বিভাগে সোনা পেয়েছেন। মেয়েদের ৪৮ কেজি ক্যাটাগরিতে অপর্ণা সোনা পান। এছাড়া পুরুষদের ৭৫ কেজি বিভাগে ভিক্রান্ত বালিয়ান রুপো জিতেছেন।

সংযোগ আইসিসিতে

ভারতের সম্প্রচারক সংযোগ গুপ্তা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলয়ের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক পদে নিযুক্ত হয়েছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে কৌশলগত দিক ও বাণিজ্যিকীকরণে তাঁর অভিজ্ঞতা সংস্থার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হবে, বলে জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলর সভাপতি জয় শাহ।

নেতৃত্বে মনু

প্যারিস অলিম্পিকে পদক জয়ী শুটার মনু ভাকর ভারতীয় শ্যুটিং টিমের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। কাজাকিস্তানের শুমকেন্ট এ ১৬–৩০ আগস্ট হতে চলা এশিয়ান শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য তাকে অধিনায়ক বাছা হয়। মনু ১০ মিটার এয়ার পিস্তল, ২৫ মিটার পিস্তল বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

বিলিয়ার্ডেও সোনা

ভারতের বিদ্যা পিল্লাই কমনওয়েলথ বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা পেয়েছেন। মরিশাসে বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধনী দিনেই বিদ্যা ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মারিনা জেকবকে শুটআউটে ৩–১ এ পরাজিত করে সোনা জেতেন।

ভারোত্তোলনে সোনা

ভারতের ভবানী রেড্ডি এশিয়ান যুব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন। কাজাকিস্তানের আস্তানায় মহিলাদের ট্রিপল বিভাগে ভবানী স্ন্যাচে ৬৯ কেজি, ক্লিন এবং জার্ক এ ৯০ কেজি মোট ১৫৯ কেজি ওজন তুলে সোনা পেয়েছেন। এই প্রতিযোগিতায় আরেক ভারতীয় মানুষী চামুণ্ডা ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

নীরজের সোনা

ভারতের নীরজ চোপড়া, নীরজ চোপড়া ক্লাসিক জ্যাভলিন প্রতিযোগিতায় সোনা জেতেন। গতকাল বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে নীরজ ৮৬.১৮ মিটার দূরত্বে জ্যাভলীন নিক্ষেপ করে সোনা পেয়েছেন। কেনিয়ার জুলিয়াস ইয়েগো ৮৪.৫১ মিটার দূরে নিক্ষেপ করে রুপো পেয়েছেন এবং শ্রীলঙ্কার রুমেশ ৮৪.৩৪ মিটার দূরত্ব ছুঁড়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

হরভিন্দরের সোনা

ভারতের হরভিন্দর সিং এশিয়ান প্যারা তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় সোনা পেয়েছেন। চিনের বেজিংয়ে পুরুষদের রিকার্ভ বিভাগে প্যারিস প্যারা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হরভিন্দর সোনা পেয়েছেন, এছাড়া তিনি ও ভাবনা জুটি মিক্সড রিকার্ভ বিভাগে সোনা জেতেন।

ডুরান্ডের গ্রুপপর্বে এবার হচ্ছে না ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত কয়েক বছরে ডুরান্ড কাপের গ্রুপপর্বেই দেখা হয়েছিল মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলের। এবার আর তা হচ্ছে না। দুই প্রধানের দুই গ্রুপ আলাদা। যদি দেখা হয়, তবে তা নকআউট পর্বে। ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের দাবি, তাঁরা এখনও চূড়ান্ত সূচি প্রকাশিত করেনি। সূচিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই সূচি অনুযায়ী, এবার আলাদা গ্রুপে কলকাতার দুই প্রধান। গ্রুপ এ–তে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। বি–তে মোহনবাগান ও মহমেডান। ২৩ জুলাই ডুরান্ড কাপ শুরু কলকাতায়। আই লিগ থেকে ডুরান্ড খেলবে ডায়মন্ড হারবার এফসি, শিলং লাজং এবং নামধারী এফসি। মোহনবাগান ডুরান্ডে প্রথম ম্যাচ খেলবে ৩১ জুলাই। প্রতিপক্ষ মহামেডান। ৪ আগস্ট মোহনবাগানের খেলা বিএসএফ ফুটবল টিমের সঙ্গে। ৯ আগস্ট ডায়মন্ড হারবার এফসি'র মুখোমুখি হবে মোহনবাগান।

২৩ জুলাইয়ের পর লাল–হলুদের ম্যাচ ৬ আগস্ট, নামধারীর বিরুদ্ধে। ১০ আগস্ট

ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স। ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালের ৪টি ম্যাচ ১৬ এবং ১৭ আগস্ট। ২টি সেমিফাইনাল হবে যথাক্রমে ১৯ ও ২০ আগস্ট। ফাইনাল ২৩ আগস্ট। যদিও নকআউট পর্বের ম্যাচ এবং ফাইনালের ভেন্যু এখনও ঘোষণা করা হয়নি। আইএসএলের ৬ ক্লাব আগেই নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয় ও ঝাড়খণ্ডের ৫টি রাজ্যের ৬টি কেন্দ্রে খেলা হবে। ৪ জুলাই এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ফুটবল অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। এখানকার মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে এই খেলা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

দলগুলি হল

গ্রুপ এ (কলকাতা): ইস্টবেঙ্গল, সাউথ ইউনাইটেড, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স, নামধারী এফসি।
গ্রুপ বি (কলকাতা): মহমেডান এসসি, ডায়মন্ড হারবার এফসি, মোহনবাগান, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স।
গ্রুপ সি (জামশেদপুর): জামশেদপুর এফসি, বিদেশি দল ১, ইন্ডিয়ান আর্মি, ওয়ান লাদাখ এফসি।
গ্রুপ ডি (কোকরাঝাড়): ইন্দো–টিবেটান বর্ডার পুলিশ, কার্বি আংলং মর্নিং স্টার এফসি, বড়োল্যান্ড এফসি, পাঞ্জাব এফসি।
গ্রুপ ই (শিলং): শিলং লাজং এফসি, রাঙ্গদাজিদ ইউনাইটেড এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, বিদেশি দল ২।
গ্রুপ এফ (ইম্ফল): ট্রাউ এফসি, নেরোকা এফসি, ইন্ডিয়ান নেভি, রিয়াল কাশ্মীর এফসি।
সম্ভাব্য ২টি বিদেশি দল হল ইন্দোনেশিয়ান আর্মি ও ত্রিভুবন আর্মি(নেপাল)।

টেবিল টেনিসে সেরার খেতাব শঙ্খদীপ ও দিৎসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ হল সরোজ ঘোষ মেমোরিয়াল স্টেজ থ্রি টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট। মিহির ঘোষ টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে ১৩০০ প্যাডলার অংশ নিয়েছিলেন। পুরুষ বিভাগে খেতাব জিতলেন উত্তর ২৪ পরগণার শঙ্খদীপ দাস। ফাইনালে তিনি হুগলি জেলার আকাশ পালকে পরাজিত করেন। মহিলা বিভাগে খেতাব উত্তর ২৪ পরগণার দিৎসা রায়ের। ফাইনালে তিনি উত্তর ২৪ পরগণার কৌশানি নাথকে পরাজিত করেন। অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন উত্তর ২৪ পরগণার শুভঙ্কিতা দত্ত। তিনি একই জেলার নন্দিনী সাহাকে ফাইনালে পরাজিত করেন। অনূর্ধ্ব ১৯ ছেলেদের বিভাগে উত্তর ২৪ পরগণার রাজদীপ দে–কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হুগলীর রূপম সর্দার। অনূর্ধ্ব ১৭ মেয়েদের বিভাগে খেতাব জেতেন উত্তর ২৪ পরগণার অহনা রায়। তিনি ফাইনালে অঙ্কোলিকা চক্রবর্তীকে হারিয়েছেন। অনূর্ধ্ব ১৭ ছেলেদের বিভাগে খেতাব জেতেন

হুগলি জেলার রূপম সর্দার। তিনি ফাইনালে উত্তর কলকাতার সোহম মুখার্জীকে পরাজিত করেন। অনূর্ধ্ব ১৫ বিভাগে ছেলেদের বিভাগে খেতাব জেতেন নর্থ কলকাতার রুদ্রনীল জানা। রানার্স বিটিটিএ–র হিমন কুমার মণ্ডল। অনূর্ধ্ব ১৫ মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন উত্তর ২৪ পরগণার অহনা রায়। রানার্স শিলিগুড়ির প্রতীতি পাল। অনূর্ধ্ব ১৩ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হাওড়ার আরিভ দত্ত। রানার্স শিলিগুড়ির জেম মহালনাবিশ। অনূর্ধ্ব ১৩ মেয়েদের বিভাগে খেতাব হাওড়ার তিতাস চ্যাটার্জীর। রানার্স নর্থ কলকাতার দেবাংশী চক্রবর্তীর। অনূর্ধ্ব ১১ বালকদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন উত্তর ২৪ পরগণার রাজদীপ বিশ্বাস। রানার্স উত্তর ২৪ পরগণারই হরিদান বিশ্বাস। অনূর্ধ্ব ১১ বালিকাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন উত্তর ২৪ পরগণার দেবান্যা আরি। রানার্স হুগলির অলিভিয়া মণ্ডল। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের সফল প্যাডলারদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব শর্মী সেনগুপ্ত।

ইস্টবেঙ্গলেই বিষ্ণু–সৌভিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরও দুই বছরের জন্য ইস্টবেঙ্গলেই থাকছেন পিভি বিষ্ণু ও সৌভিক চক্রবর্তী। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৭–২৮ মরশুম পর্যন্ত লাল হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে প্রতিভাবান ফুটবলারদের। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে ময়দানের এই প্রধানে ৩ বছরের চুক্তিতে যোগ দিয়েছিলেন বিষ্ণু। অন্যদিকে, ২০২২ সালে হায়দরাবাদ এফসি থেকে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠেন সৌভিক। কয়েক মরশুম ধরেই ইস্টবেঙ্গল মাঝ মাঠের ভরসা হয়ে উঠেছেন সৌভিক। একমাত্র বাঙালি যিনি প্রায় সব ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন।

শ্রমিকের কাজ করেও প্যারা গেমসে সোনা সুন্দরবনের আহাম্মদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্ঘটনায় কাটা গিয়েছে একটি পা। তবু তিনি থেমে থাকেননি। খেলার মাঠে টিকে থাকতে মনের জোরে প্রতিনিয়ত লড়াই করে গিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছাশক্তির কাছে হার মানতে হয়েছে আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকেও। অবশেষে মিলেছে সাফল্য। সদ্যসমাপ্ত রাজ্য প্যারা গেমসে সোনা জিতে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের ফেন্সিং খেলেয়াড় আহাম্মদ গাজি। সোনার পাশাপাশি প্যারা ফেন্সিং বিভাগে রুপোর

পদকও জিতেছেন তিনি। তাঁর এই সাফল্যে গর্বিত গ্রামের বাসিন্দারা। সামনেই জাতীয় প্যারা গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে সেরা হওয়াই এখন লক্ষ্য আহাম্মদের।

উত্তর ২৪ পরগণার মিনাখাঁ ব্লকের চৈতল পঞ্চায়েতের চরপাড়ার বাসিন্দা আহাম্মদ। ছেলেবেলা থেকে বড় ক্রীড়াবিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন বছর ২৫–র এই যুবক। সেই মতো নিজেকে তৈরিও করছিলেন। কিন্তু মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর জীবনে নেমে আসে এক চরম বিপর্যয়। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন তিনি। এর জেরে তাঁর ডান পা কেটে বাদ দিতে হয়। একদিকে আর্থিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে তৈরি করা অন্যদিকে, সংসারের হাল ধরা। কারণ, অতি সাধারণ নিম্ন–মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আহম্মদ। পরিবারে তাঁর বৃদ্ধ বাবা–মা ছাড়াও দাদা–বোন রয়েছে। বয়সের ভারে বাবা আগের মতো আর কাজ করতে পারেন না। একমাত্র রোজগেরে দাদা যে কাজ করে তাতে ৫ জনের সংসার ঠিক মতো চলে না। তাই, সংসারের হাল ধরতে হয়েছে তাঁকেও। কখনও হুইল চেয়ারে বসে ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করেছেন। আবার কখনও বেশি রোজগারের আশায় নদী থেকে মাছ ধরে, তা বিক্রিও করেছেন পথে–ঘাটে। তবে, এতকিছুর মধ্যেও নিয়ম করে অনুশীলন চালিয়ে গিয়েছেন আহাম্মদ। মাঠে গিয়ে ফেন্সিংয়ের মতো কঠিন খেলায় নিজেকে তৈরি করেছেন তিনি। সাফল্যও পেয়েছেন হাতেনাতে। রাজ্য প্যারা গেমসে সোনা জয় করে নজর কেড়েছেন তিনি। এর আগে কেরলে আয়োজিত ১২তম জাতীয় ড্রাগন বোট চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ ও ২০০ মিটারের দুটি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। যার নেতৃত্বেও ছিলেন আহাম্মদ। তিনি বলেন, 'প্যারা ফেন্সিংয়ে কৃতিত্ব অর্জন করতে কঠোর অনুশীলন করে গিয়েনি। তবেই এসেছে সাফল্য। ভালো লাগছে গ্রামের সকলের মুখ উজ্জ্বল করতে পেরে। জাতীয় প্যারা গেমসে সুযোগ পেয়েছি। সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চেন্নাই যেতে হচ্ছে। সেখানে যাতে ভালো কিছু করতে পারি তার জন্য প্রার্থনা করবেন। আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। যদি কেউ পাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে উপকার হয়।'

বার্মিংহ্যামে জোড়া পদক কোচবিহারের সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্মিংহ্যামের আলবামায় অনুষ্ঠিত ২১তম পুলিশ অ্যান্ড ফায়ার গেমস ২০২৫ ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে প্রতিযোগিতায় জোড়া পদক পেলেন কোচবিহারের দিনহাটার ভূমিপুত্র সৌরভ সাহা। ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসে ব্রোঞ্জ পদক জয়ের পর

৪×১০০ মিটার রিলে রেসে সোনাও জেতেন তিনি। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ২৭ জুন রওনা দিয়েছিলেন সৌরভ। তাতেই প্রথমে ভারতীয় পুলিশ ও ফায়ার দলের হয়ে ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন সৌরভ। এরপর ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে এবার সোনা জেতেন তিনি।

সৌরভ ২০১৬ সালে বিএসএফ–এ যোগদান করেন। বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন তিনি। বিদেশের মাটিতে এবারও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরে সৌরভ নিজেও যেমন খুশি। পাশাপাশি খুশি সৌরভের খেলাধুলো চর্চার প্রতি কোচবিহার এবং তার নিজের শহর দিনহাটার বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদগণ ও দিনহাটা পুরসভার পুরপ্রধান পর্যন্ত। ক্রীড়াবিদ চন্দন সেনগুপ্ত বলেন, 'সৌরভ শুধু দিনহাটার নয়, পুরো দেশের গর্ব। আমি জানতাম ও বড় কিছু করবে। ওর আরও সাফল্য কামনা করি।' দিনহাটার চৌধুরীহাটের বিবেকানন্দ স্কুলের শারীরশিক্ষার শিক্ষক সন্দীপ বল বলেন, আমরা প্রথম থেকেই আশাবাদী ছিলাম আন্তর্জাতিক স্তরে ওর সাফল্য আসা নিয়ে। সেটাই ও করে দেখানোয় আমরা খুশি। আশা করি ভবিষ্যতেও সৌরভ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দীর কথায়, 'সত্যিই দিনহাটার জন্য এটা একটা গর্বের মুহূর্ত। ওর এই সাফল্য নবীন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।' সৌরভ বলেন, 'আমার লক্ষ্য ছিল দেশের হয়ে পদক আনা। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছি এটাই বড় প্রাপ্তি।'

পায়ে ছাতা বেঁধে চিকিৎসা! বেহাল দশা কলকাতা লিগের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই সময় খেলা মানেই বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। আর কাদা মাঠে ফুটবল খেললে চোটের সম্ভাবনাও বাড়ে। আইএফএ'র কাছে এ তথ্য নতুন নয়। বছর বছর এভাবেই খেলা হয় ময়দানে। হয়তো ছেলেখেলাই চলে। বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টই হোক বা কলকাতা লিগের প্রিমিয়ারের ম্যাচই হোক, ফুটবলাররা যেন দুধে–ভাতে। মোহনবাগান বনাম রেলওয়ে ম্যাচে যা দেখা গেল, তা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। প্রবল বৃষ্টিতে ব্যারাকপুরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামের মাঠ

এমনিতেই পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। সেখানেই ম্যাচের ৩৫ মিনিটে চোট পান রেলওয়ের তারক হেমব্রম। পায়ে চোট, হতে পারে ফ্র্যাকচার। তড়িঘড়ি কোনও উপায় না পেয়ে পায়ের দুদিকে দুটি ছাতা বেঁধে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। এটা পেশাদারিত্ব? এরজন্য মেডিক্যাল বোর্ড? এরজন্য মেডিক্যাল টিম? এরজন্য স্পনসর? ছাতা দিয়ে হবে প্রাথমিক চিকিৎসা! এই ঝুঁকি খেলতে বঙ্গ সন্তানরা খেলতে বাধ্য থাকবে? আইএফএ চুপ করে থাকে এসব ক্ষেত্রে। চোট পাওয়া তারক হেমব্রমকে তোলা হয় অ্যাম্বুল্যান্সে। এদিকে স্টেডিয়ামে এসে উপস্থিত হন ইউনাইটেডের কর্তা নবাব ভট্টাচার্য। তারককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় সেই অ্যাম্বুল্যান্সটি নিয়ে। ডাকা হয় আরেকটি অ্যাম্বুল্যান্স। তারককে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকুরিয়া মণিপাল হাসপাতালে। চিকিৎসক কাঞ্চন ভট্টাচার্যের অধীনে ভর্তি করা হয় তারককে। ইস্টবেঙ্গলের কর্তা শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত নিজেও চিকিৎসক। তিনি বলছেন, এই ধরনের কিছু হলে ব্রেস দরকার। দেখে মনে হচ্ছে হাঁটুর জয়েন্টে চোট লেগেছে তারকের। এই ধরনের কিছুতে আমরা ব্রেস পড়াই। মোটা করে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধলেও হত। দরকার ছিল ক্রাচ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে যাতে ক্রাচ ব্যবহার করতে পারে। দেখে তো মনে হচ্ছে এগুলো কিছুই ছিল না। এটা প্রিমিয়ার লিগের খেলা। সমস্ত ব্যবস্থা থাকাটা বাঞ্ছনীয়। আমি অবশ্য অন্য একটা বিষয় নিয়ে আশঙ্কিত। যদি আরও ভয়ঙ্কর চোট লাগত? যদি সিপিআর দেওয়ার দরকার হত, তাহলে কী হত? প্রতিবার লিগ শুরু হলেই অব্যবস্থা, অভাব–অভিযোগের কথা শোনা যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়।

দুর্দশার মাঝেই বেঙ্গল সুপার লিগের বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: একদিকে যখন দেশের এক নম্বর লিগ আইএসএল নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা। একদিকে যখন ঘরোয়া কলকাতা লিগ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তখন নতুন উদ্যোমে নতুন টুর্নামেন্ট করার স্বপ্ন দেখে ফেলল আইএফএ। শুধু স্বপ্নই নয়, তা শ্রাচী স্পোর্টসের হাত ধরে সত্যিই করতে চলেছে। শুরু হবে এবার বেঙ্গল সুপার লিগ। বাংলার ফুটবলে বাণিজ্যিকরণের জন্যই এই উদ্যোগ। শহরের একটি পাঁচতারা

হোটেলে টুর্নামেন্টের লোগো উন্মোচন হয়। আইএফএর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাটন তুলে দেওয়া হয় শ্রাচী স্পোর্টসের হাতে। তবে এই টুর্নামেন্ট কলকাতা কেন্দ্রিক নয়, বরং রাজ্যকেন্দ্রিক হতে চলেছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে মোট ৮টি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে শুরু হবে বিএসএল। খেলা হবে চারটে স্টেডিয়ামে। তারমধ্যে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, দুর্গাপুরের ভগত সিং স্টেডিয়াম, ব্যারাকপুর স্টেডিয়াম, বহরমপুর স্টেডিয়াম, নৈহাটি স্টেডিয়াম, কৃষ্ণনগর স্টেডিয়াম, ডিএসএ মালদা, হলদিয়ায় দুর্গাচক স্টেডিয়াম এবং বারাসাত স্টেডিয়ামকে প্রাথমিকভাবে রাখা হয়েছে। এখান থেকেই চূড়ান্ত হবে চার স্টেডিয়াম। ঠিক হয়েছে, ৮টি দল নিয়ে শুরু হবে বিএসএল। মোট ৬১টি ম্যাচ। হোম এবং অ্যাওয়ে ফরম্যাটে ৫৬টি ম্যাচ হবে। দুটো সেমিফাইনাল হবে হোম এবং অ্যাওয়ে ভিত্তিক। একটা ফাইনাল। প্রত্যেক দলে অন্তত ২৫ জন ফুটবলার রাখতে হবে। ২ জন বিদেশি ফুটবলার লিগের আকর্ষণ বাড়াতে খেলানোর ভাবনাও রয়েছে। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি অনুযায়ী জেলার ফুটবলার রাখা বাধ্যতামূলকও করা হবে। আইএফএর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি অজিত ব্যানার্জি, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ অন্যান্য কর্তারা। শ্রাচী স্পোর্টের পক্ষ থেকে ছিলেন ২ ডিরেক্টর রাহুল টোডি এবং তমাল ঘোষাল। এছাড়াও চাঁদের হাটে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গাঙ্গুলি, সাব্বির আলি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্যাম থাপা, সমরেশ চৌধুরী, প্রশান্ত ব্যানার্জি, বিকাশ পাজি, মিহির বসু, মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু, জামশিদ নাসিরি, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সুমিত মুখার্জি, রহিম নবি, অ্যালভিটো ডি কুনহা সহ অন্যান্যরা।

দাবায় চ্যাম্পিয়ন গুকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রোয়েশিয়ার জাগ্রেবে ২০২৫ সালের গ্র্যান্ড চেস ট্যুরেরর্যাপিড এবং ব্লিটজ টুর্নামেন্টে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দাবাড়ু গুকেশডোম্মারাজু র্যাপিড খেতাব জিতেছেন। ১৯ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় চূড়ান্ত রাউন্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েসলি সো–কে সাদা ঘুঁটি নিয়ে ৩৮ চালে হারিয়ে র্যাপিড বিভাগে জয়ী হন। গুকেশ ৭ জয়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে শেষ করেন। পোল্যান্ডের জান–ক্রিসটফ ডুডা ১১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়, প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেন ১০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হন। প্রতিযোগিতায় আর এক ভারতীয় প্রজ্ঞানন্ধারমেশবাবু ৯ পয়েন্ট পেয়ে ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার সঙ্গে যৌথভাবে চতুর্থ স্থান শেষ করেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com